www.doridro.com

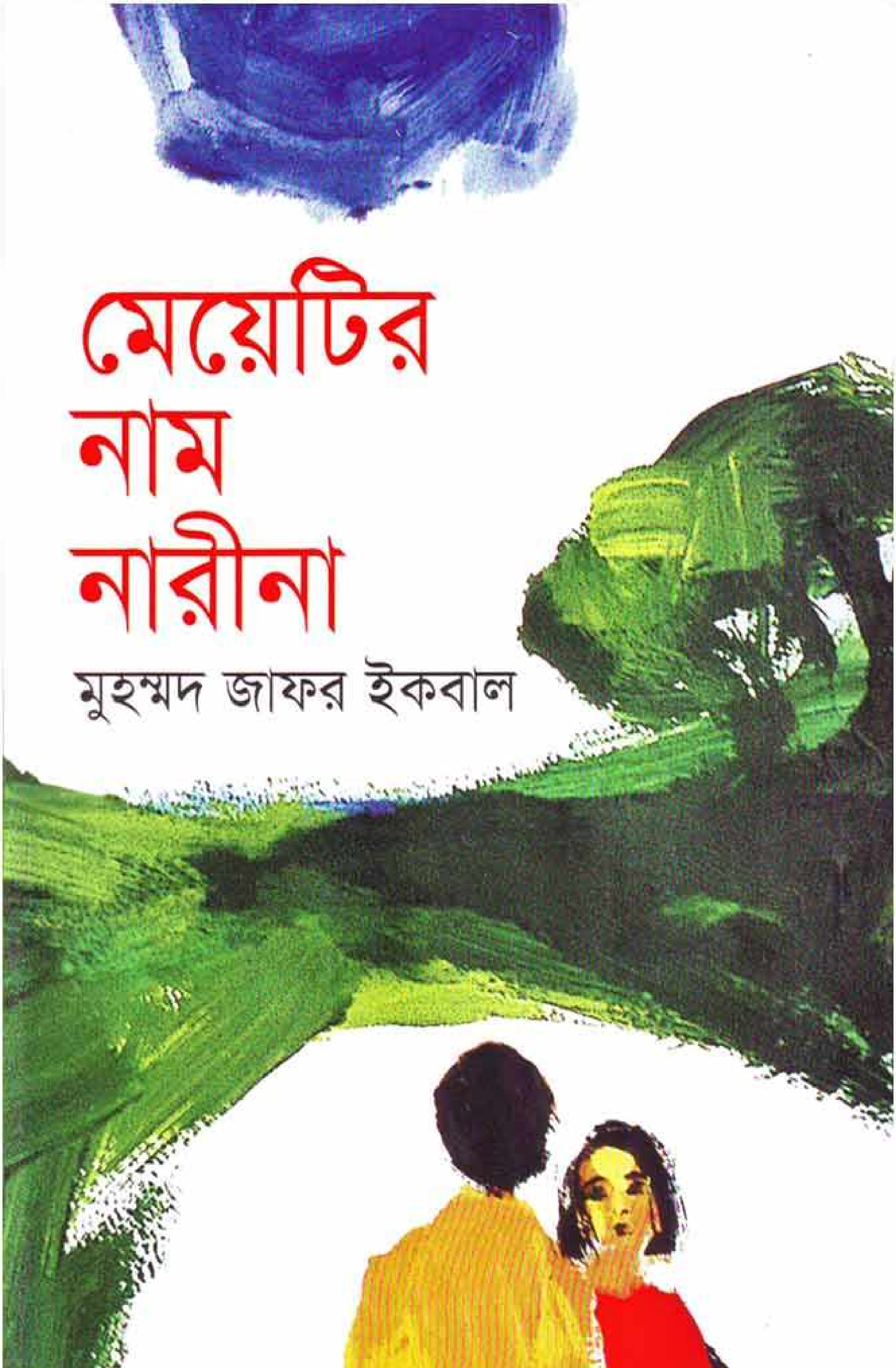

www.doridro.com

ikshafi@yahoo.com

মেয়েটির নাম নারীনা।
একদিন খুব ভোরে নারীনা বের হয়েছে
বনে যাওয়ার জন্য।
বনে তার সঙ্গে দেখা হলো এক অদ্ভুত ছেলের।
সেই ছেলের নাম
জংলে জালা ডংলে ডালা টুগরি টুরাং!

বড় মামা এদের গল্প বলছেন মিতুলকে।
গল্পে আছে আরও অনেক চরিত্র। টিটিং,
ভুটু, ছুটকি, টিকটিকালি...।
আর আছে ভয়ঙ্কর একজন
সেনাপতি গুরগিল কু গুরগান!

শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তে রূপকথা মনে হতেই পারে কিন্তু **মেয়েটির নাম নারীনা** রূপকথা নয়, রূপকথার আদলে এক অন্ধকার সময়ের কাহিনী।

www.doridro.com

উৎসর্গ

ইফা, আশিক
এবং তাদের বাবা রাহমান মনি
আমার প্রিয় তিনজন শিশু!

www.doridro.com

সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে মিতুল দেখল তার পেটে ছোট একটা ফুসকুড়ি, মোটামুটি লালচে রঙের, দেখে মনে হয় ফুসকুড়িটা রেগে আছে। নিশ্চয়ই মশা কামড়েছে–ভেবে মিতুল একটু পরেই সেটার কথা ভুলে গেল। স্কুল থেকে বাসায় এসে দুপুরে বাথরুমে গোসল করার সময় মিতুল দেখল তার পেটে রাগী রাগী আরও কয়েকটা ফুসকুড়ি। নিশ্চয়ই ঘামাচি–এই ভেবে মিতুল সেগুলোর কথাও একটু পরে ভুলে গেল। রাতে খাবার টেবিলে আম্মু হঠাৎ মিতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর গলায় ওটা কী?"

মিতুল তার গলায় হাত দিয়ে দেখে সেখানেও ফুসকুড়ির মতো কিছু একটা উঠেছে। সেটাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "মনে হয় ঘামাচি।"

সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করা আব্বুর অভ্যাস, তাই আব্বু বললেন, "ঘামাচি? বোম্বাইয়া ঘামাচি মনে হচ্ছে। বিশাল সাইজ!"

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "ঘামাচি এ রকম হয় না।"

মিতুল বলল, "পেটেও কয়েকটা উঠেছে।"

আম্মু তাঁর ভুরু আরও কুচকে ফেললেন, বললেন, "দেখি–"

খাবার টেবিলে বসেই মিতুলের টি-শার্টটা তুলে পেট দেখাতে হলো। সেখানে রাগী রাগী চেহারার আরও কয়েকটা ফুসকুড়ি উঠেছে। আম্মু শুধু পেট দেখেই শান্ত হলেন না, পিঠ দেখলেন, ঘাড় দেখলেন, বগল দেখলেন, গলা দেখলেন, তারপর আব্বুকে ডেকে বললেন, "দেখেছ?"

আব্বু ভালো করে দেখেননি, কিন্তু আম্মুর কথা শুনে বললেন, "হুম, দেখেছি।"

মিতুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, আম্মু?"

আম্মু গম্ভীর মুখে বললেন, "কিছু না। খা।"

মিতুল খেতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেন জানি তার খেতে ইচ্ছে করছে না, ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "আম্মু, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

আম্মু খাওয়ার ব্যাপারে অসম্ভব কড়া, শুধু তাই না, আম্মুর ধারণা ভালো করে খেলেই পৃথিবীর সব সমস্যা দূর হয়ে যায়। তাই মিতুল ভেবেছিল তাকে এখন

www.doridro.com

একটা রামধমক খেতে হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আম্মু ধমক দিলেন না, গম্ভীর গলায় বললেন, "ঠিক আছে, তোর খেতে হবে না। যা।"

মিতুল যেটাই করে টুটুলের সেটাই করতে হয়, তাই সেও হাত গুটিয়ে বলল "আম্মু, আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না।"

আম্মু চোখ পাকিয়ে বললেন, "কী বললি?"

টুটুল ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না।"

আম্মু তখন টুটুলকে একটা রামধমক দিলেন, "ঢং করবি না, পাজি ছেলে! মুখ বন্ধ করে খা!"

আব্বু হা হা করে হেসে বললেন, "মুখ বন্ধ করলে খাবে কোন দিক দিয়ে? নাক দিয়ে?"

আম্মুর মেজাজটা ভালো নেই, তাই আব্বুকেও একটা ধমক দিলেন, "অনেক হয়েছে। সবকিছু নিয়ে তোমাদের ঠাট্টা! আমার ভালো লাগে না।"

আব্বু মনে হয় আম্মুকেও একটু ভয় পান, তাই কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেতে লাগলেন।

মিতুল প্রথমে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়তে শুরু করল। একটু পরে আধশোয়া থেকে শোয়া অবস্থায় গেল, আর একবার যখন বালিশে মাথা লেগেছে তখন হঠাৎ ঝপ করে তার চোখে ঘুম নেমে এল।

বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লে আম্মু সব সময় ঘুম থেকে তুলে দাঁত ব্রাশ করিয়ে দেন, ঘুমের কাপড় পরিয়ে দেন, কিন্তু আজ আর কিছু করলেন না। আধো-আধো ঘুমের মধ্যে মিতুল টের পেল আম্মু মশারি টানিয়ে দিচ্ছেন, কপালে হাত দিয়ে দেখছেন, পাতলা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে দিচ্ছেন।

মিতুলের ঘুমটা হলো ছাড়া-ছাড়া, স্বপ্নগুলো হলো খুব বিদঘুটে। পানিতে ডুবে আছে, ছোট ছোট মাছ এসে তার শরীরটা খুবলে খুবলে খাচ্ছে–এ রকম ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। সারা রাত সে ছটফট করল, ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখে মাথাটা কেমন যেন হালকা হালকা লাগছে। বাথরুমে আয়নার সামনে গিয়ে সে চমকে ওঠে, দেখে, ঠিক কপালের ওপর একটা ফুসকুড়ি রাগ রাগ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাকের খানিকটা লাল হয়ে আছে, সেখান থেকে একটা ফুসকুড়ি উঁকি দিচ্ছে। গালেও একটা লালচে আভা।

মিতুল টি-শার্টটা তুলে পেটের দিকে তাকিয়ে দেখে এখন সেখানে একটা-দুইটা নয় শত শত ফুসকুড়ি। মিতুল ভয় পাওয়া চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিল, তখন আম্মু বাথরুমে উঁকি দিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "উঠেছিস, মা?"

www.doridro.com

মিতুল ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমার কী হয়েছে, আম্মু?"

"চিকেন পক্স।"

মিতুল চোখ কপালে তুলে বলল, "চিকেন পক্স! সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী আছে?" আম্মু একটু হাসির ভঙ্গি করলেন, "পৃথিবীর সব মানুষের জীবনে একবার চিকেন পক্স হতে হয়।"

মিতুল ভালো করে আম্মুর কথা শুনল বলে মনে হলো না, ঢোক গিলে বলল, "চিকেন পক্স? আমার?"

আম্মু এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বললেন, "এই তো উঠতে শুরু করেছে–এখন দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবি।"

মিতুল আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এইগুলি সব চিকেন পক্স?"

আম্মু মাথা নাড়লেন। বললেন, "হ্যাঁ।"

"মুখে আরও উঠবে?"

"কিছু তো উঠবেই। কারও বেশি কারও কম।"

"তার পরে সেইগুলো কী হবে?"

আম্মু হাত নেড়ে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, "সেটা তো তুই নিজেই দেখবি। আয়, হাত মুখ ধুয়ে আয় নাশতা করবি।"

মিতুল তার শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ছোট ছোট ফুসকুড়িতে শরীরটা ভরে গেছে। অনেক জায়গায় লাল হয়ে আছে, মনে হয় ভেতর থেকে ফুসকুড়ি ঠেলে বের হয়ে আসছে। সবগুলো যখন বের হবে, তখন মনে হয় শরীরে জায়গা থাকবে না। মিতুলের ইচ্ছে করল সে গলা ছেড়ে কাঁদে।

খাবার টেবিলে টুটুল নেকু-নেকু গলায় বলল, "আমি আপুর কাছে বসব না। তাহলে আমারও চিকেন পক্স হবে।"

আব্বু বললেন, "অনেক দেরি হয়ে গেছে, মিস্টার টুটুল। চিকেন পক্সের ইনকিউবেশন পিরিয়ড দুই সপ্তাহ। যার অর্থ, গত দুই সপ্তাহ থেকে আমাদের মিতুল চিকেন পক্সের ভাইরাস সবাইকে দিয়ে আসছে। কাজেই তুমি তোমার ভাইরাস পেয়ে গেছ–তোমারও হবে।"

টুটুল ভয় পাওয়া গলায় বলল, "হবে?"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ, হবে।"

"তোমার হবে না?"

"না। আমাদের একবার হয়ে গেছে, একবার হলে আর হয় না।"

টুটুল আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার হয়েছে, আম্মু?"

www.doridro.com

"হ্যাঁ, হয়েছে। সবার চিকেন পক্স হয়। কারও বেশি কারও কম।"
মিতুল বলল, "আমার কী হবে, আম্মু? বেশি না কম?"
আম্মু বললেন, "সেটা কেমন করে বলি! অপেক্ষা করে দেখতে হবে।"

মিতুলের অবশ্যি বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না, পরের দিনের ভেতর তার সারা শরীর, হাত-পা-মুখ অসংখ্য লালচে ফুসকুড়িতে ভরে গেল। শরীরে অল্প জ্বর, মুখে তেতো স্বাদ, খাবারে রুচি নেই, সব সময়ই মাথায় ভোঁতা ব্যথা, তবে সেসব কিছুই মিতুলকে কাবু করতে পারল না। কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে পুরোপুরি কাবু হয়ে গেল। সারা মুখে লাল লাল ফুসকুড়ি, দেখে কেমন যেন আতঙ্ক হয়। মিতুল একবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে সাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সাপ তার অসম্ভব ঘেন্না লাগে, কিন্তু সাপের খাঁচার সামনে থেকে সে কিছুতেই সরতে পারছিল না। বীভৎস জিনিসের জন্য মানুষের মনে হয় এক ধরনের আকর্ষণ থাকে। এখনো ঠিক তা-ই হচ্ছে, লাল লাল ফুসকুড়িতে ঢেকে থাকা মুখটার দিকে সে কেমন যেন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না এটা তার নিজের মুখ। বালিশের নিচে সে একটা আয়না রেখেছে, কিছুক্ষণ পর পর সে সেটা বের করে নিজেকে দেখে। প্রত্যেকবার দেখার সময় সে একবার করে চমকে উঠে বলে, "কী ভয়ঙ্কর!"

মিতুলের চিকেন পক্স হয়েছে শুনে সবাই তাকে দেখতে এল। বড় ফুফু একটা চকলেটের বাক্স আনলেন। ছোট ফুফু আনলেন একটা টি-শার্ট, সেখানে লেখা, "দূরে থাকো। কাছে এলে খামচি দেব।" বড় চাচি একটা রঙের বাক্স নিয়ে এলেন। মেজো চাচি ব্যস্ত মানুষ, দোকানে গিয়ে তাঁর কিছু কেনার সময় নাই, খামে ভরে পাঁচটা কড়কড়ে এক শ টাকার নোট দিলেন। ছোট চাচি সিডির দোকান ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে কয়েকটা বাচ্চাদের সিনেমার ভিডিও দিয়ে গেলেন। বড় খালা আনলেন কয়েক কেজি মিষ্টি। মেজো মামার মধ্যে একটু আঁতেল-আঁতেল ভাব আছে, তাই তাঁর কাছ থেকে মিতুল পেল কবিতার বই। ছোট মামা দিলেন একটা সুডোকুর বই।

মিতুলের উপহারগুলো দেখে টুটুলের যেন একটু হিংসাই হলো। সে সবাইকে মনে করিয়ে দিল, কদিন পর তার শরীরেও যখন চিকেন পক্স বের হবে তখনো তাদের সবাইকে আবার উপহার নিয়ে আসতে হবে! সেটা শুনে বড় খালার সে কী হাসি! হাসতে হাসতে বললেন, "আগে বের হোক, তখন দেখা যাবে।"

টুটুল বলল, "আম্মু বলেছে অবশ্যই বের হবে।"

বড় খালা বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে অবশ্যই গিফট পাবি।"

www.doridro.com

কাজেই দেখা গেল টুটুল মোটামুটি আগ্রহ নিয়ে তার চিকেন পক্সের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করেছে।

মিতুলের জীবন অবশ্যি মোটামুটি অসহ্য হয়ে গেল। সারা শরীর চুলকাতে থাকে। ডাক্তার শক্ত করে নিষেধ করে দিয়েছে চুলকানো যাবে না, তার পরও ভুলে সে এখানে-সেখানে চুলকে ফেলে তখন সেই জায়গা রীতিমতো দগদগে ঘায়ের মতোন হয়ে যায়। সব মিলিয়ে মিতুলের জীবন যখন প্রায় অসহ্য হয়ে গেল, তখন বান্দরবান থেকে বড় মামা এলেন মিতুলকে দেখতে।

বড় মামা হচ্ছেন একজন অসাধারণ মানুষ। ছোট বাচ্চাদের বড় মামা খুব ভালো বুঝতে পারেন, কিন্তু বড় মামা কখনো বিয়ে করেননি তাই তাঁর নিজের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মিতুলের মামাতো-খালাতো ভাইবোনেরা সবাই মামার জন্য পাগল। কারও কোনো ঝামেলা হলে সে তখন নিজের আব্বু-আম্মুকে সেটা না বলে বড় মামাকে বলে। বড় মামার অনেক গুণ, গান গাইতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, রান্না করতে পারেন, খুব ভালো দাবা খেলতে পারেন, আর সবচেয়ে ভালো যেটা পারেন সেটা হচ্ছে গল্প বলা।

বড় মামাকে দেখে মিতুল কেন জানি একটু কেঁদে ফেলল, নাক টানতে টানতে বলল, "বড় মামা, দেখো আমার কী হয়েছে!"

বড় মামা একবারও বললেন না, ও কিছু না, ভালো হয়ে যাবে। মিতুলকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "আহা রে! আমার মেয়েটা কত কষ্ট পাচ্ছে!"

মিতুল বলল, "দেখেছ মামা, আমার কী চেহারা হয়েছে! আমাকে দেখতে একেবারে ডাইনি বুড়ির মতো লাগছে!"

বড় মামা বললেন, "তোকে দেখতে মোটেও ডাইনি বুড়ির মতো লাগছে না। ডাইনি বুড়িদের নাকের ডগায় মাত্র একটা বিশাল ফুসকুড়ি থাকে—তোর কতগুলো আছে দেখেছিস?"

মিতুল এবার হেসে ফেলে বলল, "যাও বড় মামা, তুমি ঠাট্টা করো না।"

"কে বলেছে আমি ঠাট্টা করছি! তোর চিকেন পক্স হয়েছে শুনে আমি বান্দরবান থেকে চলে এসেছি, সেটা কি ঠাট্টা হলো?"

মিতুল তখন মামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "থ্যাংকু, মামা।"

মামা কোনো কথা না বলে মিতুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

রাত্রিবেলা মিতুল যখন বিছানায় ছটফট করছে, তখন বড় মামা দেখতে এলেন। মিতুলকে জেগে থাকতে দেখে বললেন, "কি রে মিতুল, ঘুম আসছে না?"

www.doridro.com

"না, মামা। এত চুলকায়–মনে হয় খামচে চামড়া আলাদা করে ফেলি।"

"না, না, চুলকাবি না।" বড় মামা মিতুলের মাথার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমি তোর মাথার কাছে বসছি, তুই ঘুমা।"

"আমার এই ক্যাতকেতা চিকেন পক্স দেখে তোমার ঘেন্না লাগছে না তো?"

"না, লাগছে না।"

"আসলে ঘেন্না লাগছে, আমাকে খুশি করার জন্য বলছ ঘেন্না লাগছে না।"

মামা একটু হেসে বললেন, "তুই যখন বড় হবি, তোর যখন একটা ছোট্ট মেয়ে হবে, আর সেই মেয়ের যখন চিকেন পক্স হবে তখন আমি তোকে জিজ্ঞেস করব, তোর ঘেন্না লাগছে কি না!"

"আমার যখন মেয়ে হবে তখন চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন বের হয়ে যাবে–তার কোনো দিন চিকেন পক্স হবে না!"

মামা মাথা নাড়লেন, বললেন, "সেটা অবিশ্য ভুল বলিসনি। খবরের কাগজে দেখেছি চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন নাকি বের হয়ে যাচ্ছে।"

মিতুল মামার হাত ধরে বলল, "চিকেন পক্সের গল্প থাকুক, মামা। ভাল্লাগে না। কোন ব্যাটা যে এটার নাম দিয়েছে চিকেন পক্স–পেলে আমি মাথাটা ফাটিয়ে দিতাম। এটার নাম হওয়া উচিত টাইগার পক্স, তা না হলে ড্রাগন পক্স!"

"বাংলায় যে বলে জলবসন্ত–"

মিতুল মামাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সেটা আরও খারাপ নাম–এটা মোটেও জলবসন্ত না–প্যাক-কাদা বসন্ত কিংবা আলকাতরা বসন্ত নাম হওয়া উচিত ছিল।

মামা হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মিতুল মামাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমি আর এই ড্রাগন পক্স আর আলকাতরা বসন্তের কথা শুনতে চাই না, মামা। তুমি তার চাইতে একটা গল্প বলো।"

"গল্প? এখন?"

"হ্যাঁ, মামা।"

"এখন গল্প বললে তুই ঘুমাবি কখন?"

"এখন এমনিতেই আমার ঘুম আসছে না।"

"ঘুমাতে চেষ্টা কর, তাহলেই ঘুম এসে যাবে।"

মিতুল মামার হাত ধরে অনুনয় করে বলল, "প্লিজ, মামা, প্লিজ! প্লিজ প্লিজ প্লিজ..."

"এখন যদি গল্প শুরু করি, তোর মা এসে তোকে বানাবে। আমাকে দেবে ঝাড়ি!"

"তোমাকে ঝাড়ি দিলে তুমিও উল্টা ঝাড়ি দেবে। তুমি আম্মুর থেকে বড় না?"

www.doridro.com

"বড় হয়েছি তো কী হয়েছে? মা আর মামার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য!"

মিতুল মামার হাত ধরে আবার অনুনয় করে বলল, "বলো মামা, বলো। অল্প একটু বলো–"

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "তাহলে ঘুমাবি?"

"হ্যাঁ, মামা, ঘুমাব।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তিন সত্যি?"

"তিন সত্যি।"

মামা তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটা গল্প শুরু করলেন। বললেন, "সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক-"

মিতুল মামাকে থামাল, "মামা।"

"কী হলো?"

"তুমি কি–মানে, ইয়ে–" মিতুল ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "মানে, তুমি কি একটা রূপকথার গল্প বলছ?"

"আমি কিসের গল্প বলি তাতে তোর কী? তুই গল্প শুনতে চাইছিস, শুনে যা।"

"কিন্তু, মানে–"

"মানে কী?"

মিতুল আবার ইতস্তত করে বলল, "আজকাল তো রূপকথার গল্প উঠে গেছে!"

"উঠে গেছে?"

"হ্যাঁ। বইমেলায় খুঁজে দেখো, কোনো রূপকথার বই নাই।"

"নাই?"

"না।"

"তাহলে কিসের বই আছে?"

"এই মনে করো অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, ভূতের গল্প, সামাজিক উপন্যাস, হাসির গল্প–"

মামা চোখ পাকিয়ে মিতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর বাইরে হলে তুই গল্প শুনবি না?"

"না-না, সেটা মোটেও বলি নাই। কিন্তু, মানে–"

"মানে কী?"

www.doridro.com

"রূপকথার গল্প তো শোনে ছোটরা। আমি তো বড় হয়ে গেছি।"

"তুই বড় হয়ে গেছিস?" মামা এবার হা হা করে এত জোরে হাসতে শুরু করলেন যে মিতুলের মনে হলো সবাই বুঝি সেই হাসি শুনে দেখতে চলে আসবে কী নিয়ে এত হাসাহাসি! মামা হাসতে হাসতে বললেন, "তুই যখন বড় হয়ে গেছিস, তাহলে খুঁজে-পেতে একটা ভালো জামাই এনে তোকে বিয়ে দিয়ে দিই! কী বলিস?"

মিতুল একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তোমাদের বড়দের সমস্যা কী জানো, মামা, তোমরা বিয়ে ছাড়া আর কিছু নিয়ে কথা বলতে পার না! আমি কোনো দিন বিয়েই করব না।"

মামা এবার হাসি থামিয়ে মুখ গম্ভীর করলেন, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। তুমিও তো বিয়ে করো নাই। করেছ?"

"উহু, করি নাই।"

"ঠিক আছে তাহলে। আমিও করব না।"

মামা এবার একটু হাসি গোপন করলেন, মিতুল অবশ্যি ঠিকই সেটা দেখতে পেল। সে মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি তো ভাবছ আমি মিছিমিছি বলছি? আসলে দেখবে, এটা মোটেও মিছিমিছি না। সত্যি।"

"ঠিক আছে।"

"এখন তাহলে গল্প শুরু করো।"

মামা কেশে গলা পরিষ্কার করে গল্প শুরু করলেন।

"অনেক অনেক দিন আগে এক দেশে–"

"মামা।" মিতুল আবার মামাকে থামাল।

"কী হলো?"

"অনেক অনেক দিন আগে বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ? কত দিন আগে?"

"মানে?"

"মানে, এক বছর, দুই বছর নাকি আরও বেশি।"

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "তাতে কী আসে যায়। তুই গল্প শুনতে চাস চুপ করে শোন।"

"কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"তুমি যদি না বল কত দিন আগে, তাহলে গল্প শুনব কেমন করে?"

"গল্পের সাথে তার কী সম্পর্ক?"

www.doridro.com

"তুমি যদি মনে কর অনেক অনেক দিন আগে মানে এক বছর তাহলে এক রকম, যদি মনে কর দশ বছর তাহলে অন্য রকম, যদি মনে কর এক শ বছর আগে তাহলে আরও অন্য রকম।"

মামা কখনো রাগেন না, কিন্তু মনে হলো এবার একটু রেগে গেলেন। মুখ শক্ত করে বললেন, "অন্য রকম মানে কী?"

"মানে, তখন মোবাইল ফোন ছিল কি না, রঙিন টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ..."

"না না, না। ওই সব কিছু ছিল না।" মামা মাথা নেড়ে বললেন, "তখন কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না, গ্যাস ছিল না, এয়ারকন্ডিশন ছিল না, গাড়ি বাস ট্রাক প্লেন রেলগাড়ি কিছু ছিল না। ছিল শুধু মানুষ আর গাছপালা, পশুপাখী আর বনজঙ্গল।"

"আর জীন-ভূত-পরী?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই জীন-ভূত-পরী ছিল। আর ছিল রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনি বুড়ি, পক্ষীরাজ ঘোড়া।"

"আর রাজা-রানী, রাজপুত্র, রাজকন্যা।"

মামা একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, মনে হয় রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা—ওই সবও ছিল।"

"ঠিক আছে, মামা, তুমি এবার শুরু করো।"

"আর যদি আমাকে বিরক্ত করিস তাহলে আমি আর গল্পই বলব না।"

"আর তোমাকে বিরক্ত করব না। বলো, তুমি।"

"হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম।" মামা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "অনেক অনেক দিন আগে এক দেশে ছিল একটা ছেলে।"

মিতুল মামার হাত ধরে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "মামা।"

"কী হলো?"

"শেষ একটা জিনিস, মামা—আর তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। বলব?"

"বল।"

"সব সময় তুমি যখন একটা গল্প শুরু কর তখন তুমি বলো এক দেশে ছিল একটা ছেলে। একটা মেয়ে কেন থাকতে পারে না? সব সময় কেন গল্পটা ছেলে নিয়ে হতে হবে? মেয়ে নিয়ে কি একটা গল্প হতে পারে না? মেয়েরা কী দোষ করেছে?"

মামা মুখ শক্ত করে বললেন, "তাহলে তুই গল্পটা শুনবি না?"

"না-না, না, শুনব না কেন! শুনব, মামা। এক শ-বার শুনব। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

www.doridro.com

"গল্পটা ছেলে দিয়ে না হয়ে মেয়ে দিয়ে হলে আরও বেশি খুশি হয়ে শুনব।"

মামা কিছুক্ষণ মিতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে মেয়ে নিয়েই বলি।" মামা আবার একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, "অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিল একটা মেয়ে। মেয়েটার বয়স ছিল বারো কিংবা তেরো। মেয়েটার নাম..."

মামা কিছু বলার আগেই মিতুল বলল, "নারীনা।"

মামা আবার ভুরু কুচকালেন, বললেন, "নারীনা?"

"হ্যাঁ, মামা, প্লিজ। নারীনা নামটা আমার খুব প্রিয়। প্লিজ, মামা, প্লিজ!"

মামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে। মেয়েটার নাম নারীনা।"

মিতুল মামার হাত ধরে বলল, "থ্যাংকু, মামা। থ্যাংকু।"

"নারীনা তার বাবা-মাকে নিয়ে নদীর তীরে একটা ছোট গ্রামে থাকত। তার বাবা ছিল শিকারি। বন থেকে পশুপাখি শিকার করে আনত। একদিন নারীনার বাবা গেল শিকারে, তখন একটা বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল।"

মিতুল একটু চমকে উঠে বলল, "খেয়ে ফেলল?"

"হ্যাঁ। খেয়ে ফেলল। নারীনার বয়স তখন এক বছর। নারীনার মা তখন পড়েছে মহাবিপদে। তার বাড়ির কাছে একটু জমি ছিল, সেই জমিতে সে শাকসবজির চাষ করে কোনোমতে বেঁচে থাকে। একদিন রাতে এল ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প, নদীর পানি ছুটে এল গ্রামের দিকে। নারীনার মায়ের জমি দেখতে দেখতে সাত হাত পানির নিচে ডুবে গেল। নারীনার বয়স তখন মাত্র দুই। তাদের বাসাটা ছিল একটু উঁচু জায়গায়, তাই সেটা কোনোভাবে টিকে গেছে। নারীনার মা তখন সেই বাসায় কাঁথা সেলাই করে অনেক কষ্টে বেঁচে থাকে। নারীনার বয়স যখন তিন, তখন তাদের সেই বাসাটাও একদিন দাউ দাউ করে আগুনে পুড়ে গেল। নারীনার মা তখন তার মেয়েকে নিয়ে পড়েছে মহা বিপদে, কোনোমতে খড়কুটো দিয়ে একটা বাসা বানিয়ে সেখানে মাথা গুঁজে থাকে। নারীনার যখন চার বছর বয়স, তখন একদিন এক ঝড় এসে সেই বাসাও উড়িয়ে নিয়ে গেল। নারীনার মা তখন থাকে পথে-ঘাটে, গাছের নিচে। নারীনার বয়স যখন পাঁচ, তখন একদিন নারীনার মা রক্তবমি করতে করতে মরে গেল।"

মিতুল ভেবেছিল, গল্প শোনার সময় মামাকে বিরক্ত করবে না, কিন্তু আর পারল না, মামার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "মামা, তুমি নারীনাকে দুই চোখে দেখতে পার না, তাই না?"

"কেন?"

www.doridro.com

"তুমি নারীনার কী অবস্থা করেছ দেখেছ? প্রতিবছরই একটা করে বিপদ, একটা করে অত্যাচার। মাত্র পাঁচ বছর বয়স, এর মধ্যে সব শেষ–বয়স বারো হতে হতে না জানি কী হবে!"

"গল্প শুনতে চেয়েছিস শুনে যা, কথা বলবি না।"

"যদি আসলেই অত্যাচার করতে চাও তাহলে তার চিকেন পক্স করিয়ে দাও। অবস্থা কেরোসিন হয়ে যাবে।"

মামা চোখ পাকিয়ে বললেন, "চুপ! কথা বলবি না।"

মিতুল চুপ করল। মামা তখন আবার গল্প শুরু করলেন: "নারীনার মা যখন মরে গেছে, তখন নারীনা পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। নদীর পানি, ঘাসের বিচি আর গাছের ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। উস্কখুস্ক রুক্ষ লাল চুল, গায়ের চামড়ার ওপর ময়লার আস্তরণ, ছেঁড়া কাপড়, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে শরীর হাড় জিরজিরে। যখন তার বয়স ছয়, তখন একদিন খুব শীত পড়েছে, ঠাণ্ডায় নারীনার হাত-পা জমে নীল হয়ে গেছে, একটা গাছের নিচে সে শীতে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝাই যায় না।

তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক জাদুকর, সে প্রেত সাধনা করে। প্রেত সাধনা করার জন্য তার দরকার মানুষের লাশ। মানুষের লাশ তো এত সহজে পাওয়া যায় না, তাই সে রাতবিরেতে কবরস্থান থেকে লাশ চুরি করে আনে। নারীনাকে দেখে সে মহা খুশি, ভাবল, কবর না খুঁড়েই সে একটা টাটকা লাশ পেয়ে গেছে। জাদুকর তখন ঘাড়ে করে নারীনাকে তার বাড়ি নিয়ে এল।

নারীনার ঠাণ্ডা শরীরটা একটা পাথরের টেবিলে রেখে সে দুই পাশে আগুন জ্বালিয়ে ধূপ জ্বেলে প্রেত সাধনা শুরু করল। লম্বা লম্বা মন্ত্র পড়তে হয়, সে হাত-পা নেড়ে সেগুলো পড়ছে। ঠিক তখন নারীনা উঠে বসল। আগুনের তাপে সে শক্তি ফিরে পেয়েছে, উঠে বসে জাদুকরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে?"

একটা লাশ উঠে বসে কথা বলছে, সেটা দেখে জাদুকরের তো ভয়েই ফিট হয়ে যাওয়ার অবস্থা। যখন বুঝতে পারল আসলে নারীনা মরেনি, তখন সে প্রথমে খুব রেগে উঠল, এত কষ্ট করে এত লম্বা লম্বা মন্ত্র পড়েছে, পুরোটাই তার সময় নষ্ট! নারীনা আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী ভূত?"

জাদুকর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আমি ভূত না। কিন্তু তোমাকে আমি দেখাচ্ছি মজা, তোমাকে আমি ভূত বানিয়ে ছাড়ব!"

নারীনা বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে একটু খাবার দেবে?"

জাদুকর খুবই হিংস্র ধরনের মানুষ, সে এবার দাঁত কিড়মিড় করে চোখ কটমট করে বলল, "তোমাকে খাবার দিব? দাঁড়াও, তোমাকেই আমি খাবার বানাব!"

www.doridro.com

"কিসের খাবার?"

"বাঘের খাবার! আমার একটা পোষা বাঘ আছে। আজকে রাত্রিবেলা তুমি হবে আমার বাঘের ডিনার!" কথা শেষ করে জাদুকর তার কালো কালো সরু দাঁত বের করে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে নারীনার ঘাড় ধরে বাইরে এনে তাকে তার বাঘের খাঁচায় ছুড়ে ফেলে দিল।"

গল্পের এই জায়গায় মিতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মামা।"

"কী হলো?"

"তোমার গল্পের মধ্যে খুব ভালো মিল আছে। বাবাকেও বাঘে খেয়েছে, মেয়েকেও বাঘে খেয়েছে! কিন্তু এটা একটা গল্প হলো?"

মামা ধমক দিয়ে বললেন, "ফ্যাচফ্যাচ করবি না। আগে গল্পটা শোন তো দেখি।"

"ঠিক আছে। বলো।"

মামা আবার শুরু করলেন, "জাদুকর সকালবেলা গেছে বাঘের জন্য ব্রেকফার্স্ট নিয়ে। গিয়ে দেখে নারীনা বাঘের পেটের ওপর মাথা রেখে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। বাঘ তাকে তার শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছে যেন শীতে কষ্ট না পায়। শুধু তাই না–এটা আসলে ছিল একটা বাঘিনী, নারীনা সেই বাঘিনীর দুধ খেয়ে মোটামুটি তার ছোট পেটটা ভরে খুব আরামে ঘুমিয়ে আছে। জাদুকরকে দেখে বাঘিনী দাঁত বের করে একটা মুখ-খিঁচুনি দিল, যার অর্থ–এই ছোট মেয়েটার যদি কিছু হয় তাহলে ভালো হবে না বলে রাখছি!

জাদুকর তার জাদু দিয়ে খুব বেশি পয়সা কামাই করতে পারত না, তাই নারীনা আর বাঘিনীকে নিয়ে সার্কাসে সার্কাসে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। ছোট একটা মেয়ে বাঘিনীর গলা ধরে খেলছে দেখে মানুষজন খুব মজা পেত টিকেট কিনে সবাই সেটা দেখতে আসতো। বাঘিনীর বয়স হয়েছিল, একদিন রাতে কাছাকাছি খুব শব্দ করে একটা বাজ পড়ল, সেই শব্দে বাঘিনী হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে গেল। নারীনার তখন সে কী কান্না!

বাঘিনী মরে যাওয়ায় জাদুকরের আয়-উপার্জন কমে গেছে, তাই সে একদিন নারীনাকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। অনেক দিন আগের কথা, তখন বাজারে যে রকম গরু-ছাগল বিক্রি হতো সে রকম মানুষও বিক্রি হতো। নারীনার বয়স তখন মাত্র সাত, তাই তাকে খুব কম দামে বিক্রি করতে হলো। তাকে কিনে নিল একজন ভিখিরি। নারীনার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে বাজারের সামনে একটা থালা দিয়ে বসিয়ে রাখত। বাজারে যেসব সওদাগর-ব্যবসায়ী আসত, তারা সেই থালায়

www.doridro.com

আধখাওয়া রুটি, ফলমূল ছুড়ে দিত। নারীনা আর ভিখিরি সেগুলো খেয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকত।

নারীনার বয়স যখন আট, তখন সেই ভিখিরি একদিন তাকে ডেকে বলল, "জিনিসপত্রের দাম এত বেড়েছে, তোকে দিয়ে তো আর পয়সাকড়ি সে রকম কামাই হচ্ছে না।"

নারীনা জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী করবে?"

"তোর হাত-পা ভেঙে যদি তোকে লুলা বানিয়ে দিই তাহলে মনে হয় ভিক্ষা আরও বেশি পাওয়া যাবে। লুলা মানুষকে সবাই বেশি ভিক্ষা দেয়।"

নারীনা বলল, "ঠিক আছে।"

"আয়, তোর হাত-পা ভেঙে দিই।"

"কীভাবে ভাঙবে?"

"একটা গাছের ওপর উঠে তোকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেব। তখন তোর হাত-পা ভেঙে তুই লুলা হয়ে যাবি।"

নারীনা বলল, "ঠিক আছে।"

ভিখিরি তখন নারীনাকে নিয়ে একটা বড় গাছে উঠেছে। ওপর থেকে তাকে দিয়েছে জোরে ধাক্কা। নারীনার ভয় করছিল, তাই সে শক্ত করে গাছের ডাল ধরে রেখেছিল, ভিখিরি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারল না, উল্টো নিজেই হাত ফসকে নিচে পড়ে হাত-পা ভেঙে লুলা হয়ে গেল।

সেই যুগে হাত-পা ভেঙে গেলে সেগুলো জোড়া লাগানোর ভালো চিকিৎসা ছিল না। তাই ভিখিরি পাকাপাকিভাবে লুলা হয়ে গেল। বাজারের মূল গেটের কাছে বসে থেকে সে তখন অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করতে শুরু করেছে। সেই ভিখিরি তখন নারীনাকে বিক্রি করে দিয়ে একটা বিয়ে করে ফেলল। এই বউ তখন তার জন্য রান্নাবান্না করে দেয়, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখে, টাকা-পয়সার হিসাব রাখে।

নারীনার বয়স তখন নয়। ভিখিরির কাছ থেকে যে মানুষটা তাকে কিনেছে, তার দুজন মেয়ে। একজন নারীনার চেয়ে এক বছরের ছোট, আরেকজন এক বছরের বড়। ছোটজনের বয়স আট, তার নাম হচ্ছে ছুটনি। বড়জনের বয়স দশ, তার নাম হচ্ছে বুটনি।"

মামা মিতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর মনে হতে পারে, ছুটনি আর বুটনি বুঝি তাদের বয়সী নারীনাকে পেয়ে খুব খুশি হলো, তিনজনে মিলে হেসেখেলে, গল্প করে খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। আসলে মোটেও সে রকম হলো না।"

www.doridro.com

মিতুল মুখ শক্ত করে বলল, "মামা, আমি মোটেও ভাবি নাই যে নারীনা হেসেখেলে, গল্প করে আনন্দে দিন কাটাবে। আমি জানি, তুমি নারীনাকে দুই চোখে দেখতে পার না। তাই শুধু তার ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছ, তাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ। আমি যদি জানতাম তুমি এ রকম করে নারীনাকে কষ্ট দেবে তাহলে আমি মোটেও ছেলেটাকে মেয়ে বানাতে বলতাম না। আমি জানি, তুমি নারীনাকে আরও বেশি কষ্ট দেবে..."

মামা তার মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব এনে বললেন, "তুই ঠিকই আন্দাজ করেছিস, মিতুল। নারীনার জীবনে কষ্টের কোনো শেষ নেই। ছুটনি আর বুটনির মা ছিল অসম্ভব নিষ্ঠুর। তার চোখগুলো ছিল সবুজ, বিড়ালের মতো সেই চোখ দিয়ে সব সময় আগুন বের হতো। নিঃশ্বাস দিয়ে বের হতো যেন বিষ। আর তার মুখের কথাগুলো ছিল ধারালো ছুরির মতো। যখন সে নারীনার সঙ্গে কথা বলত, নারীনার মনে হতো কেউ বুঝি ছুরি দিয়ে তার শরীরটা কেটে কেটে ফেলছে। ছুটনি-বুটনির মায়ের বুকের ভেতর কোনো ভালোবাসা ছিল না, সেখানে ছিল শুধু ক্রোধ আর হিংসা আর লোভ। দিন-রাত সে ক্যাটক্যাট করে কথা বলত। আর সেই কথা শুনে তাদের বাসায় কোনো পশুপাখি দূরে থাক, মশা কিংবা তেলাপোকাও আসত না। শুধু সবাই ঘুমিয়ে গেলে সাহস করে কিছু মোটা মোটা ইঁদুর ঘুরে বেড়াত।

ছুটনি আর বুটনির বয়স কম হলেও তাদের মাকে দেখে দেখে তারাও নিষ্ঠুরতা শিখে গিয়েছিল। তাদের মায়ের মতো তারাও কোনো দিন নারীনার সঙ্গে একটাও মিষ্টি কথা বলেনি। তাকে দিয়ে তারা শুধু কাজ করিয়ে নেয়। সেই সকাল থেকে কাজ শুরু হয়, গভীর রাতেও সেই কাজ শেষ হয় না। সূর্য ওঠার আগে নারীনাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়, ঘরবাড়ি ঝাঁট দিতে হয়, কুয়া থেকে পানি তুলতে হয়। চুলা জ্বালাতে হয়, সবার জন্য নাশতা তৈরি করতে হয়। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে হয়। কাপড় ধুতে হয়, বাসন মাজতে হয়। রান্না করতে হয়। সবচেয়ে যেটা কঠিন কাজ..."

মিতুল অনেকক্ষণ থেকে সহ্য করার চেষ্টা করছিল, এবার আর পারল না। বলল, "মামা।"

"কী হলো?"

"নারীনার বয়স মাত্র নয়। এই বয়সের একটা মেয়ে এত কাজ করতে পারে?"

"পারে। তাকে পারতে হয়। মনে নাই, তাকে ছুটনি-বুটনির বাবা বাজার থেকে কিনে এনেছিল। নয় বছর বয়সে এসেছিল, ধীরে ধীরে বয়স বেড়েছে।

www.doridro.com

এখন তার বয়স বারো কিংবা তেরো। সে একটু বড় হয়েছে। এই বয়সেই তাকে সব কাজ করতে হয়। সব কাজ শেষ করে যখন সে ঘুমাতে যায় তখন গভীর রাত। কাকপক্ষীও তখন জেগে থাকে না। যা-ই হোক, যেটা বলছিলাম-" মামা বলতে থাকেন, "সবচেয়ে যেটা কঠিন কাজ সেটা তাকে প্রতি সপ্তাহে একবার করতে হয়-সেটা হচ্ছে বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনা। নারীনা যে গ্রামে থাকত, সেখান থেকে অনেক দূরে ছিল একটা গভীর বন-নারীনাকে সেই বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে মাথায় করে আনতে হতো। তখন তো আর গ্যাসের চুলা ছিল না-এই কাঠ দিয়েই চুলা জ্বালাতে হতো, রান্না করতে হতো, শীতের সময় ঘর গরম করতে হতো।

বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে নারীনার অনেক কষ্ট হতো। তাকে ঘুম থেকে উঠতে হতো অনেক ভোরে, একেবারে যখন অন্ধকার থাকত তখন। তারপর হেঁটে হেঁটে সে যখন সেই বনে হাজির হতো, তখন দুপুর হয়ে যেত-মাথার ওপর তখন গনগনে সূর্য। শুকনো কাঠ জড়ো করে বেঁধে মাথায় করে নিজের গ্রামে ফিরতে ফিরতে একেবারে রাত হয়ে যেত। এইটুকুন একটা ছোট মানুষের মাথায় করে শুকনো কাঠের বোঝা আনতে যে কী কষ্ট হতো সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। কিন্তু..."

মামা মিতুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানিস?"

মিতুল জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"নারীনা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করত ওই দিনটির জন্য! হেঁটে হেঁটে সেই বনে যেতে তার খুব কষ্ট হতো, মাথায় করে সেই কাঠের বোঝা আনতে তার কষ্ট হতো আরও অনেক বেশি, কিন্তু ওই সময়টা ছিল তার নিজস্ব। ওই সময়টাতে কেউ তাকে বকুনি দিত না, শাসন করত না, তার গায়ে হাত দিত না। কেউ তাকে বলত না যে সে হচ্ছে অপয়া, সে হচ্ছে হতভাগী। ওই সময়টায় নারীনা নদীর ধারে ধারে হেঁটে যেত, গুনগুণ করে গান করত, ফুলের ওপর বসে থাকা প্রজাপতির সঙ্গে কথা বলত, ভ্রমরের সঙ্গে কথা বলত, ঘাসফড়িঙের সঙ্গে কথা বলত। নারীনা আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করত সে পরী হয়ে উড়ে যাচ্ছে, নদীর পানির দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতো সে মৎস্যকন্যা হয়ে পানির নিচে মাছের সঙ্গে খেলা করছে।

এ ধরনের হাজারো রকমের কল্পনা করতে করতে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে, পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে সে হেঁটে হেঁটে বনের দিকে এগিয়ে যেত। একটু বেলা হলে যখন

DORIDRO.COM

www.doridro.com

সূর্যের গনগনে রোদে তার ছোট মুখটা টকটকে লাল হয়ে যেত, তখন সে নদীর ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে বড় একটা গাছের নিচে শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে থাকত। মাটি থেকে একটা শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ বের হতো, প্রজাপতি তার ওপর দিয়ে উড়ে যেত আর গাছের ডালে পাখি কিচিরমিচির করত। তখন নারীনার কী যে ভালো লাগত! তার মনেই থাকত না প্রতিটি দিন সূর্য ওঠার আগে থেকে নিশুতি রাত পর্যন্ত তার কী না কষ্ট করতে হয়! সবকিছু ভুলে চুপচাপ গাছের নিচে শুয়ে সে যে কত আকাশ-পাতাল চিন্তা করত তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

একদিন নারীনা খুব ভোরে বের হয়েছে বনে যাওয়ার জন্য। হেঁটে হেঁটে সে যখন বনের কাছে পৌঁছেছে..."

মামা এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, তখন মিতুল মামার হাত ধরে বলল, "মামা।"

"কী হলো?"

"তোমার আসল গল্প এখন থেকে শুরু হলো?"

মামা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। এখন থেকে শুরু হলো।"

"এখন নানা রকম ঘটনা ঘটবে? নানা কিছু হবে?"

"হ্যাঁ। নানা রকম ঘটনা ঘটবে। নানা কিছু হবে।"

মিতুল মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "ঠিক আছে, মামা, বলো।"

মামা বলতে শুরু করলেন।

www.doridro.com

একদিন নারীনা খুব ভোরে বের হয়েছে বনে যাওয়ার জন্য। গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে, খেলতে খেলতে সে বনে এসে ঢুকেছে। নিজের সাথে কথা বলতে বলতে নারীনা যখন শুকনো গাছ ভেঙে ভেঙে এক জায়গায় জড়ো করেছে, তখন সে হঠাৎ একটা খসখসে শব্দ শুনতে পেলো। নারীনার মনে হলো কোনো একটা প্রাণী তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। নারীনা এদিক সেদিক তাকালো ঠিক তখন দেখতে পেলো, অনেক দূর থেকে একটা বিচিত্র প্রাণী তার দিকে ছুটে আসছে–শরীর অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ঠিক মানুষের না– খসখসে চামড়া, সেখান থেকে কাঁটা বের হয়ে আছে। মুখটা খুবই ভয়ঙ্কর, উঁচু কপাল, লাল চুল, বড় বড় দাঁত। মুখটা হাঁ হচ্ছে, আর বন্ধ হচ্ছে–ভেতরে লাল রঙের জিব। প্রাণীটা খুব বেশি বড় না, লম্বায় মনে হয় তার সমানই হবে। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে ছোট ছোট লাফ দিতে দিতে প্রাণীটা নারীনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

অন্য যেকোনো মানুষ হলে ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালিয়ে যেত, কিন্তু নারীনার কোনো কিছুকে ভয় করে না। সে খুব আগ্রহ নিয়ে প্রাণীটা দেখার চেষ্টা করতে থাকে। যেকোনো প্রাণী তার কাছে এলে সে প্রাণীটার চোখের দিকে তাকিয়ে সেটাকে বশ করে ফেলতে পারে। এই বনে যখন সে ঘুরে বেড়ায়, কত হিংস্র প্রাণীর সাথে তার দেখা হয়েছে, তাদের চোখের দিকে তাকাতেই সেসব প্রাণী শান্ত হয়ে তার পায়ের কাছে বসে গেছে।

এবারও নারীনা একটুও ভয় না পেয়ে প্রাণীটার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, সে জানে, একবার প্রাণীটার চোখের দিকে তাকালেই সে ওটাকে শান্ত করে ফেলতে পারবে। ভয়ঙ্কর প্রাণীটা যখন তার কাছে এসেছে, তখন নারীনা প্রাণীটার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিল। বলল, "বোকা ছেলে!"

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "তুমি কী বললে?"

নারীনা আবার ফিক করে হেসে বলল, "বলেছি তুমি বোকা ছেলে।"

www.doridro.com

প্রাণীটা এবার আরও কাছে এসে টান দিয়ে মুখের ওপর লাগানো মুখোশটা খুলে ফেলে, তখন নারীনার বয়সী একটা ছেলের মুখ বের হয়ে আসে। সে অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে বুঝলে আমি একটি ছেলে?"

"চোখ দেখলেই বোঝা যায়!"

"এর আগে কেউ কোনো দিন বুঝে নাই। আমি কত মানুষকে ভয় দেখিয়েছি–সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।"

নারীনা কথা না বলে আবার ফিক করে একটু হাসল। বলল, "তুমি জঙ্গলে এই আশ্চর্য পোশাক পরে ঘুরে বেড়াও?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মাঝে মাঝে।"

"কেন?"

"তাহলে এই জঙ্গলে কেউ আসবে না, আর পুরো জঙ্গলটা আমার হয়ে যাবে!"

নারীনা অবাক হয়ে বলল, "তোমার হয়ে যাবে মানে কী? জঙ্গল আবার কারও হয় নাকি? আকাশ, নদী জঙ্গল–এগুলো কখনো কারও হয় না। এগুলো সবার।"

ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, "না। জঙ্গলটা আমার।"

নারীনা আপত্তি করল না, বলল, "ঠিক আছে, তোমার।"

ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, "আমার জঙ্গল থেকে আমি কাউকে কিছু নিতে দিব না। তোমাকেও দিব না। তুমি এই শুকনো কাঠও নিতে পারবে না।"

নারীনা আবার ফিক করে হেসে বলল, "তুমি আসলেই বোকা। আমি দেখেই বুঝেছি।"

ছেলেটা মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব এনে বলল, "কেন? আমি বোকা কেন?"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একটু পরে বলবে, এই বাতাস আমার, তুমি এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তা না হলে বলবে, এই সূর্য আমার, এই সূর্যের আলোতে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। তা না হলে বলবে, এই চাঁদ আমার, এই চাঁদের জোছনাতে..."

ছেলেটা বলল, "থাক থাক, আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি।"

"কী বুঝেছ?"

"তুমি আসলে বেশি চালাক। তোমার নাম কী?"

"নারীনা। তোমার নাম?"

"আমার নাম জংলে জালা ডংলে ডালা টুগরি পরাং।" নারীনা মুখ হাঁ করে চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বললে?" ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, "একবার তো বলেছি। কতবার বলতে হবে?"

www.doridro.com

"যদি এই রকম একটা নাম হয়, তাহলে অনেকবার বলতে হবে।"

"কেন? তুমি লম্বা নাম শোনো নাই আগে? রাজাদের নাম কত লম্বা হয় তুমি জানো?"

"তুমি কি রাজা নাকি?"

"এখন না হতে পারি, বড় হলে হব।"

নারীনা মাথা নেড়ে বলল, "ও আচ্ছা! এখন বুঝতে পারলাম, তুমি বড় হয়ে রাজা হবে!"

"হ্যাঁ। এখন আমি এই জঙ্গলের মালিক। যে-ই আসে তাকে আমি ভয় দেখাই, সে ভয়ে আর আসে না। আস্তে আস্তে পুরো জঙ্গলের মালিক হয়ে যাব। তারপর নদীটা..."

নারীনা এবার ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "তুমি আসলেই একটু বোকা ধরনের।"

ছেলেটা আবার তার মুখ শক্ত করে বলল, "কী বললে?"

"বলেছি, তুমি হচ্ছ বোকা ধরনের।"

"কেন এটা বলেছ?"

"জঙ্গলের মালিক হওয়ার জন্য তুমি একটা মুখোশ পরে শরীরে কাদা মেখে দৌড়াদৌড়ি কর। তুমি যদি বোকা না হও তাহলে বোকা কে? কদিন পর দেখব তুমি জোছনারাতে শরীরে তেল মেখে একটা নেংটি পরে লাফাচ্ছ আর বলছো যে তুমি আকাশের চাঁদের মালিক।"

ছেলেটা কিছুক্ষণ মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি খুব বেশি খারাপ কথা বল।"

নারীনা এবার একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "আসলে আমি খারাপ-ভালো কোনো কথাই বলি না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমি কোনো কথাই বলি না, তাই আসলে কেমন করে কথা বলতে হয় সেটাই ভুলে গেছি। সেই জন্য মনে হয় উল্টাপাল্টাভাবে কথা বলে ফেলছি।"

ছেলেটা এবার নারীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি দিনের পর দিন কথা বলো না কেন? তোমার আব্বু-আম্মু, ভাই-বোন..."

"আমার কেউ নেই। অনেক দিন আগেই আমাকে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে একজন সেই বাজার থেকে কিনে এনেছে।"

"যে কিনে এনেছে তার বউ-বাচ্চা নেই? তারা কথা বলে না?"

"না। তারা গালি দেয়, বকা দেয়, হুকুম দেয়, কিন্তু কথা বলে না।"

ছেলেটার মুখটা একটু কেমন যেন হয়ে গেল। একটু দুঃখ-দুঃখ গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন নারীনা বলল, "আমি অবশ্য সব সময় নিজের সঙ্গে কথা

www.doridro.com

বলি। নিজের সঙ্গে কথা বললে কখনো ঝগড়াঝাঁটি হয় না, রাগারাগি হয় না। সেইটা খুব লাভ।"

নারীনা তখন আকাশের দিকে তাকাল, তাকিয়ে বলল, "বেলা হয়ে যাচ্ছে! তুমি যখন তোমার জঙ্গল থেকে আমাকে কাঠকুটো নিতে দেবে না, আমি যাই, দেখি অন্য কোথা থেকে নেওয়া যায় কী না।"

ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, "নারীনা, তুমি ইচ্ছা করলে আমার জঙ্গল থেকে কাঠকুটো নিতে পারো।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি যখন পুরো জঙ্গলের মালিক হয়ে যাব, তখন তোমাকে আমি অর্ধেকটা জঙ্গল দিয়ে দেব।"

"কারও সঙ্গে দেখা হলেই তুমি যদি তাকে তোমার অর্ধেক জঙ্গল দিয়ে দাও তাহলে তো কদিন পর তোমার কোনো জঙ্গলই থাকবে না!"

"না থাকুক।" ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "কারও সঙ্গে দেখা হলেই তাকে আমি আমার জঙ্গলের অর্ধেক দিয়ে দিই না। তোমাকে দিয়েছি।"

"কেন আমাকে দিয়েছ?"

"তার কারণ তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তুমি অন্যদের মতো না।"

"অন্যরা কেমন হয়?"

ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, "অন্যরা খুবই পাজি হয়। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে।"

নারীনা কিছু বলল না। ছেলেটা তখন নারীনার জন্য শুকনো কাঠকুটো জড়ো করতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে, সে জঙ্গলের সব গাছ-লতাপাতা চেনে। একটা গাছ দেখিয়ে বলল, "এই যে গাছটা দেখছো, এর পাতার অনেক গুণ।"

নারীনা জানতে চাইল, "কী গুণ?"

"এর পাতা শুকনো করে পুড়িয়ে যদি ধোঁয়া তৈরি করো, সেই ধোঁয়া যার নাকে যাবে সেই ঘুমিয়ে পড়বে?"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"এর নাম কী?"

"আসল নাম জানি না। আমি নাম দিয়েছি ঘুমঘুমালি গাছ।"

ছেলেটা তখন আরেকটা গাছ দেখিয়ে বলল, "আর এই যে গাছটা দেখছো, এর পাতারও অনেক গুণ। যদি কেটে যায়, এই পাতা ছেঁচে রস দিলে সঙ্গে সঙ্গে

www.doridro.com

ভালো হয়ে যাবে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমি এই গাছের নাম দিয়েছি কাটুং জুড়ুং।"

ছেলেটা আরেকটা গাছ দেখিয়ে বলল, "আর এই যে গাছটা দেখছো, এই গাছের পাতা যদি ঘরে রাখো, তাহলে তোমার ঘরে পোকামাকড়, মশা, তেলাপোকা কিছু আসবে না।"

নারীনা জানতে চাইল, "এই গাছের নাম কী দিয়েছ?"

"এটার নাম দিয়েছি পুকাতঙ্ক!"

নারীনা ফিক করে হেসে বলল, "তুমি খুব সুন্দর নাম দিতে পারো। শুধু তোমার নিজের নামটা বেশি লম্বা করে ফেলেছ। এত লম্বা নাম কেউ মনে রাখতে পারবে না।"

ছেলেটা বলল, "আমার নামটা মোটেও বেশি লম্বা না, জংলে জালা ডংলে ডালা টুগরি পরাং। রাজাদের নাম আরও অনেক বেশি লম্বা হয়, সেই নাম সবাই মনে রাখে কেমন করে?"

নারীনা হি হি করে হেসে বলল, "রাজাদের নাম মনে না রাখলে রাজারা গর্দান কেটে ফেলে। তুমি কি কারও গর্দান কাটতে পারবে?"

"ঠিক আছে, তোমার জন্য আমি নামটা ছোট করে দিচ্ছি, আমার নাম হচ্ছে পরাগ!"

"পরাগ! কী সুন্দর নাম। তুমি কোথায় থাকো, পরাগ?"

"এই জঙ্গলের কাছে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে।"

"তোমার আব্বু-আম্মু, ভাইবোনের সঙ্গে?"

"উহুঁ! আমার নানীর সঙ্গে। আমার আব্বু-আম্মু, ভাইবোন কেউ নেই। তোমার মতোন।"

"তোমারও আব্বু-আম্মু, ভাইবোন নেই! আহা রে!" নারীনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আব্বু-আম্মু, ভাইবোন না থাকলে খুব কষ্ট। তাই না?"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, খুব কষ্ট। আমার অবশ্যি একটা নানী আছে। তবে নানী কানে শোনে না, চোখেও দেখে না। দিনরাত শুধু আমাকে জ্বালাতন করে।"

"কীভাবে জ্বালাতন করে?"

"এই মনে করো একটু পরে পরে বলে, 'এই পরাইগ্যা, শব্দ হইল কী? মনে হয় বাঘ আইছে। লাঠিটা লইয়া বাইর হ। শক্ত মাথায় দুইটা বাড়ি দে'।"

পরাগের কথা শুনে নারীনা হি হি করে হেসে বলল, "তোমার নানী খুব মজার মানুষ।"

www.doridro.com

"হ্যাঁ। আমার নানীর ধারণা, মাথায় তেল দিলেই পৃথিবীর সব সমস্যা মিটে যায়। আমাকে দেখলেই বলে, 'এই পরাইগ্যা, তোর মুখটা এত শুকনা কেন? শরীলে জ্বর? মনে হয় বদ বাতাস লাগছে। কাছে আয়, তোর মাথাডায় একটু তেল দেই'।"

পরাগের কথার ভঙ্গি শুনে নারীনা আবার হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়। সে চোখ মুছে বলল, "আমি অনেক দিন পর আজকে হাসছি। হাসতে কেমন লাগে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আর কোনো দিন আমি হাসতে পারব না।"

পরাগ মুখ গম্ভীর করে বলল, "মানুষ কোনো দিন হাসতে ভোলে না।"

নারীনা পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও ভুলি নাই।"

নারীনা তখন তার কাঠকুটো আর শুকনো পাতা-লতার বোঝাটা মাথায় তুলে বলল, "ঠিক আছে, পরাগ, আমি তাহলে যাই।"

"তুমি আবার কবে আসবে?"

"এগুলো শেষ হলে তখন আবার আসব।"

"ঠিক আছে, আমি প্রতিদিন এইখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

পরাগের কথা শুনে নারীনার চোখে পানি এসে গেল। তার জীবনে কেউ তার সঙ্গে এত সুন্দর করে কথা বলেছে বলে মনে পড়ে না।

এর পর থেকে নারীনা যখনই শুকনো কাঠের জন্য বনে আসত, সে দেখত কোনো একটা গাছের ডালে পরাগ বসে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। নারীনাকে দেখেই পরাগ লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে এক দৌড়ে, তার কাছে ছুটে যেত! নারীনার জন্য সে জঙ্গলের নানা গাছ থেকে নানা রকম ফল খুঁজে রাখত, কোনো একটা গাছের নিচে বসে বসে দুজনে গল্প করতে করতে সেগুলো ভাগাভাগি করে খেত। তারপর দুজন বনের ভেতর ঘুরে বেড়াত। পরাগ তাকে গাছগুলো চেনাতো—কোন গাছের ডাল দিয়ে কী হয়, পাতা দিয়ে কী হয়, গাছের বাকল দিয়ে কী হয়, শিকড় দিয়ে কী হয়--সবকিছু সে জানত! যখন বেলা হয়ে যেত, তখন দুজনে মিলে শুকনো কাঠকুটো দিয়ে একটা বোঝা তৈরি করত, পরাগ সেটা মাথায় করে অনেকখানি এগিয়ে দিত যেন নারীনার কষ্ট কম হয়।

এভাবে বেশ অনেক দিন কেটে গেছে। নারীনা এখনো সেই সূর্য ওঠার আগে থেকে শুরু করে একেবারে নিশুতি রাত পর্যন্ত কাজ করে, কিন্তু তবু আজকাল তাকে দেখে অনেক হাসিখুশি মনে হয়। যখন আশপাশে কেউ থাকে না, তখন

www.doridro.com

সে গুনগুন করে নিজের মনে গান গায়। একদিন সে ছুটনি-বুটনির কাপড় ধুয়ে রোদে শোকানোর জন্য একটা দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দিতে দিতে গুনগুন করে গান গাইছে। তার গান শুনে অনেক পাখি আশপাশে ভিড় করেছে। কোনোটা তার ঘাড়ে এসে বসেছে, কোনোটা বসেছে মাথায়, কোনোটা হাতে। কোনোটা আবার তাকে ঘিরে উড়তে উড়তে কিচিরমিচির করে ডাকছে। এ রকম সময় ছুটনি কেন যেন বাইরে এসেছে, এসে এই দৃশ্য দেখে সে খুব রেগে গেল, চিৎকার করে বলল, "এই নারীনা, এই! তুই গান গাইছিস কেন?"

নারীনা সঙ্গে সঙ্গে তার গান বন্ধ করে বলল, "আমি তো জোরে জোরে গান গাইছি না। শুধু আস্তে আস্তে একটু গুনগুন করছিলাম।"

"খবরদার! তুই কোনো শব্দ করবি না। কোনো শব্দ করবি না।"

নারীনা মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

ছুটনি বলল, "যদি শব্দ করিস, তাহলে আমি মাকে বলে দেব, আর মা এসে তোর জিব টেনে ছিঁড়ে দেবে।"

নারীনা বলল, "ঠিক আছে।"

ঠিক তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, তার হাতে-ঘাড়ে-মাথায় বসে থাকা পাখিগুলো সোজা ছুটনির দিকে উড়ে গিয়ে তার নাকে-মুখে ঠোকর দিতে শুরু করল। ছুটনি কোনোমতে নিজেকে বাঁচিয়ে চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতরে ঢুকে তার মাকে নালিশ করল।

নারীনা বুঝে গেল আজ তার আর রক্ষা নেই। হলোও তাই। ঘরের ভেতর থেকে ছুটনি-বুটনির মা বের হয়ে এল। ছুটনি-বুটনির মা এমনিতেই মোটা মানুষ, সব সময় হাঁসফাঁস করে, এখন রেগে গিয়ে ছুটে আসতে আসতে আরও বেশি হাঁসফাঁস করতে লাগল, মুখ থেকে কথাই বের হতে চায় না। ছুটে এসে খপ করে নারীনার চুল ধরে চিৎকার করে বলল, "তোর এত বড় সাহস, আমার মেয়ের মুখে তুই খামচি দিস!"

নারীনা বলল, "আমি দিইনি!"

"তুই দিসনি তো তোর পাখি দিয়েছে। আমি কি দেখি না তুই এই পাখিগুলোকে জাদু করে রেখেছিস। তোর কথায় পাখিগুলো চলে!"

নারীনা বলল, "আমি জাদু করি নাই।"

"করেছিস! তুই শয়তানের বাচ্চা। আমি দেখেছি তুই দিনরাত পাখিগুলোকে মন্ত্রপড়া খাবার খাওয়াস। আমাদের খাবার তুই পাখিকে খাওয়াস?"

"তোমরা খাবার পর যেগুলো মাটিতে পড়ে থাকে, আমি সেগুলো খাওয়াই।"

"এখন থেকে তুই খাবি সেই খাবার। পাজি হতভাগী মেয়ে–"

www.doridro.com

ছুটনি-বুটনির মা তারপর নারীনার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বাড়ির নিচে যে অন্ধকার ঘর আছে, সেখানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বলল, "থাক তুই এখানে, পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুরের সঙ্গে থাক!"

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নারীনা টের পায় ভেতরে ইঁদুরগুলো ছোটাছুটি করছে। একটা ছোট ইঁদুর তার হাত বেয়ে উঠল, নারীনা সেটার পিঠে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ভালো আছিস তুই? বেশি দুষ্টুমি করবি না কিন্তু।"

অন্য ইঁদুরগুলো ছোটাছুটি করে সব পোকামাকড়কে দূরে সরিয়ে রাখল যেন নারীনার কোনো অসুবিধা না হয়। নারীনা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল, তখন সব ইঁদুর তাকে ঘিরে বসল। নারীনা তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দিতেই মোটা একটা ইঁদুর কিচমিচ করে কিছু একটা বলল। নারীনা ফিক করে হেসে উঠে বলল, "গান শুনবি?"

সব ইঁদুর একসঙ্গে মাথা নাড়ল। তখন নারীনা মৃদু গলায় গান গাইতে শুরু করল :

নেংটি ইঁদুর শুকনো ইঁদুর ভোটকা ইঁদুর ছাও
আমায় তুমি একলা ফেলে কোন দেশেতে যাও?
নাদুস নুদুস কিটিস কুটুস তিড়িং বিড়িং লেজ
ছোট্ট ছোট্ট পায়ের মাঝে দেখছ কেমন তেজ?
বিন্দিবিন্দি চোখের মনি চালুক চুলুক চাও—
আমায় তুমি একলা ফেলে কোন দেশেতে যাও?

বাইরে ছুটনি-বুটনি আর তাদের মা একটু পরেই আবিষ্কার করল নারীনাকে নিচের ঘরে বন্ধ করে রাখায় তাদের খাবার দেওয়ার কেউ নেই, খাওয়ার পর থালাবাসন পরিষ্কার করার কেউ নেই, ঘর মোছার কেউ নেই, বাইরে থেকে শুকনো কাপড় তোলার কেউ নেই, কুয়া থেকে পানি তোলার কেউ নেই। তাই একটু পর ছুটনি-বুটনির মা নিচে গিয়ে ঘর খুলে দিল। সে ভেবেছিল দেখবে, নারীনা ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে আছে। কিন্তু সে রকম কিছু দেখা গেল না। নারীনা বেশ হাসিখুশিই আছে, তার মধ্যে ভয় পাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই।

রাতের খাওয়া শেষে নারীনা যখন থালাবাসন নিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে, তখন ছুটনি-বুটনির মা ছুটনি-বুটনির বাবাকে বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছ? নারীনা হতভাগীর মুখ থেকে কখনো হাসি দূর হয় না।"

ছুটনি-বুটনির বাবা তার ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তাই ঘরের ভেতরে কী হয় তার খোঁজ রাখে না। সে একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, "তাই নাকি?"

www.doridro.com

ছুটনি কথাটা লুফে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, বাবা। কী হয়েছে আজকাল নারীনার, সে সারাক্ষণ হাসে। বকা দিলে হাসে, গালি দিলে হাসে, মনে হয় লোহার শিক গরম করে ছ্যাঁকা দিলেও হাসবে।" ছুটনি এমন করে কথাটা বলল যে মনে হলো হাসা বুঝি খুব বড় অপরাধ।

বুটনি বলল, "আমি জানি কী হয়েছে?"

সবাই বুটনির দিকে তাকাল, মা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমাদের নারীনা বিবির একজন বন্ধু হয়েছে।"

"বন্ধু?"

"বন্ধু?"

এমনভাবে সবাই কথা বলল যে শুনে মনে হলো নারীনা বুঝি কোনো মানুষ খুন করে ফেলেছে।

"হ্যাঁ।" বুটনি বলল, "আমি দেখেছি নারীনা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে বনে যাওয়ার জন্য! সেই বনে তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, সেই বন্ধু তাকে উপহার দেয়। গাছের ফুল, ফল–এ রকম উপহার। সে জন্য তার মুখে এত হাসি।"

ছুটনি-বুটনির মায়ের মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এত বড় সাহস! আমি তার মাথার চুল কামিয়ে লোহার শিক গরম করে তাকে ছ্যাঁকা দেব। জন্মের মতো সিধা করে ছেড়ে দেব।"

ছুটনির চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। বলল, "কখন দেবে, মা, ছ্যাঁকা? এখন?"

"হ্যাঁ, এখন। এই মুহূর্তে।"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "উহুঁ। আগেই শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। আগে তাকে হাতেনাতে ধরতে হবে। তারপর শাস্তি। কঠিন শাস্তি!"

ছুটনির চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, জিজ্ঞেস করে, "কখন হাতেনাতে ধরবে, আব্বু? কখন?"

"আরেক দিন যখন বনে যাবে কাঠ কুড়াতে, তখন পিছু পিছু যাবি, গিয়ে দেখবি কী করে, কার সঙ্গে মেশে।"

ছুটনি তখন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "আমি যাব, আব্বু, আমি যাব!"

"ঠিক আছে, তুই যাস।"

দুই দিন পর নারীনা যেদিন বনে কাঠ কুড়াতে যাচ্ছিল, তখন সে জানতেও পারল না ছুটনি তার পিছু পিছু আসছে। নারীনা নাচতে নাচতে, কথা বলতে বলতে, গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। সে গাছের ফুলের সঙ্গে কথা বলে, নদীর

www.doridro.com

পানির সঙ্গে কথা বলে, আকাশে পাখির সঙ্গে কথা বলে– আর পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ছুটনি অবাক হয়ে দেখে। আস্তে আস্তে আকাশে সূর্য উঠেছে, রোদে তাপ বেড়েছে, ছুটনি তখন দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে। তার এত হাঁটার অভ্যাস নেই, সে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল।

নারীনা তখন বড় একটা মাঠ পার হচ্ছে, মাঠে বুনো ফুল, নারীনা সেই ফুল তুলে মাথায় পরেছে। মাঠে অনেক গরু চরছিল, নারীনাকে দেখে সব গরু এগিয়ে এল। নারীনা গরুগুলোর গলা জড়িয়ে আদর করল, বাছুরের সঙ্গে খেলা করল, বিশাল একটা ষাঁড়ের পিঠে উঠে সে অনেক দূর চলে গেল।

ছুটনি যখন ধুঁকতে ধুঁকতে, দরদর করে ঘামতে ঘামতে, মুখ হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে মাঠের কাছে পৌঁছেছে, তখন সব গরু ছুটনির দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। তারপর তারা শিং উঁচিয়ে ছুটনির দিকে তাড়া করে এল। ছুটনি তখন প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাতে শুরু করেছে। ছুটে পালাতে গিয়ে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, গরুর গোবরে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল! কোনোমতে উঠে আবার সে ছুটে পালাতে থাকে। গরুগুলো তাকে ধাওয়া করে একেবারে তার বাসার কাছে নিয়ে এল। ছুটনি কোনোমতে বাড়িতে ঢুকে দড়াম করে উঠানে পড়ে যায়।

বুটনি আর তার মা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, ছুটনি, কী হয়েছে তোর?"

ছুটনি তখন কাঁদতে কাঁদতে সবকিছু খুলে বলল। শুনে বুটনি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "ঠিক আছে তাহলে, এর পরের বার আমি যাব। দেখি আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে নারীনা কেমন করে যায়!"

এর পরের সপ্তাহে আবার যেদিন নারীনা বের হয়েছে বনে যাওয়ার জন্য, তখন বুটনি তার পিছু নিল। নারীনা নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সে থেমে গিয়ে কখনো গাছের সঙ্গে কথা বলে, কখনো ফুলের সঙ্গে কথা বলে, আবার কখনো প্রজাপতির সঙ্গে কথা বলে। একটু পরেই দেখতে দেখতে আকাশে সূর্য উঠে গেল, ঝকঝকে রোদ্দুরে চারদিক ঝিকমিক করতে থাকে।

নারীনা হাঁটতে হাঁটতে যখন একটু ক্লান্ত হয়েছে, তখন সে নদীর ঘাটে পানিতে পা ডুবিয়ে বসেছে। দেখতে দেখতে অনেক মাছ তার কাছে এগিয়ে এল। বড় একটা শুশুক নদীর পানি থেকে ভুস করে ভেসে উঠে তাকে ভিজিয়ে দিল! নারীনা খিলখিল করে হেসে বলল, "শুশুক! তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। সব সময় তুমি দুষ্টুমি করো।" তখন শুশুকটা আরও কাছে এসে ভুস করে লাফ দিয়ে পানি থেকে উঠে নারীনাকে প্রায় পুরোপুরি ভিজিয়ে দিল। নারীনা তখন রেগে যাওয়ার ভঙ্গি করে পানিতে নেমে বলল, "দুষ্টু শুশুক তোমাকে আমি মজা দেখাব–"

www.doridro.com

শুশুকটা তখন পানির ভেতর থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে প্রথমে নারীনাকে পানিতে ফেলে দিল, তারপর পানির ভেতর থেকে উঠে নারীনাকে ঘাড়ে নিয়ে সাঁতার কেটে নদীর ভেতরে যেতে শুরু করল। নারীনা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "দুষ্টু, তুমি দুষ্টু, ভীষণ ভীষণ দুষ্টু!"

বুটনি যখন নদীর তীরে এসেছে, তখন নারীনা শুশুকের পিঠে চড়ে অনেক দূর চলে গেছে। সে চোখ লাল করে সেদিকে তাকিয়ে সাবধানে নদীর পানিতে একটু নেমে এল। ঠিক তখন কোথা থেকে বিশাল একটা কাঁকড়া এসে তার পায়ের বুড়ো আঙুলটা কামড়ে ধরল! "ও বাবা গো, ও মা গো" বলে বুটনি তার পা তুলে দেখে, কাঁকড়াটা তার শক্ত দাঁড় দিয়ে কামড়ে ধরে আছে! ভয় পেয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে বুটনি এক পায়েই লাফিয়ে পানি থেকে উঠতে গেল, আর তখন তাল হারিয়ে সে ঝপাং করে নদীর পানিতে পড়ে গেল।

ঠিক তখন নদীর যত মাছ আছে, সব যেন ছুটে এল বুটনির দিকে। কোনো মাছ খাবলা দিয়ে তার কনুইয়ের ছাল তুলে নিল, কোনো মাছ কামড় দিয়ে তার হাতের চামড়া তুলে নিল। যে মাছের শিং আছে, সেই মাছ শিং নিয়ে ছুটে এল তাকে গুঁতো দেওয়ার জন্য। যে মাছ সাপের মতো লম্বা আর কিলবিলে, সেই মাছ তার পা পেঁচিয়ে ধরল! কাঁকড়াগুলো তার পায়ের আঙুল কামড়ে ধরল। বুটনি ভয়ে চিৎকার করে পানি থেকে ওঠার চেষ্টা করে। যতবার ওপরে ওঠে, ততবার মাছগুলো তাকে টেনে পানিতে নামিয়ে আনে। নাকানিচুবানি খেয়ে, নদীর পানি খেয়ে তার পেটটা ঢোলের মতো ফুলে উঠল। অনেক কষ্ট করে বুটনি হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে পানি থেকে ওঠে, তারপর চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাসার দিকে ছুটতে থাকে।

বাসার কাছাকাছি পৌঁছে সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ধড়াম করে উঠানে পড়ে যায়। তার মা ছুটে এসে চোখ কপালে তুলে বলল, "সর্বনাশ! তোর এ কী অবস্থা!"

বুটনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সব দোষ নারীনার! সব মাছকে পর্যন্ত সে জাদু করে রেখেছে। আমাকে কামড়ে শেষ করে দিয়েছে পাজি মাছগুলো আর শয়তান কাঁকড়াগুলো।"

ছুটনি আর বুটনির মায়ের ফরসা মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল। নাক দিয়ে তার আগুনের মতো নিঃশ্বাস বের হতে থাকে। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলল, "কত বড় সাহস এই শয়তানির! এর পরের বার আমি যাব তার পিছু পিছু, তারপর দেখব কত ধানে কত চাল! কত গমে কত আটা! কত সরিষায় কত তেল!"

www.doridro.com

কাজেই এর পরের সপ্তাহে যখন নারীনা আবার বের হলো, তখন ছুটনি-বুটনির মা তার পিছু পিছু বের হলো। নারীনা আপন মনে হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে দূরে থেকে ছুটনি-বুটনির মাও তার পিছু পিছু যাচ্ছে। একটু পরই সূর্য ওপরে উঠে এল, রোদের আলোতে নারীনা ঝলমল করতে থাকে, আর সেই রোদে ছুটনি-বুটনির মা গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে। তার মোটা ফরসা মুখ লাল হয়ে ওঠে দরদর করে ঘামতে ঘামতে সে মুখ হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

নারীনা বড় একটা মাঠ পার হয়ে যখন বনের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন সে বিশাল একটা জারুলগাছের নিচে দাড়াল। সেই গাছে বিশাল মৌচাক, নারীনাকে দেখেই মৌমাছিগুলো তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে! নারীনা তার টুকটুকে লাল জিব বের করে মৌচাকের নিচে দাঁড়াতেই মৌচাক থেকে টপটপ করে তার মুখে মধু পড়তে থাকে। নারীনা পেট পুরে মধু খেয়ে মুখ মুছে হাত নেড়ে বলল, "আর লাগবে না রে! অনেক খেয়েছি!"

মৌমাছিগুলো তখন তাকে ঘিরে একবার পাক খেয়ে তাদের মৌচাকে ফিরে গেল। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ছুটনি-বুটনির মা একেবারে হাঁ হয়ে যায়। পা টিপে টিপে এসে সেও জারুলগাছের নিচে দাঁড়াল। রোদে হেঁটে হেঁটে তার খিদে পেয়ে গেছে, গাছের ডালে বিশাল মৌচাক দেখে লোভে তার জিবে পানি এসে গেল। সে তার কালচে জিবটা মুখ থেকে বের করে ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিল, আর ঠিক তখন মৌচাক থেকে হাজার হাজার মৌমাছি হুল উঁচু করে তার দিকে ধাওয়া করে এল। কিছু বোঝার আগেই মৌমাছিগুলো ছুটনি-বুটনির মায়ের হাতে-পায়ে-মুখে-গলায় হুল ফোটাতে থাকে। ভয় পেয়ে ছুটনি-বুটনির মা চিৎকার করে ছুটতে থাকে, আর তার পিছু পিছু মেঘের মতো হাজার হাজার মৌমাছি ছুটে আসতে থাকে। ছুটনি-বুটনির মা কোনো উপায় না দেখে পথের পাশে একটা এঁদো ডোবার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেখানে পচা কাদা আর ময়লা পানির মধ্যে পুরো শরীর ডুবিয়ে রাখল। মৌমাছিগুলো এঁদো ডোবার ওপরে ভনভন শব্দ করে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল, যখন দেখল সেখান থেকে কেউ বের হচ্ছে না, তখন মৌমাছিগুলো আবার উড়ে উড়ে তাদের মৌচাকে ফিরে গেল।

ছুটনি-বুটনির মা তখন সেই এঁদো ডোবা থেকে বের হয়ে আসে। কাদা লেগে তার চেহারা হয়েছে ভূতের মতো। মাথার ওপর কচুরিপানা, পা কেটে গেছে শামুকে, সেখানে কিছু জোঁক ধরেছে, কাপড়ের ভাঁজে কিছু ব্যাঙ আর অনেক ব্যাঙাচি।

ছুটনি-বুটনির মা যখন বাসায় ফিরে এসেছে, প্রথমে তাকে কেউ চিনতে পারে না, ভেবেছে বিল থেকে বুঝি মাছখেকো ভূত উঠে এসেছে। ছুটনি-বুটনির বাবা

www.doridro.com

একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে তাকে ধাওয়া করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, ঠিক তখন ছুটনি-বুটনির মা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "শেষ হয়ে গেলাম রে–আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম! রাক্ষুসীটা আমার জীবনটাকে শেষ করে দিল–"

ছুটনি-বুটনি আর তার বাবা তাড়াতাড়ি ছুটনি-বুটনির মাকে ধরাধরি করে ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে মাথায় পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে থাকে, হাত-পা থেকে টেনে টেনে জোঁকগুলো সরায়, কানের ভেতর, নাকের ভেতর থেকে ব্যাঙাচি আর চুলের ভেতর থেকে ব্যাঙগুলো টেনে টেনে বের করে। ছুটনি-বুটনির মায়ের সারা মুখ মৌমাছির কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। ছুটনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, মা? তোমার কী হয়েছে?"

ছুটনি-বুটনির মা তখন হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তার দুর্দশার কথা বলল। সবকিছু শুনে বুটনি চোখ পাকিয়ে বলল, "আজকে নারীনা বাসায় আসুক, লোহার শিক গরম করে তাকে ছ্যাঁকা দেব।"

ছুটনি-বুটনির বাবা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। আগেই না। আগে তাকে হাতেনাতে ধরতে হবে, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল!"

ছুটনি বলল, "কত গমে কত আটা!"

বুটনি বলল, "কত সরিষায় কত তেল!"

পরের সপ্তাহে যখন নারীনা আবার বের হলো বনে যাওয়ার জন্য, তখন তার পিছু নিল ছুটনি-বুটনির বাবা। ছুটনি-বুটনির বাবার বুদ্ধি বেশি তাই অন্যদের মতো সে হেঁটে হেঁটে রওনা দিল না, সে একটা খচ্চরের পিঠে বসে রওনা দিল। পথে যদি খিদে লাগে সে জন্য সঙ্গে খাবারের কৌটায় নিল পরোটা আর মাংসের কাবাব। যদি পানি তেষ্টা পায় তার জন্য নিল পানির কুঁজো। রোদ থেকে বাঁচার জন্য নিল ঢাউস একটা ছাতা।

নারীনা অন্যান্যবারের মতো নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে থাকে, আর অনেক দূর থেকে ছুটনি-বুটনির বাবা তার পিছু পিছু যেতে থাকে। ছুটনি-বুটনির বাবা তার দুই মেয়ের মতো কিংবা তাদের মায়ের মতো বোকা নয়, তাই সে গরুদের ঘাঁটাল না, নদীর কাছে গেল না, আর মৌচাক থেকেও দূরে থাকল। সে নারীনার পিছু পিছু সত্যি সত্যি বনে হাজির হলো।

বনে একটা গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে পরাগ বসে ছিল, নারীনাকে দেখে সে গাছ থেকে নেমে ছুটে এল, বলল, "কী হলো, নারীনা, তুমি এত দেরি করে এসেছ! আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি!"

www.doridro.com

নারীনা বলল, "আমি মোটেও দেরি করে আসিনি।"

পরাগ একটু হেসে বলল, "আসলে অপেক্ষা করতে থাকলে সময় আর কাটতে চায় না।"

নারীনা বলল, "তোমার অপেক্ষা করার দরকার কী? বনের ভেতর তুমি ঘুরে বেড়ালেই পারো।"

"ঘুরেই তো বেড়াই! ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমি একটা নতুন ধরনের গাছ খুঁজে পেয়েছি– চলো, তোমাকে দেখাই।"

নারীনার হাত ধরে পরাগ তাকে বনের ভেতর নিয়ে গেল, সেখানে একটা হ্রদের পাশে লম্বা লম্বা গাছ উঠেছে। গাছগুলোর হলুদ ফুল, লাল ফল। আর সেই ফলে কালো রঙের বিচি। সেই বিচি মাটিতে পড়লে দেখতে দেখতে সেখান থেকে লম্বা লম্বা গাছ বের হয়ে আসে। এক সপ্তাহে সেই গাছ মাথা সমান উঁচু হয়ে যায়।

পরাগ যখন সেই বিচিত্র গাছের ফুল, ফল আর কালো বিচিগুলো নারীনাকে দিচ্ছে, তখন ছুটনি-বুটনির বাবা তার খচ্চরে করে বাসায় ফিরে যেতে থাকে। যখন সে বাসায় এসেছে, তখন ছুটনি-বুটনি আর তার মা ছুটে এল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী দেখেছ?"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "আমি সব দেখে এসেছি। বনের ভেতর গাছের ওপর তার বয়সী একটা ছেলে বসে থাকে। তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সে বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। হাসাহাসি করে। কথা বলাবলি করে।"

ছুটনি বলল, "কত বড় সাহস!"

বুটনি বলল, "জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "উঁহু। লোহার শিক গরম করে গালে ছ্যাঁকা দিতে হবে। কপালে ছ্যাঁকা দিতে হবে।"

ছুটনি-বুটনির বাবা শুধু বলল, "যেটাই করো, চিন্তা করে করতে হবে। অনেক পয়সা দিয়ে আমি বাজার থেকে নারীনাকে কিনেছি। খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছি, আবার তাকে ভালো দামে বিক্রি করতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যেন বাজারে ভালো দাম পাওয়া না যায়।"

ছুটনি মুখ কালো করে বলল, "আমরা তো তাকে কানা-খোঁড়া-লুলা বানাব না। আমরা শুধু লোহার শিক গরম করে ছ্যাঁকা দেব।"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "যেটাই করিস, চিন্তা করে করতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।"

তাই সবাই খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে লাগল কেমন করে নারীনাকে শাস্তি দেওয়া যায়। কঠিন শাস্তি!

www.doridro.com

ছুটনি-বুটনি আর তাদের মা নারীনাকে বাসার সামনে একটা খুঁটিতে শক্ত করে বেঁধেছে। ছুটনি একটা বড় কাঁচি এনেছে, বুটনি এনেছে এক গামলা আলকাতরা। উঠানে কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছুটনি-বুটনির মা একটা লোহার শিক গরম করছে। একটু পর পর শিকটা তুলে দেখছে সেটা টকটকে লাল হয়েছে কী না।

ছুটনি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "আম্মু, আমি পাজি নারীনার সব চুল ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেটে দেব।"

তার মা বলল, "ঠিক আছে।"

বুটনি বলল, "আমি আলকাতরার গামলাটা তার মাথায় ঢেলে দেব। তখন একেবারে ভূতের মতো চেহারা হয়ে যাবে।"

ছুটনি-বুটনির মা নাক দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোদের আব্বু এই আলকাতরা বড় বাজার থেকে কিনে এনেছে। পাকা রং। কোনো দিন রং উঠবে না। নারীনা হতভাগী কুচকুচে কালো হয়ে যাবে সারা জীবনের জন্য।"

ছুটনি বলল, "উচিত শিক্ষা হবে।"

বুটনি বলল, "আম্মু, আলকাতরাটা আগুনে গরম করে নিই? তাহলে নারীনা হতভাগী জ্বলে পুড়ে যাবে।"

ছুটনি হাততালি দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আম্মু, হ্যাঁ।"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "দাঁড়া, আগে লোহার শিকটা গরম করে নিই।"

ছুটনি জিজ্ঞেস করল, "লোহার শিক দিয়ে কোথায় ছ্যাঁকা দেবে, আম্মু?"

"দুই গালে আর কপালে।"

বুটনি চোখ বড় বড় করে বলল, "আর পিঠে।"

"ঠিক আছে।"

ছুটনি বলল, "আর হাতের তালুতে।"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "হাতের তালুতে ছ্যাঁকা দিলে নারীনা তো রাঁধতে পারবে না। কাঠ কাটতে পারবে না। কাপড় ধুতে পারবে না। বাসন ধুতে পারবে না। তখন তো আমাদেরই ঝামেলা হয়ে যাবে।"

www.doridro.com

ছুটনি বলল, "হ্যাঁ, সেইটা ঠিক। হাতের তালুতে ছ্যাঁকা দেওয়ার দরকার নাই। তার চেয়ে পেটে ছ্যাঁকা দেব। ঠিক আছে আম্মু?"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "ঠিক আছে।"

"আর পায়ে।"

"ঠিক আছে।"

ছুটনি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলল, "কী মজা হবে! তাই না, আম্মু?"

"হ্যাঁ, অনেক মজা হবে।"

"আর অপেক্ষা করতে পারছি না, আম্মু। চুল কাটতে শুরু করি?"

"একটু দাঁড়া, শিকটা আরেকটু গরম করে নিই।"

বুটনি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "নারীনা হতভাগী যখন এই ভূতের মতো চেহারা নিয়ে বনে যাবে, তখন পথেঘাটে যত গরু-বাছুর আছে সব তাকে তাড়া করবে!"

ছুটনি হাততালি দিয়ে বলল, "আর বনে তার যে একজন বন্ধু আছে, সেও নারীনাকে দেখে ভয় পেয়ে ফিট হয়ে যাবে, তাই না, আম্মু?"

ছুটনি-বুটনির মা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তখন উচিত শিক্ষা হবে।"

নারীনা চুপ করে বসে বসে ছুটনি-বুটনি আর তাদের মায়ের কথা শুনছিল, আর অবাক হয়ে ভাবছিল মানুষ কেমন করে এ রকম কথা বলতে পারে। তাদের কথা শুনে তার খুব মন খারাপ হচ্ছিল, কিন্তু তার একটুও ভয় করছিল না। সে চোখের কোনা দিয়ে দেখেছে, বাসার পাশে যে কদমগাছ আছে, ওই গাছে ছোট-বড় শত শত পাখি এসে বসেছে। যদি সে ডাক দেয়, তাহলে পাখিগুলো উড়ে এসে ছুটনি-বুটনি, আর তাদের মাকে ঠোকর দিতে দিতে শেষ করে দেবে। নারীনা দেখছে, বাসার ঘুলঘুলিতে মোটা মোটা ইঁদুর এসে বসেছে, সে ডাক দিলেই সেগুলো লাফিয়ে পড়বে ছুটনি-বুটনি আর তাদের মায়ের ওপর। আঁচড়ে-কামড়ে তাদের শরীরের চামড়া তুলে ফেলবে। নারীনা মাথা তুলে দেখেছে, দূরের হিজলগাছে বোলতার চাক, দরকার হলে সেই বোলতা হুল উঁচু করে ছুটে আসবে দলে দলে। শুধু তা-ই নয়, আকাশে অনেক ওপরে যে চিল আর বাজপাখি উড়ছে, নারীনা জানে, সেগুলোও তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দরকার হলে সেগুলোও ঝড়ের মতো ছুটে আসবে, ডানার ঝাপটায় ছুটনি-বুটনিকে ফেলে দেবে নিচে, ধারালো ঠোঁট দিয়ে খাবলে নেবে হাত-পা, চোখ-মুখ! তাই নারীনার নিজের জন্য একটুও ভয় করে না—তার ভয় ছুটনি-বুটনি আর তার মায়ের জন্য। এই বোকা মানুষগুলো বোকার মতো কিছু করার চেষ্টা করে কী বিপদে পড়বে, সেটা তারা নিজেরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

www.doridro.com

লোহার শিক যখন গনগনে লাল হয়েছে, তখন ছুটনি তার কাঁচিটা হাতে নিয়ে নারীনার দিকে এগিয়ে গেল। নারীনার রেশমের মতো কুচকুচে কালো চুল খামচি মেরে ধরে টেনে যখন কাটতে যাবে, ঠিক তখন হুড়মুড় করে ছুটতে ছুটতে ছুটনি-বুটনির বাবা ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ছুটনি-বুটনি, দাঁড়া। কিছু করিস না এখনই—একটুখানি দাঁড়া।"

ছুটনি নারীনার চুল ছেড়ে দিয়ে বলল, "কী হয়েছে, আব্বু?"

"তোরা কি নারীনাকে শাস্তি দিয়েছিস?"

"এখনো শুরু করিনি। তুমিও দেবে আমাদের সঙ্গে?"

"সেই কথাই তো বলতে এসেছি।"

"বলো, আব্বু।"

"একটা মস্ত বড় বিপদ হয়েছে।"

"বিপদ কী বিপদ?"

ছুটনি-বুটনি মাথা নাড়ল, বলল, "জানি, বাবা। জানি। খুব বড় সেনাপতি।"
"সেনাপতি গুরগিল গুরগান আছে জানিস না?"

"হ্যাঁ, খুব বড় সেনাপতি। আমাদের রাজাকে দেখে-শুনে রাখেন। তার রাজত্বে বাঘে-গরুতে এক টেবিলে ভাত খায়। এক লাখ সৈন্য তার হুকুমে ওঠে-বসে। কী তাদের চেহারা, কী তাদের পোশাক! কী তাদের অস্ত্র! দেখলে চোখ চড়কগাছ হয়ে যায়।"

ছুটনি বলল, "আমি দেখব, আব্বু। দেখব তাদের।"

ছুটনি-বুটনির বাবা গম্ভীর মুখে বলল, "সবাই এখন তাদের দেখবে। দেখতে চাইলেও দেখবে। দেখতে না চাইলেও দেখবে। তোরাও দেখবি।"

ছুটনি হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা হবে! তাই না, আব্বু?"

ছুটনি-বুটনির বাবা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "উঁহু। যতটুকু মজা তার থেকে অনেক বেশি বিপদ!"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "কেন? বিপদ কেন?"

"আমাদের সেনাপতি গুরগিল গুরগান নতুন একটা যন্ত্র তৈরি করেছে। চোর ডাকাত পাজী বদমাইস আর দেশের যারা শত্রু তাদের শাস্তি দেওয়ার যন্ত্র। দশ বছর গবেষণা করে দশ লাখ সোনার টাকা, দশ লাখ রুপার টাকা, আর চৌদ্দ কোটি তামার টাকা খরচ করে সেই যন্ত্র তৈরি হয়েছে। সেই যন্ত্রের ভেতরে একজনকে ঢুকিয়ে হাতলে চাপা দিলেই যন্ত্রটা ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়। সেই শাস্তির যন্ত্রণার মতো যন্ত্রণা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় নাই।"

ছুটনি বলল, "ইস! সেই যন্ত্রটা আমাদের এক দিনের জন্য ব্যবহার করতে দিলে কী মজাই না হতো!"

www.doridro.com

ছুটনি-বুটনির বাবা ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন, মজা হতো কেন?"

"তাহলে আমরা নারীনাকে সেই যন্ত্রের ভেতর ঢুকিয়ে এমন ছ্যাঁচা দিতাম, যে তার একটা উচিত শিক্ষা হতো।"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "সেটা ঠিকই বলেছিস, কিন্তু সেই যন্ত্র নিয়ে একটা মস্ত বড় বিপদ হয়েছে।"

"কী বিপদ?"

"যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই যন্ত্রটার ওপর যেন কোনো কু-নজর না লাগে সেই জন্য একটা নিখুঁত কুমারী মেয়েকে বলি দিতে হবে।"

ছুটনি-বুটনি চিৎকার করে বলল, "বলি দিতে হবে?"

"হ্যাঁ। যখনই বড় কিছু আবিষ্কার করে, বড় কিছু তৈরি করে, তখন মানুষ বলি দিতে হয়। পৃথিবীর সব বড় বড় দালান-কোঠায় মানুষ বলি দেওয়া হয়েছে। এইটা নিয়ম।"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "সেইটা তো সবাই জানে, কিন্তু তুমি বিপদের কথা কেন বলছ?"

"সেনাপতি গুরগিল গুরগানের সৈন্যরা সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিখুঁত একটা কুমারী মেয়ের খোঁজে। তাকে ধরে নিয়ে যাবে বলি দেওয়ার জন্য।"

ছুটনি আর বুটনি চোখ কপালে তুলে বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ, সেই জন্য এই দেশে যত মেয়ে আছে, তাদের বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে! দেশে বিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারে দুইটা পাগল ছিল, তাদের সঙ্গেও মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আমার এক বন্ধু আছে সে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে গাছের সঙ্গে। আমাদের ছুটনি-বুটনিরও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে।"

ছুটনি চিৎকার করে বলল, "আমি কিছুতেই গাছকে বিয়ে করব না। করব না।"

"তাহলে গুরগিল গুরগানের লোকজন ধরে নিয়ে যাবে বলি দেওয়ার জন্য।"

বুটনি মুখ কালো করে বলল, "কী হবে তখন?"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "অনেক বড় বিপদ হবে।"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "আরও একটা উপায় আছে।"

ছুটনি-বুটনি চোখ বড় বড় করে বলল, "কী উপায়?"

"গুরগিল গুরগানের লোকজন খুঁজছে নিখুঁত কুমারী মেয়ে। যদি কোনোভাবে তোদের মধ্যে কোনো খুঁত তৈরি করে দেওয়া যায়, তাহলে তোদের নেবে না।"

ছুটনি চমকে উঠে বলল, "খুঁত!"

www.doridro.com

বুটনি আঁতকে উঠে বলল, "খুঁত!"

ছুটনি-বুটনির বাবা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। খুঁত।"

"কী রকম খুঁত?"

"যদি তোদের নাক কেটে দিই, সেটা হবে খুঁত।"

ছুটনি নাকে হাত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "আমার নাক কেটে দেবে?"

"কিংবা একটা চোখ কানা করে দেওয়া যায় সেটাও হবে খুঁত!"

"সর্বনাশ!"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "হাত ভেঙে দেওয়া যায়, কানের লতি কেটে দেওয়া যায়।"

ছুটনি আর বুটনি ভ্যাঁ করে কেঁদে দিচ্ছিল, ঠিক তখন বাইরে দ্রিম দ্রিম করে ঢাকের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে সবাই বাইরে ছুটে যায়, দেখে একজন মানুষ বিশাল একটা ঢাক বুকের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। তার মাথায় লাল রঙের পাগড়ি, শরীরে জরি লাগানো পোশাক। সেই মানুষটা খুব জোরে জোরে ঢাক পেটাতে লাগল। শব্দ শুনে চারদিক থেকে অনেক মানুষ এসে ভিড় জমায়। একসময় মানুষটা ঢাক পেটানো বন্ধ করে। তখন তার পাশে দাঁড়ানো আরেকটি মানুষ এগিয়ে আসে। এই মানুষটা ভীষণ মোটা– এত মোটা যে মনে হয় তার পেট বুঝি জরি লাগানো পোশাক ছিঁড়ে বের হয়ে আসবে। মানুষটার মাথায় গম্বুজের মতো পাগড়ি। ওই পাগড়ি নেড়ে সে চারদিকে তাকাল, তারপর গোঁফে তা দিয়ে পিঠে ঝোলানো একটা ব্যাগ খুলে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বের করল। কাগজটা খুলে সে পড়তে শুরু করে। তার গলার স্বর মোটা, অনেক দূর থেকে সেটা শোনা যায়। গমগমে গলায় সে পড়ল:

"একটি জরুরি ঘোষণা। একটি জরুরি ঘোষণা। জরুরি হইতেও জরুরি ঘোষণা। আজ সূর্য ডোবার আগে এই গ্রামের সকল বালিকাদের গ্রামকেন্দ্রে বটবৃক্ষের নিচে হাজির হইতে হইবে। বটবৃক্ষের নিচে হাজির হইতে হইবে। বালিকাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া একটি নিখুঁত বালিকার অনুসন্ধান করা হইবে। নিখুঁত বালিকার অনুসন্ধান করা হইবে।

"এই রাজ্যের সেনাপতি গুরগিল গুরগান একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করাইয়াছেন। যন্ত্রটির অভিষেক উপলক্ষে একটি নিখুঁত বালিকাকে বলি দিতে হইবে। বলি দিতে হইবে।

"জরুরিভাবে সকলকে জানানো যাইতেছে যে যদি কোনো বালিকা উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার বাবা ও মায়ের মাথা মুণ্ডন করিয়া নাক ও

www.doridro.com

কান কাটিয়া দেওয়া হইবে। নাক ও কান কাটিয়া দেওয়া হইবে। বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নিলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। নিলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর কোমরে দড়ি বাঁধিয়া নগরকেন্দ্রে নেওয়া হইবে। নগরকেন্দ্রে নেওয়া হইবে। সেইখানে মাথায় আলকাতরা ঢালিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত্রাঘাত করা হইবে। বেত্রাঘাত করা হইবে। সর্বশেষ তাহাকে নগরী হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। কাজেই এই অঞ্চলের সকল বালিকাকে গ্রামকেন্দ্রে বটবৃক্ষের নিচে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।"

ঘোষণা পড়া শেষ হওয়ার পর অন্য মানুষটা দ্রিম দ্রিম করে ঢাক পেটাতে শুরু করল, তারপর হেঁটে হেঁটে রাস্তা ধরে অন্যদিকে যেতে শুরু করল।

ছুটনি-বুটনি তখন ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে, ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এখন যদি আমাদের ধরে নেয়, তাহলে কী হবে!"

ছুটনি-বুটনির মায়ের মুখ শক্ত হয়ে গেল, বলল, "নেবে না।"

"কেন নেবে না?"

মায়ের সবুজ চোখগুলো জ্বলতে লাগল, নিচু গলায় ফিস ফিস করে বলল, "তোদের মধ্যে খুঁত তৈরি করে দেব!"

"কেমন করে খুঁত তৈরি করবে?"

"এই যে এইটা দিয়ে" বলে ছুটনি-বুটনির মা আগুন থেকে গনগনে লাল লোহার শিক বের করে দুজনকে ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। একজনের ছ্যাঁকা লাগল কনুইয়ের নিচে, আরেকজনের হাতের তালুতে। যন্ত্রণায় তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সারা ঘরে লাফাতে লাগল তাই দেখে বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, "নে, অনেক হয়েছে। একটু ছ্যাঁকা খেয়েই এত চিৎকার! এখন চল গ্রামকেন্দ্রে বটবৃক্ষের নিচে। দেরি হলে পরে আবার আমার সব সম্পত্তি ক্রোক করে নেবে।"

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "হ্যাঁ। আমাদের আবার নাক-কান না কেটে দেয়! তাড়াতাড়ি চল।"

ছুটনি-বুটনির কনুইয়ের নিচে আর হাতের তালুতে ফোসকা পড়ে গেছে, সেই অবস্থায় তাদের দুজনকে ধরে টেনেহিঁচড়ে তাদের মা-বাবা তাদেরকে নিয়ে গ্রামকেন্দ্রের দিকে রওনা দিল। তখন ছুটনি বলল, "নারীনাকে নেবে না?"

তখন মা-বাবা দুজনেরই নারীনার কথাও মনে পড়ল। সেও একজন বালিকা, তারও বিয়ে হয়নি। তাকেও তো গ্রামকেন্দ্রে নিতে হবে। ছুটনি-বুটনির মা নারীনার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে মুখে একটা ঠোনা দিয়ে বলল, "আয় আমাদের সঙ্গে।"

www.doridro.com

গ্রামকেন্দ্রে গিয়ে দেখে, সেখানে অনেক ভিড়। সাত গ্রামের মেয়েরা সেখানে লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে। লাল-নীল পোশাক পরা সৈন্যরা হাতে বিশাল তরবারি নিয়ে এই মাথা থেকে ওই মাথায় হাঁটছে আর বলছে, "বাজে লোক ভিড় করবে না। তফাত যাও। তফাত যাও।"

ছুটনি-বুটনির মা ছুটনি-বুটনিকে কেমন করে নাকি-কান্না কাঁদতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিল, তখন পাহাড়ের মতো একটা সৈন্য এসে বলল, "এইখানে গুজুর গুজুর করে কোন গর্দভ?" তারপর ছুটনি-বুটনির মা'কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তরবারি উঁচু করে বলল, "এক কোপে গলা কেটে ফেলব।" ছুটনি-বুটনির মা তখন কোনোমতে হাচড়-পাচড় করে হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে জান নিয়ে পালিয়ে এল।

লম্বা লাইন ধরে সব মেয়েরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা তাঁবু, সেই তাঁবুর সামনে একটা টেবিল, টেবিলের পেছনে মখমল দেওয়া দুটি চেয়ার, সেই চেয়ারে দুজন মানুষ বসে বসে মেয়েগুলোকে পরীক্ষা করছে। একজন খুব মোটা, আরেকজন চিকন। যাদের শরীরে খুঁত আছে কিংবা যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের বাতিল করে দিচ্ছে, যাদের খুঁত নেই আর যাদের বিয়ে হয় নাই তাদের তাঁবুর ভেতরে আরও পরীক্ষা করার জন্য পাঠাচ্ছে।

ছুটনি-বুটনির সামনে যে মেয়েটা ছিল সে খুব সেজেগুজে এসেছে, হাতে ঝালর দেওয়া একটা পাখা, সেই পাখা দিয়ে সে নিজেকে বাতাস করছিল। বুটনি জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়ে! তোমার কী বিয়ে হয়েছে?"

মেয়েটা ঢং করে মুখটা বাঁকা করে বলল, "আমাকে বিয়ে করা এত সোজা! কত প্রস্তাব এসেছে, সব বাতিল করে দিয়েছি।"

"তাহলে তোমার শরীরে কি খুঁত আছে?"

"খুঁত?" মেয়েটা আরও বেশি ঢং করে ঘাড়টা বাঁকা করে বলল, "আমার শরীরে কেন খুঁত থাকবে? আমার গ্রামে আমি সেরা রূপসী। পর পর দুবার গ্রাম সুন্দরী পুরস্কার পেয়েছি। একবার পিতলের কলসি, আরেকবার কাঁসার পিকদান!"

"তাহলে তোমাকে যদি বলি দেবার জন্য নিয়ে যায়?"

মেয়েটা তার লাল ঠোঁটটা ফাঁক করে একটু হাসল, বলল, "নেবে না।"

"কেন নেবে না?"

"এই যে দেখছ না নাকফুল? নাকফুল লাগানোর জন্য নাকে ফুটো করতে হয়। নাকে-কানে ফুটো থাকলেই তারা বাতিল করে দেয়। তাদের কাছে এটাই হচ্ছে খুঁত। দেখেছ, কী বোকা!"

www.doridro.com

ছুটনি আর বুটনি একজন আরেকজনের দিকে তাকাল।

সবাই বুদ্ধি করে নাকে নাকফুল, নাহয় কানে কানের দুল পরে এসেছে–শুধু তারাই বোকার মতো গনগনে লোহার শিকের ছ্যাঁকা খেয়ে এসেছে, যা জ্বলুনি হচ্ছে, সেটা আর বলার মতো না!

শেষ পর্যন্ত ছুটনি আর বুটনির ডাক পড়ল। মখমলের চেয়ারে বসা থাকা মোটা মানুষটা সরু চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কি বিয়ে হয়েছে?"

ছুটনি-বুটনির দুজনেরই ভয়ে বুক কাঁপছে, শুকনো গলায় মাথা নেড়ে বলল, "না, হয় নাই।"

"নাকে নাকফুল আছে?"

"না, নাই।"

"কানে কানের দুল?"

"না।"

মোটা মানুষটা চোখ আরও সরু করে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "তাহলে তোমাদের শরীরে কোনো খুঁত নাই?"

দুজনই তখন তাড়াতাড়ি করে বলল, "আছে! আছে! খুঁত আছে।"

"কী খুঁত আছে?"

"এই যে এইখানে।" বলে দুজনই তাদের ছ্যাঁকা খাওয়া জায়গাগুলো দেখাল– একজনের কনুই, আরেকজনের হাতের তালু, ফোসকা পড়ে লাল হয়ে আছে।

পাশে বসে থাকা চিকন মানুষটা ঝুঁকে পড়ে ছ্যাঁকা খাওয়া জায়গাটা দেখে বলল, "একেবারে টাটকা। এইমাত্র ছ্যাঁকা দিয়েছে। কত বড় ধান্ধাবাজ দেখেছ! আমাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য শরীরে ছ্যাঁকা দিয়ে এসেছে!"

মোটা মানুষটা বলল, "শাস্তি দিতে হবে। কঠিন শাস্তি।"

ছুটনি-বুটনি ভয় পেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। তখন বিরক্ত হয়ে মোটা মানুষটা বলল, "খবরদার! ট্যাঁ ট্যাঁ করবে না। করলে কিন্তু গর্দান নিয়ে নেব।"

সঙ্গে সঙ্গে ছুটনি-বুটনির কান্না বন্ধ হয়ে যায়। পাশে বসে থাকা চিকন মানুষটা বলল, "এবারকার মতো মাপ করে দিই। পরেরবার কিন্তু গর্দান কেটে ফেলব। যাও ভাগো।"

ছুটনি-বুটনি তখন ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গেল। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে।

www.doridro.com

মখমলের চেয়ারে বসে থাকা মানুষ দুটি তখন নারীনাকে ডাকল। নারীনার পরনে ছেঁড়া কাপড়, মাথায় চুল উস্কখুস্ক, হাতে-পায়ে-মুখে তেল-কালি। তাকে দেখে মানুষ দুজন ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি আবার কে?"

"আমার নাম নারীনা।"

"সেনাবাহিনীর একটা কাজে তোমাদের ডাকা হয়েছে, আর তুমি এই রকম ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরে এসেছ, তোমার তো সাহস কম না!"

নারীনা কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোটা মানুষটা ধমক দিয়ে বলল, "তোমার বাবা কী করে?"

"আমার মা-বাবা কেউ নেই।"

"তুমি কোথায় থাক?"

"আমার মালিকের বাসায় থাকি। আমার মালিক আমাকে বাজার থেকে কিনে এনেছিল।"

"ও, আচ্ছা।" মানুষটা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"তোমার নাকে নাকফুল, কানে কানের দুল আছে?"

"নাই।"

"শরীরে কোনো খুঁত আছে?"

"সেটা তো জানি না।"

"কাটা, ছেঁড়া, পোড়া, খসখসে চামড়া, ঘা, ফোঁড়া, ফোলা–এ রকম কিছু?"

নারীনা বলল, "কখনো তো লক্ষ করে দেখি নাই, বলতে পারব না।"

মোটা মানুষটা বলল, "এ তো মহা মুশকিল হলো, কিছুই জানে না।"

চিকন মানুষটা বলল, "ছেড়ে দাও। বিদায় করে দাও। যত্ত সব যন্ত্রণা!"

"উঁহু। তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিই। তারা পরীক্ষা করে দেখুক।"

মখমল চেয়ারে বসে থাকা মানুষ দুজন তখন নারীনাকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

তাঁবুর ভেতরটা খুব সুন্দর করে সাজানো, সেখানে পুরুষের মতো চেহারার দুজন মহিলা বসে আছে। একজন কালো, আরেকজন ফরসা। নারীনাকে দেখে কালো মহিলাটা বাজখাঁই গলায় বলল, "কাছে আসো।"

নারীনা কাছে গেল। মহিলাটা তখন নারীনাকে ঘুরে ঘুরে দেখল, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সুলক্ষণা বালিকা।"

www.doridro.com

অন্যজন তখন নারীনাকে আরও ভালো করে পরীক্ষা করল, তার আঙুলের নখ দেখল, চুল টেনে দেখল, চোখের পাতি দেখল, তারপর আঙুলে থুতু লাগিয়ে নারীনার ঘাড়ের চামড়া ডলে দেখে বলল, "পাওয়া গেছে।"

কালো মহিলা তখন গলা উঁচু করে ডাকল, "কে আছে এখানে?"

সঙ্গে সঙ্গে চারজন ছোট মহিলা কোথা থেকে যেন ছুটে এল। রিনরিনে গলায় বলল, "আমাদের ডেকেছেন, আপা?"

"এই মেয়েকে গরম সুগন্ধি পানিতে গোসল করিয়ে মসলিনের পোশাক পরিয়ে আনো।"

নারীনা শুকনো গলায় বলল, "আমি গরম সুগন্ধি পানিতে গোসল করতে চাই না। মসলিনের পোষাক পরতে চাই না। আমি বাসায় যেতে চাই।"

পুরুষের মতো দেখতে কালো রঙের মহিলাটি বলল, "তুমি বাসায় যেতে চাইলেই তো হবে না! আমরা ছয় মাস থেকে একটা নিখুঁত কুমারী মেয়ে খুঁজছি! এত দিনে পেলাম–তোমাকে ছেড়ে দিলে কেমন করে হবে?"

"আমাকে কী করবে তোমরা?"

কালো মহিলাটি তরমুজের বিচির মতো কালো দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোমাকে আমরা সেনাপতি গুরগিল গুরগানের হাতে তুলে দেব! গুরগিল গুরগান তোমাকে যন্ত্রের ওপর বসিয়ে কপাত করে মাথাটা কেটে ফেলবেন।" দৃশ্যটা কল্পনা করে মহিলাটির নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হলো, কারণ কথাটা শেষ করে সে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

অন্য ফরসা মহিলাটি বলল, "মেয়ে, তোমার মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই। এখন থেকে তোমাকে অনেক যত্ন করে রাখা হবে। তিন বেলা খাবার। সুন্দর পোশাক। মখমলের বিছানা।"

নারীনা বলল, " চাই না তিন বেলা খাবার, চাই না সুন্দর পোশাক। চাই না মখমলের বিছানা। চাই না... ।"

"না চাইলেও তুমি পাবে মেয়ে! তুমি এখন সবকিছু পাবে–" বলে মহিলাটি ছোট মহিলাগুলোকে বলল নারীনাকে নিয়ে যেতে। নারীনাকে ধরে নিয়ে তারা একটা বড় কাঠের গামলায় সুগন্ধি গরম পানিতে বসিয়ে নানা রকম সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে গোসল করাল। তারপর তাকে মসলিনের কাপড় পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিল। কপালে টিপ, ঠোঁটে রং, পায়ে আলতা দিয়ে সাজিয়ে তখন তাকে বাইরে নিয়ে এল। ততক্ষণে বাইরে খবর চলে গেছে যে গুরগিল গুরগানের যন্ত্রে বলি দেওয়ার জন্য নিখুঁত কুমারী বালিকা পাওয়া গেছে। তাকে দেখার জন্য সবাই তখন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্যরা তাদের খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে ভিড় সামলানোর চেষ্টা করছে–একটু পর পর চিৎকার

www.doridro.com

করতে করতে বলছে, "তফাত যাও। তফাত যাও। তা না হলে গলা কেটে ফেলব।"

বটগাছের নিচে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ঢাকওয়ালা মানুষটা তখন দ্রিম দ্রিম করে তার ঢাক পেটাতে লাগল। খানিকক্ষণ ঢাক পেটানোর পর সেটা থামাতেই সবাই চুপ করে গেল। তখন জরির পোশাক পরা মোটা মানুষটা গলা মোটা করে বলল, "প্রিয় গ্রামবাসী, আমরা ছয় মাস ধরে সারা দেশের নগর-বন্দর-গ্রামে একটি সুলক্ষণা নিখুঁত বিদুষী কুমারী মেয়ে খুঁজছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমরা শেষ পর্যন্ত এই গ্রামে সেই মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি।"

গ্রামের মানুষেরা অবশ্যি খুশি হলো না, তাদের বুক ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। জরির পোশাক পরা মোটা মানুষটা গমগমে গলায় বলল, "আমরা এক্ষুনি আপনাদের সামনে সেই সুলক্ষণা, বিদুষী কুমারী মেয়েটিকে উপস্থিত করছি।"

ঢাকওয়ালা দ্রিম দ্রিম করে ঢাক পেটাতে লাগল, আর তখন ছোট চারজন মহিলা ঠেলে ঠেলে নারীনাকে মঞ্চে তুলে দিল। নারীনা তার জীবনে কখনোই ভালো কাপড় পরে সুন্দর করে সাজেনি, তাই কেউই কখনো জানতে পারেনি তার চেহারা কত সুন্দর। সে যখন মসলিনের কাপড় আর সোনার মুকুট পরে মঞ্চে দাঁড়াল, তখন কেউই তাকে চিনতে পারল না। সবাই বিস্ময়ের মতো একটা শব্দ করে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছুটনি-বুটনির মা বলল, "ওরে বাবা! কী সুন্দর চেহারা, দেখেছ? চোখগুলো কী ডাগর। চোখগুলো ফুলের পাপড়ির মতো। রেশমের মতো চুল। গায়ের রংটা একেবারে পাকা আপেলের মতো।"

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "আমাদের গ্রামে এত সুন্দর মেয়ে আছে! এই মেয়ে তো পরীর মতো সুন্দর! একেবারে রাজকুমারী!"

শুধু ছুটনি-বুটনি কোনো কথা বলল না, এত সুন্দর একটা মেয়ে দেখে হিংসায় তাদের বুকের ভেতর জ্বলতে থাকল।

ঢাকের শব্দ থামার পর মোটা মানুষটা গমগমে গলায় বলল, "এই মেয়ের মা-বাবা এগিয়ে আসো।"

কেউ এগিয়ে এল না। মোটা মানুষটা তখন বলল, "যদি মা-বাবা না থাকে, তাহলে অভিভাবক এগিয়ে আসো।"

তখনো কেউ এগিয়ে এল না। মোটা মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "এর অভিভাবকও নাই এখানে?"

ঠিক তখন ছুটনি নারীনাকে চিনতে পারল, সে তার বাবার হাত ধরে টেনে বলল, "বাবা!"

www.doridro.com

"কী হয়েছে?"

"এটা তো নারীনা!"

"নারীনা!" মা ও বাবা ভালো করে তাকাল। তারপর অবাক হয়ে বলল, "সত্যিই তো! এটা তো আসলেই নারীনা!"

মঞ্চের ওপর মোটা মানুষটা রাগ-রাগ গলায় বলল, "কোথায় এর অভিভাবক?"

ছুটনি-বুটনির বাবা তখন হাত তুলে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি! আমি এর মালিক!"

"তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি বাজার থেকে ওকে কিনে এনেছিলাম।" সে হড়বড় করে তাড়াতাড়ি যোগ করল, "আমি এর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছি। আমি আমার নিজের মেয়ে থেকে একে বেশি যত্ন করেছি। আমি ঠিক করেছিলাম সামনের মেলায় একে বিক্রি করে দিব—এখন আপনারা যদি একে নিয়ে যান তাহলে আমার বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়ে যাবে।"

মোটা মানুষটা বলল, "তুমি কী বলতে চাও? আমরা একে নেব না?"

ছুটনি-বুটনির বাবা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, "না-না, না, আমি সেইটা একবারও বলি নাই। আমাদের সেনাপতি গুরগিল গুরগান এত বড় একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন, সেইটা চালু করার জন্য যদি দুই-চারটা মানুষ বলি দিতে হয়, সেইটা তো দিতেই হবে। এই মেয়ের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য যে তাকে আপনারা বেছে নিচ্ছেন, তাকে আপনারা বলি দেবেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা তো একটু দেখবেন—"

"বুঝেছি, বুঝেছি!" মোটা মানুষটা হাত নেড়ে বলল, "বলো তুমি কত চাও?"

"কমপক্ষে যদি এক'শটা সোনার টাকা না দেন আমার বড় ক্ষতি হয়ে যাবে!"

মোটা মানুষটা হা হা করে হাসতে লাগল। ছুটনি-বুটনির বাবা মাথা চুলকে বলল, "জনাব, আপনি হাসেন কী জন্য? ঠিক আছে, যদি পুরো এক শ দিতে না চান—দশটা কম দেন, কিন্তু..."

মোটা মানুষটা হাসি থামিয়ে বলল, "আরে গর্দভ, আমি হাসি অন্য কারণে! এই মেয়েকে আমার এক লাখ সোনার টাকা দিয়ে কেনার কথা, আর তুমি গর্দভের গর্দভ চেয়েছ মাত্র এক শ! আমাদের নিরানব্বই হাজার নয় শ সোনার টাকা বেঁচে গেল, হা হা হা..."

ছুটনি-বুটনির বাবা বলল, "এ-এ-এক লাখ?"

www.doridro.com

তারপর সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

ছুটনি-বুটনির মা তখন তাকে লাথি মেরে মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, "হায় হায় গো! আমার কী সর্বনাশ হলো গো! আমার এক লাখ টাকার মেয়েটারে মাত্র এক শ টাকায় বেঁচে দিল গো! এই বোকার হদ্দ বোকারে নিয়ে আমি কই যাই গো...।"

বলে সে আবার ছুটনি-বুটনির বাবাকে লাথি মারতে লাগল। ছুটনি বুটনির বাবা অবশ্যি অজ্ঞান হয়েছিল বলে টের পেলো না!

ষোলো ঘোড়ার একটা গাড়িতে করে নারীনাকে নিয়ে যখন সেনাপতির বাহিনী রওনা দিল, তখন গভীর রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার নরম আলোতে সবকিছু অন্য রকম দেখাচ্ছে। নারীনা বাইরে তাকিয়ে তার গ্রামটা দেখল, ফিসফিস করে বলল, "বিদায়! বিদায় আমার গ্রামের মানুষ। গ্রামের পশুপাখি, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর। চিল, শকুন আর বাজপাখি। সবাইকে বিদায়!"

ষোলো ঘোড়ার গাড়িটা যখন নগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তখন নারীনা তার কোমরে গুঁজে রাখা একটা ছোট পুটুলি বের করল। এই পুটুলিতে আছে পরাগের দেওয়া কালো কালো গাছের বিচি, এই বিচিগুলো মাটিতে পড়লেই এক সপ্তাহে মাথার সমান গাছ হয়ে যায়, সেই গাছে হলুদ আর লাল ফুল ফোটে, সেই ফুল দেখে মনে হয় গাছে বুঝি আগুন লেগে গেছে।

নারীনা ঘোড়ার গাড়ির জানালার পাশে বসে একটা একটা বিচি বাইরে ছুড়ে দিতে লাগল।"

এই পর্যন্ত বলে মামা থামলেন। মিতুল বলল, "তারপর?"

"আজ এই পর্যন্ত। এখন ঘুমা, অনেক রাত হয়েছে।"

মিতুল মামার হাত ধরে বলল, "আর একটু বলো, মামা! আর একটু! প্লিজ প্লিজ প্লিজ!"

"উঁহু।" মামা মাথা নাড়লেন। বললেন, "চিকেন পক্স হলে অনেক বেশি বিশ্রাম নিতে হয়। সারা রাত জেগে থাকলে অসুখ ভালো হবে না।"

"ঠিক আছে, মামা, তাহলে একটু খালি বলো এখন কী হবে। একটু আভাস দাও।"

"উঁহু।"

"আমি জানি কী হবে। বিচি থেকে গাছ উঠবে, আর সেই গাছ দেখে দেখে পরাগ যাবে তাকে উদ্ধার করতে। ঠিক বলেছি কি না?"

www.doridro.com

মামা ঠোঁট ওল্টালেন, বললেন, "আমি জানি না! এখন ঘুমা। বাকিটা কালকে।"

মিতুল হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল নারীনাকে বিশাল এক যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে আর কালো কাপড় পরা কিছু মানুষ বন্দুক নিয়ে তাক করেছে তাকে গুলি করার জন্য! মিতুল তাদের চিৎকার করে বলছে, "না-না-না, গুলি কোরো না। এটা রূপকথার গল্প, রূপকথার গল্পে কেউ গুলি করে না!"

কালো কাপড় পরা মানুষগুলো সেটা শুনে তার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করে হাসতে লাগল! কি বিশ্রী সেই হাসি!

www.doridro.com

মিতুল রাত্রিবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে মামার জন্য অপেক্ষা করছে। মামার কী হলো কে জানে– প্রথমে বিবিসির খবর শুনলেন, তারপর বিটিভির খবর শুনলেন, এরপর তিনটা প্রাইভেট চ্যানেলের খবর শুনলেন। সবশেষে যখন একটি টক শো শুনতে বসে গেলেন, তখন মিতুল আর ধৈর্য ধরতে পারল না। মামার কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল, "মামা!"

"কী হয়েছে?"

"তুমি বসে বসে কী করছো?"

"কী করছি মানে? টেলিভিশন দেখছি। তাকিয়ে দ্যাখ, যখন টক শো হয়, তখন এই দুজন সব সময় ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। ভারি মজা হয় তখন।"

মিতুল মুখ শক্ত করে বলল, "বুড়ো বুড়ো মানুষের ঝগড়া শোনার আমার কোনো ইচ্ছা নাই। তুমি আসো।"

"আমি? কোথায় আসব?"

"মনে নাই, তুমি যে গল্প শুরু করেছ?"

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "গল্প? আমি? কখন?"

মিতুল অধৈর্য হয়ে বলল, "কাল রাতে! নারীনা নামে একটা মেয়ের গল্প, গুরগিল গুরগানের মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলি দেওয়ার জন্য? মনে নাই?"

"ও আচ্ছা!" মামার মনে পড়ল, "গল্পটা শেষ হয় নাই? আমি তো মনে করেছিলাম শেষ হয়েছে।"

"উঁহু, মামা। মোটেও শেষ হয় নাই। আসো, এক্ষুনি আসো।" বলে মিতুল মামার হাত ধরে টানতে লাগল।

মামা তখন বাধ্য হয়ে মিতুলের সঙ্গে উঠে গেলেন।

মিতুল বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল। মামাও হেলান দিয়ে বসলেন, তারপর খানিকক্ষণ মাথা চুলকালেন। এরপর বললেন, "কতটুকু বলেছিলাম যেন?"

"ওই যে! নারীনা ষোলো ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে গাছের বিচি ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে।"

www.doridro.com

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। যা-ই হোক, পরের সপ্তাহে টগর গাছের ডালে বসে আছে। সকাল গেল, দুপুর গেল..."

"টগর?" মিতুল বলল, "টগরটা আবার কে? বলো পরাগ। মোটেও টগর না, ওর নাম পরাগ!"

"ও আচ্ছা। পরাগ নাম দিয়েছিলাম নাকি? ভুলেই গিয়েছি।" মামা বলতে থাকেন, "যা-ই হোক, পরের সপ্তাহে পরাগ গাছের ডালে বসে আছে, সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হয়ে গেল, তবু নারীনা এল না।

পরাগ ভাবল, কোনো জরুরি কাজের জন্য বুঝি আসতে পারেনি। তাই সে পরের দিন আরও ভোরবেলা গিয়ে আরও উঁচু একটা গাছের ডালে বসে রইল যেন আরও দূরে দেখতে পারে। সেদিনও নারীনা এল না। পরাগের তখন মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল, তার মাথার মধ্যে নানা রকম দুশ্চিন্তা খেলা করতে থাকে। তাহলে কি নারীনা তার ওপর রাগ করেছে? নাকি নারীনার অসুখ করেছে? নাকি অন্য কিছু?

রাত্রিবেলা সে ভালো করে কিছু খেতেও পারল না। তার নানী বলল, "কী রে পরাইগ্যা! তুই খাস না কেন? শরীল খারাপ নাকি?"

"না, নানী, শরীর খারাপ না। শরীর ঠিকই আছে। খেতে ইচ্ছা করছে না।"

"এইটা কী রকম ব্যাপার? শরীল ঠিক থাকলে খাতি ইচ্ছা করবি না কেন? আয়, কাছে আয় মাথাডায় একটু তেল মালিশ কইরা দিই। তয় পেটে খিদা হইব।"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "না, নানী। তেল মালিশ করতে হবে না। মনে আছে, তোমাকে নারীনার গল্প করেছিলাম?"

"মনে তো আছেই। কী হইছে নারীনার?"

"পর পর দুই দিন হয়ে গেল নারীনা আসে না!"

"ও! এই ব্যাপার! এইটা কুনো ব্যাপার নাকি। এইটুক মাইয়ার হাতে সংসারের চাপ। সময় করতি পারে নাই, তাই আসে নাই!"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "না, নানী। নারীনা প্রতি সপ্তাহে আসে। মনে হয় তার কোনো বিপদ হয়েছে!"

"থুঃ থুঃ বালাই ষাট!" নানী মাথা নেড়ে বলল, "বিপদের কথা মুখে আনিস না। কালকেও যদি না আসে গেরামে গিয়া একটু খোঁজ নে।"

"হ্যাঁ, নানী। আমিও সেইটা ঠিক করেছি। কালকে তাদের গ্রামে যাব খোঁজ নিতে।"

পরের দিন পরাগ খুব সকালে গিয়ে একটা গাছের খুব উঁচু ডালে বসে রইল, যখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল আর নারীনা এল না, তখন পরাগ গাছ থেকে

www.doridro.com

নেমে রওনা দিল নারীনার গ্রামের দিকে। আগে সে কখনো যায়নি সেখানে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সে যখন সেই গ্রামে পৌঁছেছে, তখন দেখে একটা জটলা। মানুষের ভিড় ঠেলে সে যখন ভেতরে ঢুকেছে, তখন দেখে একজন মানুষকে শক্ত করে দড়িতে বেঁধে সবাই তার মাথায় কলসি কলসি পানি ঢালছে। সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে এর?"

মানুষটা পরাগের কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল। পরাগ তখন তার বয়সী একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছেলে! সবাই মিলে এর মাথায় পানি ঢালছে কেন?"

ছেলেটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "মাথা গরম হয়ে গেছে তো, সেই জন্য!"

"কেন মাথা গরম হয়েছে?"

"এক লাখ সোনার টাকার দুঃখে।"

পরাগ চোখ কপালে তুলে বলল, "এক লাখ সোনার টাকা?"

"হ্যাঁ।"

"এত টাকা কীভাবে হারাল?"

"হারায় নাই!"

"তাহলে?"

ছেলেটা হাত-পা নেড়ে বলল, "এ হচ্ছে ছুটনি-বুটনির বাবা। এর বাড়িতে ছিল নারীনা।"

"নারীনা!" পরাগ চমকে উঠে বলল, "নারীনা?"

"হ্যাঁ। সেনাপতির লোকজন নারীনাকে নিয়ে গেছে। ছুটনি-বুটনির বাবা এক লাখ সোনার টাকায় বিক্রি করতে পারত–বুঝে নাই! বিক্রি করেছে মাত্র এক শ টাকায়। সেই জন্য মাথা আউলে গেছে।"

পরাগ ছেলেটার কোনো কথাই ভালো করে শুনছিল না! কোনোমতে বলল, "নারীনাকে নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। কী কপাল মেয়েটার, কেউ তারে চিনত না। এখন দশ গ্রামের মানুষ চেনে।"

"নিয়ে গেছে? সত্যি নিয়ে গেছে?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? আমি নিজের চোখে দেখেছি। ষোলো ঘোড়ার একটা গাড়ি। সেই গাড়ির চাকা পর্যন্ত সোনা দিয়ে তৈরি। ঘোড়ার খুর সোনা দিয়ে বান্ধানো!"

পরাগ হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "নারীনাকে নিয়ে গেছে?"

www.doridro.com

এবার ছেলেটা পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে গো, ছেলে? কোন গ্রামের? নারীনাকে নিয়ে গেছে তো তুমি সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করছো কেন? নারীনা তোমার কী হয়?"

পরাগ বিড়বিড় করে বলল, "কিছু হয় না।"

"তাহলে এত হা-হুতাশ করবা না বলে রাখলাম। নারীনার কথা এখন দশ গ্রাম জানে। কয় দিন পর সারা দেশ জানবে। নারীনার সাথে সাথে আমাদের গ্রামের নাম হবে। দশ জায়গার লোকজন এই গ্রামে আসবে...।"

ছেলেটা বকবক করতে লাগল। পরাগ তার কিছু শুনছিল, কিছু শুনছিল না। তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, কী করবে সে বুঝতে পারছিল না। সে হেঁটে হেঁটে নদীর ঘাটে বসে হাঁটুতে মাথা রেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

তার কান্না শুনে নদীর মাছগুলো তার কাছে ভিড় করে এল। মাঠে যে গরুটা ঘাস খাচ্ছিল সেটা ঘাস খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, আর আকাশে অনেক ওপরে একটা চিল চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল।

পরাগের মতো এরাও নারীনাকে খুব ভালোবাসত।

রাত্রিবেলা পরাগ তার নানীকে বলল, "নানী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"করতি চাইলে কর। কেউ কি তোর মুখ বাইন্ধা রাখছে?"

"নানী, আমি যদি চলে যাই তাহলে তুমি কি একলা একলা থাকতে পারবে?"

নানী বলল, "ওমা! এই পরাইগ্যা কী কথা কয়! তুই যাবি কুনখানে?"

"নানী, আমি ঠিক করেছি নারীনাকে উদ্ধার করতে যাব।"

নানী কিছুক্ষণ পরাগের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইছে। হইছে না?"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "না, নানী। মাথা খারাপ হয় নাই।"

"হইছে। আমি জানি। তোরা পাগলের বংশ। তোর বাপেরও পুরা মাথা খারাপ আছিল। পূর্ণিমার চান উঠলে নদীর ঘাটে বইসা গান গাইত। তার ছেলে তুই– তোরও মাথা খারাপ হইব বিচিত্র কী! কাছে আয়, মাথাডায় একটু তেল মালিশ করে দেই।"

পরাগ মুখ শক্ত করে বলল, "না, নানী। আমার মোটেও মাথা খারাপ হয় নাই। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি আমার যেতেই হবে।"

নানী বলল, "তুই জানস নারীনারে কে নিছে? তুই জানস তার কত সৈন্যসামন্ত? কত অস্ত্রপাতি? কত ক্ষ্যামতা?"

www.doridro.com

"আমি সব জানি। কিন্তু নানী, সেই জন্য তো আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাকে যেতেই হবে, নানী।"

নানী ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোরা পাগলের বংশ। তোদের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে সেইটা কি আর বাইর হয়? হয় না। যা, তুই যা।"

"তুমি কি একলা একলা থাকতে পারবে?"

"শোনো ছেলের কথা! তুই কি আমারে দেইখ্যা রাখস, নাকি আমি তোরে দেইখ্যা রাখি?"

পরাগ বলল, "তুমি কানেও ভালো শোনো না, চোখেও ভালো দেখো না।"

"কী? তুই কী বললি? আমি কানে শুনি না? আমি চইক্ষে দেখি না? তোর এত বড় সাহস, তুই বলিস আমি চইক্ষে দেখি না। আমি এখনো সুইয়ের পিছনে সুতা ঢুকাইতে পারি, তুই জানস–"

"ঠিক আছে, নানী।"

"পরাগ তার নানীর সামনে কয়েকটা আঙুল বের করে রেখে বলল, "বলো দেখি, এইখানে কয়টা আঙুল?"

নানী খ্যাচ করে উঠে বলল, "পরাইগ্যার বাচ্চা পরাইগ্যা, তোর তো সাহস কম না! তুই আমার সামনে আঙুল তুইল্যা দাঁড়াস–তুই মনে করছস আমি বলতে পারমু না? এক শ-বার বলতে পারমু–"

"বলতে পারলে বলো!"

"আমার কি এমুনই খারাপ অবস্থা যে তোর আঙুল দেখে বলতে হবে? আমার নিজের আঙুল নাই?" বলে নানী নিজের একটা আঙুল দেখিয়ে বলে "এক", দুইটা দেখিয়ে বলে "দুই", তিনটা দেখিয়ে বলে "তিন", তারপর পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছস? এখন বিশ্বাস হইছে?"

পরাগ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "নানী, আমি যদি চলে যাই তুমি একলা একলা থাকতে পারবে?"

"এক শ-বার থাকতি পারুম। পারুম না কেন?"

"তাহলে নানী, আমি কাল সকালে বের হই। নারীনারে খুঁজে বের করে তাকে উদ্ধার না করে আমি আর ফেরত আসব না।"

নানী বিড়বিড় করে বলল, "তোরা পাগলের বংশ! পাগলামি করবি, এইটা আর নতুন কী!"

"এইটা পাগলামি না, নানী। এইটা মোটেও পাগলামি না।"

নানী তখন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, এখন ঘুমা।"

www.doridro.com

পরাগ তখন ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, চোখে ঘুম আসে না। শুনে, নানী বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে।

ভোরবেলা যখন পরাগ রওনা দেবে তখন নানী পরাগের মাথায় হাত বুলিয়ে তার হাতে একটা তেলের শিশি ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নে, এইটা রাখ।"

"এটা কী, নানী?"

"তেলের শিশি। এক শ বছরের পুরাতন খাঁটি সরিষার তেল।"

"এটা দিয়ে কী করব?"

"সঙ্গে রাখ। যখন বিপদ-আপদ আসবে তখন মাথায় এক ফোঁটা দিবি। দেখবি বিপদ-আপদ ঠ্যাঙ তুইলা দৌড়াইব। এইটা আসল জিনিস।"

পরাগ তেলের শিশিটা তার পোঁটলার ভেতর রেখে রওনা দিল। যেতে যেতে সে একবার ফিরে তাকাল, দেখল লাঠিতে ভর দিয়ে নানী দাঁড়িয়ে আছে, তার শনের মতো সাদা চুল বাতাসে উড়ছে।

নানী পরাগের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চোখে ভালো দেখে না, তাই ভুল দিকে তাকিয়ে রইল। ভুল দিকে তাকিয়ে একজন ভুল মানুষকে দেখতে দেখতেই তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগলো।

পরাগ তার ছোট পুটুলিটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। নগরের রাস্তার কাছে এসেই সে অবাক হয়ে দেখতে পায় রাস্তার একপাশে হলুদ-লাল ফুলের গাছ। পরাগের মনে আছে, সে নারীনাকে এই গাছের ছোট ছোট বিচি দিয়েছিল। নারীনা যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে একটা একটা বিচি ফেলে গেছে, সেখানে একটা একটা করে গাছ উঠেছে। শুধু যে গাছ উঠেছে তা নয়, সেই গাছে হলুদ-লাল ফুল ফুটেছে। হঠাৎ হঠাৎ বাতাসে যখন সেই ফুল নড়তে থাকে তখন মনে হয় আগুনের শিখা দপদপ করছে।

পরাগ সেই গাছে হাত বুলিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। রাস্তার দুই পাশে নানা ধরনের গাছ, সেই গাছে অনেক রকম ফলমূল। কোনটা খেতে হয়, কোনটা খেতে হয় না সে খুব ভালো করে জানে, বেছে বেছে কিছু খেয়ে সে পেট ভরে নেয়। সারা দিন হেঁটে সে রাত্রিবেলা কোনো একটা সরাইখানাতে বিশ্রাম নেয়। রাত্রিবেলা সরাইখানাতে অনেক রকম মানুষের ভিড়– সে তার মধ্যে গুটিশুটি মেরে শুয়ে শুয়ে মানুষের কথা শোনে। মানুষগুলো অনেক রকম বিষয় নিয়ে কথা বলে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে নারীনার কথা চলে আসে। নারীনাকে কেমন করে ধরে নিয়েছে, তাকে কেমন করে গুরগিল গুরগান বলি দেবে সেই কথা বলতে বলতে সবাই গলার স্বর নিচু করে এদিক-সেদিক তাকায়। চারদিক গিজগিজ করছে গুপ্তচরে, হঠাৎ করে কেউ ভুল করে কিছু বললে বিপদে পড়ে যাবে, সেটা নিয়ে সবার মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক।

www.doridro.com

খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পরাগ আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে শহর পার হয়ে শহরতলীতে আসে। শহরতলীর পর গ্রাম, গ্রামের পর বনজঙ্গল না হয় ধু ধু মাঠ। সে ঠিক পথে যাচ্ছে কি না সেটা সে বুঝতে পারে পথের ধারে সেই গাছগুলো দেখে। দেখতে দেখতে গাছগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, এই গাছগুলো যেমন তাড়াতাড়ি বড় হয়, ঠিক সে রকম তাড়াতাড়ি মরে যায়। পরাগ তাই জানে, যেমন করেই হোক গাছগুলো বেঁচে থাকতে থাকতে তার রাজধানীতে পৌঁছাতে হবে। হেঁটে হেঁটে রাজধানী পৌঁছাতে তার কত দিন লাগবে কে জানে!

দ্বিতীয় দিন সে যখন একটা সরাইখানায় পৌঁছাল, তখন অনেক রাত। সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। পরাগ বারান্দায় একটা ফাঁকা জায়গা বের করে তার পুটুলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। সারা দিন হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে ছিল, মাথাটা পুটুলিতে ছোঁয়ানো মাত্র সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

গভীর রাতে হঠাৎ ভীষণ হইচই শুনে সে জেগে ওঠে। মানুষের ছোটাছুটি, হাঁকডাক, ভীষণ গোলমাল। সে কিছুই বুঝতে পারে না। আবছা অন্ধকারে সে দেখে, হাতে ধারালো তরবারি নিয়ে কিছু মানুষ চিৎকার করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। সরাইখানায় যারা ছিল, তারা নিজেদের মালপত্র নিয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে, দেখে মনে হয় ভয়ানক কিছু বিপদ হয়েছে। পরাগ বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। যখন সে দেখল, সবাই ছুটে পালাচ্ছে, তখন সেও তার ছোট পুটুলিটা নিয়ে একদিকে ছুটতে লাগল।

সে এই এলাকার কিছুই চেনে না, অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সে একদল মানুষের সামনে পড়ে গেল, একজন বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে বলল, "কে? কে যায়?"

পরাগ কী করবে বুঝতে না পেরে চিঁচিঁ করে বলল, "আমি।"

আরেকজন বলল, "চোর! নিশ্চয়ই চোর। ধর চোরের বাচ্চাকে!"

পরাগ কিছু বলার আগেই কয়েকজন মানুষ তাকে খপ করে ধরে ফেলল, কিছু বোঝার আগেই দড়িতে বেঁধে ফেলল। তারপর দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "চল, ব্যাটা চোরের বাচ্চা! বুঝবি আজকে কত মজা!"

পরাগ বলার চেষ্টা করল, "আমি চোর না! আমার নাম পরাগ," কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে চাইল না।

পরাগ টের পেল, তার মতোন আরও কয়েকজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা হয়েছে, সবাইকে টেনে টেনে পুরোনো একটা দালানে এনে ঘুপচি একটা ঘরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার পরও পরাগ টের পেল সেখানে আরও কিছু মানুষ।

www.doridro.com

পরাগ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কোন জায়গা?"

অন্ধকারের ভেতর একজন টিটকিরি মেরে বলল, "এই নবাবের বাচ্চাটা কে? জানে না এইটা কোন জায়গা?"

পরাগ ফিসফিস করে বলল, "আমি বিদেশি মানুষ। এইখানে থাকি না। এইটা কোন জায়গা?"

"এইটা হচ্ছে কয়েদখানা। চোর, ডাকাত, বদমাশদের এইখানে ধরে আনে।"

পরাগ বলল, "কিন্তু আমি তো চোর-ডাকাত-বদমাশ না!"

অন্ধকারের ভেতর কে একজন খেঁকিয়ে উঠল, "আমরা কি চোর-ডাকাত-বদমাশ নাকি?"

"তাহলে ধরে এনেছে কেন?"

"সেইটা একটু পরেই টের পাবে, বাছাধন। সোনার টাকা আছে তো?"

পরাগ বলল, "নাই।"

অন্ধকারে কে যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, "যদি না থাকে তাহলে মাটিতে শেষবার চুমো খেয়ে নাও, সোনারি চান! কাল সূর্য ওঠার আগে তোমারে বাজারের রাস্তায় ঝুলায়ে দেবে। কাক ঠুকরে ঠুকরে তোমার চোখ খাবে–তুমি টেরও পাবা না।" কথা শেষ করে মানুষটা আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল।

অন্ধকারে মানুষটার ভয়ঙ্কর কথা শুনে ভয়ে পরাগের শরীর হিম হয়ে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারা কতক্ষণ বসে ছিল জানে না, একসময় বাইরে কিছু মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

দরজার ফাঁক দিয়ে মশালের আলো ভেতরে উঁকি দেয়, সেই আলোতে পরাগ দেখে ঘুপচি ঘরের ভেতরে নানা ধরনের মানুষ পাংশু মুখে বসে আছে।

ঘটাং করে তালা খোলার শব্দ হলো, তারপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ভারী কাঠের দরজাটা খুলে যায়। পরাগ দেখতে পায়, বাইরে দরজার কাছে একটা টেবিল আর দুইটা কাঠের চেয়ার রাখা হয়েছে। টেবিলে একটা বড় মোমবাতি, কাছেই কয়েকজন মানুষ হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মশাল হাতের মানুষগুলো হঠাৎ একটু তটস্থ হয়ে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করল, তখন দেখা গেল আধবুড়ো একটা মানুষ পা টানতে টানতে আসছে। মশালের আলোতে দেখা যায়, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে আছে, শকুনের ঠোঁটের মতো নাক, কোঠরাগত দুটো চোখ ধিকিধিকি জ্বলছে। মানুষটা একটা চেয়ারে বসে বলল, "আজকে কয়টারে ধরেছিস?"

www.doridro.com

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কুচকুচে কালো একজন বলল, "একুশজন ধরেছি, সুবেদার সাহেব।"

সুবেদার খেকিয়ে উঠল, "মাত্র একুশজন!"

"কী করব, হুজুর? চেষ্টা করেছি কিন্তু ধরা দেয় না–সবাই পালিয়ে যায়।"

"আজকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু মনে থাকে যেন, কাল থেকে তিরিশজনের একটা কম হলে কিন্তু তোর..." আধবুড়ো সুবেদার মুখে কথা শেষ না করে হাত দিয়ে গলা কেটে ফেলার ভঙ্গি করল।

কুচকুচে কালো মানুষটা বলল, "মনে থাকবে, হুজুর।"

"ঠিক আছে, এখন বের কর একটা একটা করে।"

ঘরের ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে একজনকে বের করে আনা হয়, কম বয়সী ভালো ঘরের যুবক, চোখে-মুখে একটা ভ্যাবাচেকার ভাব, দেখে মনে হয় কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

আধবুড়ো সুবেদার ঠোঁট দিয়ে লোল টানার একটা ভঙ্গি করে বলল, "কী করেছিস তুই? খুন?"

"কিছুই করি নাই, হুজুর।"

সুবেদার হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "যদি কিছুই করিস নাই, তাহলে এই রাত-দুপুরে কায়েদখানায় কেন বসে আছিস?"

"বিশ্বাস করেন, হুজুর, আমি কিছুই করি নাই–"

সুবেদার টেবিলে থাবা দিয়ে চিৎকার করে বলল, "খামোশ! মুখ সামলে কথা বলবি, জানোয়ারের বাচ্চা! তুই বলতে চাস আমার সেপাইরা মিছিমিছি তোকে ধরে এনেছে? আমার সেপাইদের দায়িত্বজ্ঞান নাই? কে চোর-ডাকাত-বদমাশ, আর কে ভালো মানুষ তারা চিনে না?"

যুবক মানুষটা এবার আরও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "আমি সেইটা বলি নাই, হুজুর। আমি আসলে, আসলে..." সে কী বলতে গিয়ে কী বলবে বুঝতেই পারে না।

সুবেদার তার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ ছোট ছোট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বল, তোকে কি একটা সুযোগ দেব, নাকি ঝুলিয়ে দেব?"

"একটা সুযোগ দেন, হুজুর।"

"আমি এই শহরের সুবেদার। এই শহরে কোনো চুরি-ডাকাতি নাই কেন জানিস? আমার জন্য! আমি সব চোর, ডাকাত, বদমাশকে সিধে করে রেখেছি। তোকে সিধে করতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"মাপ চাই, হুজুর। আর করব না।"

www.doridro.com

"খালি মুখে মাপ চাইলে হবে না। এক শটা সোনার টাকা গুনে গুনে রাখ, তারপর একটা মুচলেকা লিখে যা।"

"এক 'শটা সোনার টাকা নাই।"

"কতটা আছে?"

"চল্লিশটার মতোন।"

"ঠিক আছে, এখন চল্লিশটা দে। কাল সকালে দিবি বাকি ষাটটা। আর এই কাগজে লেখ–আমি খুনি। আমি অপরাধী। আমি সুবেদার সাহেবের পা ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই জন্মে আর কোনো অপরাধ করিব না। লিখে নিচে সাইন কর।"

মানুষটা পকেট থেকে সোনার টাকা বের করে গুনে গুনে দিয়ে মুচলেখা লিখে মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল।

এভাবে একজন একজন করে মানুষ বের করে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে সুবেদার তাদের ছেড়ে দিতে লাগল। পরাগের কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, সে কেমন করে ছাড়া পাবে বুঝতে পারছিল না। যখন এটা নিয়ে সে উথাল-পাথাল চিন্তা করছে, ঠিক তখন একজন সেপাই তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে এনে সুবেদারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সুবেদার তার কুতকুতে চোখ দিয়ে পরাগের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে লোল টেনে বলল, "আরে! এই পুঁচকে ছোঁড়া কোথা থেকে এসেছে? এত অল্প বয়সে এই ছোঁড়া চুরি-ডাকাতি লাইনে এসেছে? নাকি অন্য কিছু? মাদক ব্যবসা?"

পরাগ ঢোক গিলে বলল, "ওসব কিছুই না। আমাকে ভুল করে ধরে ফেলেছে। আমি আসলে বিদেশি মানুষ। এই শহরেই থাকি না–এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাত্রে সরাইখানায় ঘুমাচ্ছিলাম–"

"ও আচ্ছা, রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্ম? রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? সেনাপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র?"

"জি না। আমি কোনো ষড়যন্ত্র করি না।"

সুবেদার ধমক দিয়ে বলল, "চোপ কর, ব্যাটা বদমাশ। তোর মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি তুই কত বড় ধুরন্ধর। কত টাকা আছে বের কর।"

"আমার কাছে কোনো টাকা নাই।"

সুবেদার সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমার সাথে রং-তামাশা? এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাও খালি হাতে? তোর বাপকে খবর দে।"

"জে, আমার বাবা-মা কেউ নাই।"

"চাচা মামা খালা ভাই?"

www.doridro.com

পরাগ মাথা নাড়ল, "কেউ নাই। খালি একজন নানী আছে, সে চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না।"

সুবেদার প্রচণ্ড রেগে টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "টাকা নাই, পয়সা নাই, কে এই ফকিরনির বাচ্চাকে ধরে এনেছে?"

কুচকুচে কালো মানুষটা ভয়ে ভয়ে বলল, "অন্ধকারে বুঝতে পারি নাই।"

"পোঁটলার ভেতরে কী আছে?"

একজন সেপাই পোঁটলা খুলে দেখল সেখানে কিছু নেই। কয়েকটা ময়লা কাপড়, কিছু গাছের পাতা আর একটা ছোট শিশিতে তেল। সুবেদার তখন আরও রেগে গেল, টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "ফাঁসিতে ঝোলাও এইটাকে!"

"ফা-ফাঁসিতে ঝোলাব?"

"হ্যাঁ। মাঝেমধ্যে দুই-চারটাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হয়, তা না হলে মানুষ ভয় পায় না।"

কুচকুচে কালো মানুষটা বলল, "কিন্তু, বয়স কম। ফাঁসিতে ঝুলালে মানুষজন যদি প্রশ্ন করে–"

সুবেদার টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "আরে গাধা! এর গলা থেকে একটা নোটিশ ঝোলাবি, সেখানে লিখবি এই তরুণ মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক ও অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সে গভীর রাত্রিতে তাহার মাদকের ভাণ্ডার দেখানোর সময় তাহার দলের লোকেরা আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসে। তখন একটি খণ্ড যুদ্ধে অতর্কিত তীরের আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করে।"

কুচকুচে কালো মানুষটা মাথা চুলকে বলল, "গত সপ্তাহে আমরা যে মানুষটাকে ঝুলিয়েছিলাম, সেখানেও এই একই কাহিনী লিখেছিলাম।"

সুবেদার শকুনের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "আগামী সপ্তাহেও যখন আরও একজনকে ঝোলাব তখনো আমরা এই একই কাহিনী লিখব। বুঝেছিস? আমি হচ্ছি এই শহরের সুবেদার। আমি যেই কথা বলব এই শহরের মানুষকে সেই কথা বিশ্বাস করতে হবে। বুঝেছিস?"

কুচকুচে কালো মানুষটা মাথা নেড়ে বলল যে সে বুঝেছে।

পরাগের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তাদের দুজনের কাছেও কোনো টাকা-পয়সা নেই। একজন শুকনো লিকলিকে, অন্যজন যে রকম লম্বা সে রকম মোটা, দেখে মনে হয় একটা ছোটখাটো পাহাড়। মোটা মানুষটাকে দেখে মনে হয় তার চারপাশে কী হচ্ছে সে বুঝতেই পারছে না। সেই তুলনায় লিকলিকে মানুষটা বেশ চালাক-চতুর, কিন্তু

www.doridro.com

তাকে দেখে মনে হলো তাকে যে ফাঁসি দেবে সেটা নিয়ে তার খুব একটা চিন্তা নেই। পরাগ তাকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, তোমার ভয় করছে না?"

"ভয়? কীসের ভয়?"

"এই যে একটু পরে ফাঁসি দেবে?"

"ভয় পাওয়ার কী আছে? আমাকে আগে কতবার ফাঁসি দিয়েছে!"

পরাগ অবাক হয়ে বলল, "আগে ফাঁসি দিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি মরো নাই!"

"নাহ্! দেখতে পাচ্ছ না?"

পরাগ অবাক হয়ে বলল, "সেইটা কেমন করে হয়?"

"ছেলেবেলা থেকে প্র্যাকটিস করছি। আমার ওস্তাদ বলেছিল, বাবা টিটিং..."

"তোমার নাম টিটিং?"

"বাবা-মা অন্য নাম দিয়েছিল, ওস্তাদ নাম দিয়েছে টিটিং। শুকনো ছিলাম তো সেই জন্য। যা-ই হোক, ওস্তাদ বলেছিল–বাবা টিটিং, যদি এই লাইনে কাজ করতে হয় তাহলে দুইটা জিনিস ভালো করে প্র্যাকটিস কোরো। এক. মার খাওয়া, যাকে বলে গণধোলাই সেইটা। আর দুই হচ্ছে, ফাঁসিতে ঝোলা–প্র্যাকটিস করে করে এখন আমি সেইটাও শিখেছি। দুই-চার ঘণ্টা ফাঁসিতে ঝোলালে আমার কিছু হয় না।"

পরাগ চোখ কপালে তুলে বলল, "কিছুই হয় না?"

"কদিন গলাটা একটু লম্বা থাকে, শুকনো জিনিস খেতে সময় লাগে, তার বেশি কিছু না। আমি যে লাইনে কাজ করি সেই লাইনে এইটা সমস্যা না।"

"তুমি কোন লাইনে কাজ করো।"

"চুরিচামারি করি।"

"চুরি?"

"হ্যাঁ।"

"কী চুরি করো?"

টিটিং একটা উদাস ভঙ্গি করে বলল, "যখন যেটা পাই–সোনাদানা, পিতলের বদনা। তবে দিনকাল ভালো না, আগে সপ্তাহে এক দিন কাজ করলেই দিন চলে যেত। এখন কমপক্ষে দুই দিন যেতে হয়।" কথা শেষ করে টিটিং একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

পরাগ তখন পাহাড়ের মতো মোটা মানুষটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে ভাই, তোমাকে যে শুধু শুধু ফাঁসি দিচ্ছে তোমার রাগ হচ্ছে না?"

www.doridro.com

মানুষটা ভালো মানুষের মতো বলল, "নাহ! রাগ হওয়া ভালো না। হজমের গোলমাল হয়।"

"হজমের গোলমাল?"

"হ্যাঁ। আমার বাবা মরে যাওয়ার আগে দুইটা উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল–বাবা ভুটু..."

"ভুটু?"

"হ্যাঁ, মোটা ছিলাম তো, তাই বাবা আদর করে ডাকত ভুটু।"

"বাবা কী বলেছিল তোমাকে?"

"বলেছিল–বাবা ভুটু, দুইটা জিনিস সব সময় মনে রাখবা। এক. খুব ভালো করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। দুই. কোনোদিন রাগ হবা না। এই দুইটা কাজ করলে হজমের গোলমাল হবে না। সত্য কথা, আমি বাবার কথা মনে রেখেছি, আর আমার কখনো হজমের গোলমাল হয় নাই। আমি লোহা-পাথর খেয়ে হজম করে ফেলি।"

পরাগ বলল, "কিন্তু এখন যে তোমাকে ফাঁসি দিয়ে দেবে?"

ভুটু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দিলে আর কী করা যাবে, তবে–"

"তবে কী?"

"শহরে নানা রকম সমস্যা। মানুষজন ফাঁকিবাজ, ভালো করে কাজকর্ম করে না। দড়ির মান খুব খারাপ।"

"দড়ির মান খারাপ?"

"হ্যাঁ। টান দিলেই ছিঁড়ে যায়। মনে হয় আমারে টেনে তুলতে পারবে না।"

"যদি তুলে ফেলে?"

"কপালে যদি থাকে, তাহলে আর কী করা!"

"ভুটু, তোমার এই আলীশান শরীর। এক হাতে যত গোশত দুইটা সেপাইয়ের শরীরে তত গোশত নাই। সেপাইগুলো যখন কাছে আসবে তখন একটা ঘুষি দিলে তারা উড়ে চলে যাবে।"

ভুটু মাথা নেড়ে বলল, "না, না, ছিঃ! এইটা কী বলো?"

"কেন, কী হয়েছে?"

"ঘুষি মারলে ব্যথা পাবে না?"

পরাগ রেগেমেগে বলল, "তোমাকে ফাঁসি দিতে পারে আর তুমি একটা ঘুষি দিতে পারবে না! মাত্র একটা?"

ভুটু মাথা নাড়ল, বলল, "না। কাজটা ঠিক হবে না।"

"তোমার বাবা তো এটা না করে নাই। করেছে?"

www.doridro.com

"সেইটা অবশ্যি না করে নাই, কিন্তু তাই বলে কি মারপিট করা ঠিক?"

পরাগ তখন হাল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসে চিন্তা করতে লাগল কী করা যায়। ঠিক তখন তার নানীর কথা মনে পড়ল। নানী বলেছিল, যখন বিপদে পড়বে তখন মাথায় তার তেলের শিশি থেকে এক ফোঁটা তেল দিতে। এক ফোঁটা তেল দিলে কী হবে কে জানে, কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। পরাগ তখন তার পোঁটলা থেকে তেলের শিশিটা বের করে সেখান থেকে এক ফোঁটা তেল নিয়ে তার মাথায় দিল।

তেলের ফোঁটাটা ঠিক যখন তার চাঁদিতে লাগল, তখন খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। পরাগের মনে হলো হঠাৎ যেন চন্‌ন্‌ করে শরীরের সব রক্ত তার মাথায় চলে এসেছে। তার চোখ, মুখ, কপাল গরম হয়ে উঠল আর কান দুটো থেকে ভাপ বের হতে লাগল। শুধু তাই না, হঠাৎ করে তার মাথাটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু তাই না, তখন তার মাথায় এক শ' একটা আইডিয়া কিলবিল কিলবিল করতে লাগল। সে হাতে কিল দিয়ে বলল, "পেয়েছি!"

কাছেই টিটিং বসে তার গলাটা মালিশ করছিল। সে পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী পেয়েছ?"

"বুদ্ধি।"

"কিসের বুদ্ধি?"

"কেমন করে এই ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচা যায়।"

"কেমন করে?"

"আমি যখন রওনা দিই তখন এই পোঁটলায় করে ঘুমঘুমালি গাছের পাতা নিয়ে এসেছিলাম।"

টিটিং বলল, "কী গাছের পাতা?"

"ঘুমঘুমালি। এই গাছের পাতার ধোঁয়া নাকে লাগলেই মানুষ ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়।"

টিটিং চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

টিটিং চোখ বড় বড় করে বলল, "এই গাছের পাতা পেলে তো আমার কোনো চিন্তা নাই। যখন চুরি করার জন্য গৃহস্থের বাড়িতে যাই, সারাক্ষণ টেনশন কখন গৃহস্থের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমঘুমালি গাছের পাতা থাকলে তার ধোঁয়া দিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারব।"

পরাগ বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে আমি এই গাছের পাতা দেব, কিন্তু এক শর্তে।"

"কী শর্ত?"

www.doridro.com

"তার আগে বলো, তুমি কি বিড়ি-সিগারেট খাও?"

"আরে, আমি চোর মানুষ, বিড়ি-সিগারেট না খেলে চলে? মাঘ মাসের শীতে যখন বের হতে হয়, শরীরে সরিষার তেল মেখে বিড়িতে দুইটা টান দিতে হয়–"

"ঠিক আছে। তাহলে আমি তোমাকে ঘুমঘুমালি পাতা দিয়ে একটা বিড়ি তৈরি করে দেই। তুমি সেই বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়াটা সেপাইদের নাকে ছাড়বে। পারবে না?"

টিটিংয়ের চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, বলল, "আরে, এইটা না পারার কী আছে! বানাও বিড়ি।"

পরাগ তাড়াতাড়ি তার পোঁটলা থেকে ঘুমঘুমালি গাছের পাতা বের করে সেটা পাকিয়ে একটা বিড়ির মতো তৈরি করে টিটিংয়ের হাতে দিয়ে বলল, "কিন্তু, টিটিং, সাবধান! ঘুমঘুমালির ধোঁয়া যেন তোমার নিজের নাকে না যায়।"

টিটিং মাথা নেড়ে বলল, "যাবে না। তোমার কোনো চিন্তা নাই। তুমি শুধু একটা কাজ করো।"

"কী কাজ?"

"ভুটুকে নিয়ে একটু দূরে থাকো।"

"ঠিক আছে।"

পরাগ তখন ভুটুকে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গেল, তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য কোন জিনিসটা কীভাবে চিবিয়ে খেতে হয় সেটা নিয়ে ভুটুর সঙ্গে একটা লম্বা আলোচনা শুরু করল।

টিটিং বিড়িটা তার কানে রেখে সেপাইদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে, সেপাই সাহেবেরা।"

একজন সেপাই বলল, "কী হলো?"

"আমাদের কখন ঝোলাবেন?"

"এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন! দড়িতে মাখন লাগাচ্ছি, মাখন লাগানো শেষ হলেই ঝোলাব।"

"মাখন কেন লাগাতে হয়?"

"দড়িটা নরম আর মোলায়েম করার জন্যে যেন তোদের গলায় কষ্ট না হয়।"

টিটিং বলল, "সেপাই সাহেব!"

"কী হলো?"

"মরার আগে একটা শখ ছিল।"

"কী শখ?"

"বোয়াল মাছের পেটি দিয়া এক পেট ভাত খেতে চাচ্ছিলাম।"

সেপাইটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, "শখ দেখো হতভাগার!"

www.doridro.com

"তাহলে কই মাছ দিয়ে?"

"না। না।" সেপাই মাথা নেড়ে বলল, "এই মাঝরাতে কোনো খানাপিনা নাই।"

"তাহলে এক গ্লাস ঘোলের শরবত?"

সেপাইটা ইতস্তত করে বলল, "এত রাতে ঘোলের শরবত কোথায় পাব!"

টিটিং তখন বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে কি একটা বিড়ি খেতে পারি?"

"বিড়ি? বিড়ি খাবি?"

"জে।"

"খা।"

টিটিং বলল, "সেপাই সাহেব, বিড়ি আমার কাছেই আছে, শুধু যদি আগুনটা দিতেন–"

তখন সেপাই দুজন হাতের মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। পরাগ চোখের কোনা দিয়ে দেখল টিটিং মশালের আগুনে বিড়িটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়েছে সেপাইদের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতোন প্রথমে একজন সেপাই তারপর আরেকজন ধড়াস করে পড়ে গেল। শুধু যে পড়ে গেল তাই না, মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে তারা রীতিমতো নাক ডাকাতে লাগল!

টিটিং তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। মাথা নেড়ে বলল, "কী আচানক দৃশ্য!"

পরাগ বলল, "চলো, আমরা পালাই।"

ভুটু বলল, "পালাব?"

পরাগ বলল, "তুমি যদি পালাতে না চাও পালিয়ো না, আমি পালাচ্ছি।"

টিটিং বলল, "আগেই যেয়ো না। আমাকে তোমার ঘুমঘুমালি গাছের পাতা দিয়ে যাও!"

"আগে এখান থেকে সরে পড়ি! এদের যদি ঘুম ভেঙে যায়, বিপদ হবে।"

"সেইটা ঠিক বলেছ।"

পরাগ আর টিটিং যখন চলে যাচ্ছে তখন ভুটু বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"তোমাদের সাথে। একা একা আমার ভয় করে।"

পরাগ একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, কিসের ভয়, কার ভয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না।

রাত পোহানোর আগেই তিনজন শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেল।

www.doridro.com

রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে তিনজন ঘুমিয়ে রাত কাটাল। খুব ভোরবেলা পরাগের ঘুম ভেঙে গেল একটা গর্জন শুনে। ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারল গর্জনটা আসছে ভুটুর নাক থেকে। একজন মানুষ এত জোরে নাক ডাকতে পারে পরাগ নিজের চোখে না দেখলে এবং নিজের কানে না শুনলে কোনো দিনই বিশ্বাস করত না। পরাগ উঠে বসে একটা গাছে হেলান দিয়ে দেখে টিটিং বসে আছে, সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। পরাগ ডাকল, "টিটিং!"

টিটিং বলল, "উঁ।"

"তুমি ঘুমাওনি?"

"ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ভুটুর নাক ডাকার শব্দে জেগে বসে আছি।"

পরাগ তার ব্যাগটা খুলে কিছু গাছের পাতা বের করে টিটিংয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নাও ঘুমঘুমালি পাতা। আমার এখন রওনা দিতে হবে।"

টিটিং পাতাগুলো হাতে নিয়ে বলল, "এখনই? কোথায় যাবে? এত তাড়া কিসের?"

"রাজধানীতে যাব। আসলে তাড়া আছে।" পরাগ পোঁটলাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভুটু ঘুম থেকে উঠলে তাকে বলে দিয়ো যে আমি চলে গেছি।"

টিটিং বলল, "দাঁড়াও! দাঁড়াও। আগেই রওনা দিয়ো না। আমার কয়দিনের জন্য গা ঢাকা দিতে হবে–আমিও যেতে পারি তোমার সাথে।"

পরাগ আগ্রহ নিয়ে বলল, "যেতে চাইলে চলো। কিন্তু তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"কী কথা?"

"তুমি পথেঘাটে চুরি করতে পারবে না।"

টিটিং চোখ কপালে তুলে বলল, "সেকি! আমি যদি আমার জাত ব্যবসা না করি বেঁচে থাকব কীভাবে?"

www.doridro.com

পরাগ বলল, "সেটা আমি জানি না। কিন্তু তুমি যদি চুরি করো তাহলে আমি তোমার সাথে যাব না। চুরি করবে তুমি আর আমাকেও ধরে ফেলবে তোমার দলের লোক মনে করে! তখন কী হবে? তুমি গণপিটুনি খাওয়া প্র্যাকটিস করেছ, ফাঁসিতে ঝোলা প্র্যাকটিস করেছ, তোমার কিছু হবে না, আমি মরে ভূত হয়ে যাব।"

টিটিং মাথা চুলকে বলল, "সেটা অবশ্য ভুল বলো নাই। কিন্তু চুরি না করলে খাব কী?"

"আমি চুরিচামারি করি না–আমার কী খাওয়ার সমস্যা হচ্ছে?" পরাগ তার পোঁটলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, "যা-ই হোক, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি গেলাম।"

এ রকম সময়ে ভুটুর নাক ডাকার শব্দ একটু কমে গেল, সে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"কিছু হয় নাই।" পরাগ বলল, "আমি যাচ্ছি।"

"অ।" বলে আবার ভুটু ঘুমিয়ে গেল। আবার তার বাঘের গর্জনের মতো নাক ডাকার শব্দ শোনা যেত লাগল।

টিটিংয়ের চোখ হঠাৎ বড় বড় হয়ে ওঠে, সে পরাগের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে!"

"কী আইডিয়া?"

"কিন্তু সেই আইডিয়া কাজে লাগাতে হলে ভুটুকে সাথে নিতে হবে।"

পরাগ ভুটুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভুটুকে কেমন করে নেবে? দেখছো না ঘুমাচ্ছে।"

"ওকে ডেকে তুলি, দাড়াও।"

টিটিং অনেক কষ্টে ভুটুকে ডেকে তুলল। ভুটু চোখ কচলে বলল, "কী হয়েছে?"

"চলো। কাজ আছে।"

"কোথায় যাব?"

"রাজধানী।"

"অ।" বলে ভুটু আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছিল, টিটিং অনেক কষ্টে তাকে জাগিয়ে রাখল, বলল, "এখন উঠে যাও, ভুটু, কাজ আছে।"

"কাজ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি তো কোনো কাজ পারি না।"

www.doridro.com

টিটিং বলল, "পারবে না কেন? এক শ-বার পারবে। কী করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেব।"

"ঠিক আছে তাহলে।"

ভুটু শরীর মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাই তুলে বলল, "বলো কী করতে হবে।"

টিটিং জঙ্গলের ভেতর খোঁজাখুঁজি করে একটা মোটা গাছের লাঠি নিয়ে এসে ভুটুর হাতে দিয়ে বলল, "এইটা হাতে নাও।"

ভুটু লাঠিটা হাতে নেয়। এমনিতেই পাহাড়ের মতো মানুষ, এই বিশাল লাঠি হাতে তাকে রীতিমতো ভয়ঙ্কর দেখায়। টিটিং মাথা ঘুরিয়ে কয়েকবার দেখে সন্তুষ্টির শব্দ করল। বলল, "এখন চলো।"

পরাগ এতক্ষণ কোনো শব্দ করেনি, এবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ।"

"রাজধানীর রাস্তায়।"

"কেন?"

"রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকব। যখন দেখব একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে তখন ভুটু এই লাঠি নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াবে। গাড়ি যখন থামবে তখন আমি বলব– এইটা হচ্ছে বিখ্যাত ডাকাতসর্দার ভুট ভোটং! যা কিছু আছে দাও। সব মালপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে সেই ঘোড়ার গাড়ি করে আমরা রাজধানী চলে যাব!"

পরাগ চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে, কী বললে তুমি? তুমি ডাকাতি করবে?"

"সমস্যাটা কোথায়? তুমি বলেছ চুরি করতে পারব না। ডাকাতি করতে পারব না তো বলোনি? বলেছ?"

পরাগ হতবাক হয়ে টিটিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে সত্যি সত্যি টিটিং এ রকম একটা কথা বলেছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো শব্দই বের হলো না।

টিটিং কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভুটুকে বলল, "ভুটু, চলো আমার সাথে। তোমার কিছুই করতে হবে না। শুধু লাঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

ভুটু ঘুম-ঘুম চোখে বলল, "শুধু দাঁড়িয়ে থাকব?"

"হ্যাঁ। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব।" বলে টিটিং ভুটুর হাত ধরে রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে।

পরাগ বলল, "আমি তোমাদের সাথে নাই। আমি আমার মতো করে যাচ্ছি। আমি কোনো চোরের দলেও থাকব না, ডাকাতের দলেও থাকব না।"

www.doridro.com

টিটিং বলল, "তুমি চাও আর না-ই চাও তুমি চোরের দলের সাথে আছ। ডাকাতের দলের সাথেও আছ!"

পরাগ বলল, "না, আমি নাই।"

টিটিং বলল, "হ্যাঁ। তুমি আছ।"

পরাগ বলল, "আমি আমার মতোন আছি! তোমরা তোমাদের মতো করে থাকো।"

টিটিং বলল, "হেঁটে হেঁটে রাজধানীতে পৌছাতে তোমার এক মাস লেগে যাবে। এভাবে আমরা তিন দিনে পৌছে যাব। আসো আমাদের সাথে।"

"না, আমি আসব না।"

কথা বলতে বলতে তারা রাস্তার কাছে পৌছে গেল। পরাগ দেখল, দূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পথে ধুলা উড়িয়ে গাড়িটা এদিকে আসছে। টিটিং বলল, "ওই দেখো একটা গাড়ি আসছে! আমাদের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। ভুটু, তুমি তাড়াতাড়ি রাস্তার মাঝখানে লাঠি হাতে দাঁড়াও। মুখটা ভয়ঙ্কর করে রাখো, একেবারে হাসবে না।"

ভুটু মুখটা ভয়ঙ্কর করে লাঠি হাতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। টিটিং পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘোড়ার গাড়িতে যারা আছে তারা এখন আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে দেখেছে! তুমি এখন আমাদের দলের হয়ে গেছ!"

"হই নাই।"

"হয়েছ।"

পরাগ রেগেমেগে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে বুঝতে পারল আসলে টিটিং সত্যি কথাই বলছে! ঘোড়ার গাড়িতে যারা আছে তারা সবাই তাকে টিটিং আর ভুটুর সঙ্গে দেখে ফেলেছে! ধরেই নিয়েছে তিনজন এক দলের। সে আসলেই চোরের দল আর ডাকাতের দলের মানুষ হয়ে গেল। এ রকম বিপদে কি মানুষ পড়ে? তার ইচ্ছে করল গলা ছেড়ে কাঁদে।

ঠিক তখন তার পোঁটলার ভেতর নানীর তেলের শিশির কথা মনে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি শিশিটা বের করে সেখান থেকে এক ফোঁটা তেল নিয়ে তার মাথায় দিল। তেলের ফোঁটাটা যখন তার চাঁদিতে স্পর্শ করল তখন মনে হলো চন্‌ন্‌ করে মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তার চোখ-নাক-মুখ গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। কান দুটো লাল হয়ে সেখান থেকে ভাপ বের হতে থাকে। হঠাৎ করে তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এখন কী করতে হবে পরাগ সেটা পরিষ্কার বুঝে ফেলে।

পরাগ তেলের শিশিটা পোঁটলায় রেখে টিটিং আর ভুটুর দিকে এগিয়ে গেল।

www.doridro.com

ঘোড়ার গাড়িটা তখন কাছাকাছি চলে এসেছে। ভুটু রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে, তাই গাড়ির সহিস রাশ টেনে গাড়ি থামাল। গাড়িতে বসে থাকা মানুষজন উদ্বিগ্ন মুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। টিটিং এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোমরা কি বিখ্যাত ডাকাতসর্দার ভুট ভোটংয়ের নাম শুনেছ?"

একজন মানুষ শুকনো মুখে বলল, "কেন, কী হয়েছে?"

পরাগ তখন লাফিয়ে সামনে গিয়ে বলল, "তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের তিনজনকে তোমাদের গাড়িতে তুলে নাও। আমাদের ভুটুকে দেখলে ভুট ভোটং কিংবা অন্য কোনো ডাকাতের দল তোমাদের গাড়ি ডাকাতি করতে আসবে না।"

গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে থাকা মানুষটার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "এক শ-বার! এক শ-বার তোমাদের তুলে নেব। সেই দক্ষিণ থেকে রেশমি কাপড় আর মুক্তার চালান নিয়ে যাচ্ছি, মনের মধ্যে ভয়, কখন ডাকাত পড়ে!"

গাড়ির ওপরে বসে থাকা সহিস বলল, "তোমাদের দেখে ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি ডাকাতি করার জন্য আমাদের গাড়ি থামাচ্ছ। যা ভয় পেয়েছিলাম!"

টিটিং এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, মুখ গম্ভীর করে বলল, "তোমরা আমাদের ডাকাত ভেবেছ? ছিঃ ছিঃ! আমাদের দেখে ডাকাত মনে হয়?" তারপর পরাগকে দেখিয়ে বলল, "এ রকম মাসুম বাচ্চাকে নিয়ে কেউ কখনো ডাকাতি করে? শুনেছ কখনো?"

গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে থাকা সওদাগর বলল, "আরে ভাই, রাগ করো কেন! তোমরা তিনজন উঠে আসো গাড়িতে।"

টিটিং বলল, "আগেই ঠিক করে নিই। তোমাদের গাড়িটি নিরাপদে রাজধানী পৌঁছে দেব, তার জন্য দেবে চার শ সোনার টাকা। আমার দলের দুজন এক শ টাকা করে দুই শ। আমি দলের নেতা, আমাকে দুই শ।"

সওদাগর মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ভাই, আরেকটু কমাও, পঞ্চাশ করে তিন জন দেড় শ। তোমাকে আরও কুড়ি টাকা বেশি।"

"পঞ্চাশ টাকা!"

"তিরিশ টাকা।"

"চল্লিশ টাকা।"

"পঁয়ত্রিশ টাকা।"

পরাগ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর দরদাম করতে হবে না। টিটিং, আমার ভাগ থেকে আমি বাকিটা দিয়ে দেব। চলো, রওনা দিয়ে দিই।"

www.doridro.com

সওদাগর বলল, "চলো।"

টিটিং বলল, "আরও একটা কথা।"

"কী কথা?"

"রাজধানীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের।"

"সেটা কি আর বলতে হয়? এক গাড়িতে যাব, খাওয়া-দাওয়া কি আলাদা হবে?"

টিটিং বলল, "তবু বলে রাখলাম। আমাদের ভুটুর কিন্তু অনেক খেতে হয়। খিদে লাগলে সে তোমার ঘোড়ার গাড়ি খেয়ে ফেলবে। সে লোহা খেয়ে হজম করে ফেলে, পাথর খেয়ে হজম করে ফেলে!"

সওদাগর বলল, "তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। খিদে লাগলে বলো, ভালো সরাইখানাতে থেমে ভালোমতো খেয়ে নেব। খানেওয়ালা মানুষকে খাওয়াতেও আনন্দ! তাদের খাওয়া দেখাও একটা আনন্দ!"

ভুটুকে গাড়ির ওপরে সহিসের পাশে বসানো হলো। টিটিং বসল সওদাগরের পাশে। পরাগ বসল জানালার পাশে। সে রাস্তার পাশে আগুনের শিখার মতো জ্বলতে থাকা হলুদ-লাল ফুলের গাছ দেখতে দেখতে যেতে চায়।

চার ঘোড়ার গাড়িটা যখন আবার ছুটতে থাকে তখন পরাগ বুঝতে পারল, টিটিংয়ের একটা কথা সত্যি, হেঁটে হেঁটে রাজধানীতে পৌঁছাতে সত্যি সত্যি তার এক মাস লেগে যেত। এই গাড়িতে করে এখন দুই-তিন দিনে পৌঁছে যাবে। ভাগ্যিস সে তার মাথায় নানীর দেওয়া তেলের শিশি থেকে এক ফোঁটা তেল দিয়েছিল! তা না হলে কী সর্বনাশ যে হতো!

সারা দিন গাড়ি ছুটিয়ে বিকেলের দিকে তারা যখন একটা গহিন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের প্রথমবার একটা ডাকাতের দল আক্রমণ করল। রাস্তার মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে ডাকাতেরা অপেক্ষা করছিল, গাড়িটা থামতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে হইহই করতে করতে লাঠিসোটা তলোয়ার দা চাকু কিরিচ বল্লম কোচ নিয়ে অনেকগুলো ডাকাত গাড়িটা ঘিরে ফেলল। তারা লাঠিসোটা দিয়ে গাড়িতে বাড়ি মারতে থাকে, টানাটানি করে দরজা খুলে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে।

সওদাগর জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, "কে? তোমরা কে?"

ডাকাতের দল হইহই করে বলল, "আমাদের দেখে বোঝ না আমরা কে? এক কোপ দিয়ে গলা ফেলে দেব।"

সওদাগর গর্জন করে বলল, "চুপ কর, ব্যাটা বদমাশের দল। তোরা জানিস, এই গাড়িতে কে আছে?"

www.doridro.com

ডাকাতের দল ভয়ে ভয়ে বলল, "কে আছে?"

"একবার তাকিয়ে দেখ সহিসের পাশে কে বসে আছে। দেখে যদি ভয়ের চোটে তোদের কাপড় নষ্ট হয়ে যায় আমাকে দোষ দিবি না।"

গাড়ির ছাদে সহিসের পাশে বসে থাকতে থাকতে ভুটুর চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। নিজের অজান্তেই সে একটা হাই তুলল, আর ভুটুর সেই খোলা মুখ দেখে ডাকাতের দল লাফিয়ে দুই পা পেছনে সরে গেল। সওদাগর গর্জন করে বলল, "আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যে যদি গাছের গুঁড়ি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে না দিস তাহলে আমি চাবকে তোদের প্রত্যেকের পেছনের চামড়া তুলে দেব।"

ডাকাতদলের সর্দার আমতা আমতা করে বলল, "ইয়ে, মানে, গাছের গুঁড়িটা এনে বসাতে আমাদের কাল ঘাম বের হয়ে গেছে! এত তাড়াতাড়ি কি সরাতে পারব?"

সওদাগর গর্জন করে বলল, "আবার মুখের ওপর কথা! এক্ষুনি রাস্তা পরিষ্কার শুরু কর বলছি।"

ডাকাতের দলটা প্রায় ছুটে রাস্তার সামনে গেল গাছের গুঁড়িটা সরাতে। ডাকাতের সর্দার মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "হুজুর, ভুলত্রুটি মাপ করে দেবেন। আমরা গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দিচ্ছি, আপনি শুধু বড় ওস্তাদকে শান্ত রাখেন।"

বড় ওস্তাদ বলতে ভুটুকে বোঝাচ্ছিল–ডাকাতের দল একবারও বুঝতে পারেনি তাদের বড় ওস্তাদ শান্তই আছে এবং সে সব সময়ই শান্ত থাকে! গাড়ির ছাদে সহিসের পাশে বিশাল একটা হাই তুলে আবার যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে ডাকাতের দল সেটাও অনুমান করেনি।

টানা তিন দিন ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত যখন রাজধানীতে পৌঁছাল, তখন সেখানে অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজধানীতে ঢোকার জন্য বিশাল গেট। সেটা বন্ধ, তাই কেউ ঢুকতেও পারছে না, বেরও হতে পারছে না। গেটের সামনে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ভোরবেলা গেট খোলা হলে ভেতরে ঢুকবে।

পরাগ, টিটিং আর ভুটু গাড়ি থেকে নেমে সওদাগরের কাছ থেকে বিদায় নিল। সওদাগর তাদের বুকে জড়িয়ে বলল, "ভাই, তোমরা ছিলে বলে আমি আমার মালসামান নিয়ে অনেক শান্তিতে চলে এসেছি। চোর-ডাকাত কোনো উৎপাত করতে পারে নাই।"

টিটিং মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি, সেই দায়িত্ব পালন তো করতেই হবে।"

www.doridro.com

সওদাগর বলল, "মহাজনপট্টিতে আমার একটা দোকান আছে। তোমাদের দাওয়াত থাকল। যখন সময় হবে চলে এসো।"

টিটিং বলল, "আসব! নিশ্চয়ই আসব।" তারপর সে নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল–যেই হাসিটা পরাগের একেবারেই পছন্দ হলো না! টিটিংকে ঘুমঘুমালি গাছের পাতা দেওয়াটা মনে হয় একেবারেই ঠিক হয়নি।

সওদাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনজন বিশাল গেটের সামনে দাঁড়াল। গেটটা বন্ধ। তারা কী করবে–সেটা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছে, তখন ভুটু অনেকটা না বুঝেই গেটে একটা ধাক্কা দিয়েছে এবং সেই ধাক্কায় গেটের ছিটকানি ভেঙে গেটটা খুলে গেল। গেটের অন্য পাশে প্রহরীরা তাদের অস্ত্রপাতি নিয়ে হইহই করে ছুটে এল। চিৎকার করে বলল, "কে, কে ছিটকানি ভেঙেছে?"

টিটিং মাথা চুলকে বলল, "আসলে বুঝতে পারি নাই! আমার বন্ধু গেটটা একটু ধাক্কা দিয়েছে।"

প্রহরীদের দলপতি ধমক দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভুটুর বিশাল শরীর দেখে শেষ পর্যন্ত ধমক দেওয়ার সাহস পেল না। মিনমিন করে বলল, "তোমরা কী চাও?"

পরাগ বলল, "আমরা আসলে অনেক দূর থেকে এসেছি। রাজধানীতে ঢুকতে চাই।"

"কাগজপত্র আছে?"

পরাগ অবাক হয়ে বলল, "কাগজপত্র? কিসের কাগজপত্র?"

"রাজধানীতে ঢুকতে কাগজপত্র লাগে জানো না? রাজধানীতে রাজা থাকে, রানী থাকে, আমাদের সেনাপতি থাকে, মন্ত্রীরা থাকে–এখানকার একটা নিরাপত্তা আছে না? আমরা কি যেকোনো মানুষকে ঢুকতে দিতে পারি? যদি চোর-ডাকাত ঢুকে যায়!"

টিটিং গরম হয়ে বলল, "চোর? আমাদের দেখে কি চোর মনে হচ্ছে?"

প্রহরীদের দলপতি বলল, "আমরা এত তর্কবিতর্কে যেতে চাই না। সোজা কথা, কাগজপত্র ছাড়া এই গেটের ভেতর দিয়ে একটা মাছিও যেতে পারবে না।"

পরাগ বলল, "আমরা কাগজপত্র কোথায় পাব? কী লেখা থাকে সেই কাগজপত্রে?"

প্রহরীর দলপতি মাথা চুলকে বলল, "অনেক কিছু লেখা থাকে।"

"কে দেয় সেই কাগজ?"

"আমাদের সেনাপতি গুরগিল গুরগান।"

"কিন্তু সেটা নেওয়ার জন্য আমাদের রাজধানীতে যেতে হবে?"

www.doridro.com

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সেটা না থাকলে আমরা রাজধানীতে ঢুকতে পারব না?"

"না।"

"তাহলে আমরা কেমন করে সেটা পাব?"

প্রহরীদের দলপতি ব্যাপারটা একটু চিন্তা করার চেষ্টা করল, কিন্তু যেহেতু তার মোটেও কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস নেই তাই তার মাথা গরম হয়ে গেল। সে সবাইকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়ে বলল, "আমি এত কিছু জানি না। আমি আজ সাত বছর থেকে এই গেটে পাহারা দিচ্ছি, কাগজপত্র ছাড়া একজনকেও ঢুকতে দেই নাই।"

পরাগ খুবই মন খারাপ করে বের হয়ে এল। রাজধানীতে এসে সে যদি ভেতরে ঢুকতেই না পারে তাহলে কেমন করে হবে? কোনো একটা বুদ্ধি বের করার জন্য সে তার পোঁটলা থেকে নানীর দেওয়া তেলের শিশিটা বের করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখে বিশাল গেটের দুই পাশে কোনো দেয়াল নেই, সেখানে পুরোপুরি ফাঁকা এবং সেদিক দিয়ে লোকজন যাচ্ছে-আসছে।

মাথায় করে কাপড়ের একটা বোঝা নিয়ে একজন মানুষ ভেতরে ঢুকছিল, পরাগ তাকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "ভাই! আপনি কি রাজধানীতে ঢুকছেন?"

মানুষটা বিরক্ত হয়ে বলল, "তা না হলে কোথায় ঢুকছি?"

"কিন্তু এই গেট দিয়ে না ঢোকার নিয়ম?"

মানুষটা মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল, "আমরা এত নিয়ম-কানুন জানি না! জন্মের আগে থেকে আমরা এদিক দিয়ে ঢুকি, এদিক দিয়ে বের হই!"

"আমরা কি ঢুকতে পারব?"

"পারবে না কেন? তোমরা কি লুলা না কানা যে এদিক দিয়ে যেতে পারবে না?"

পরাগ আর কোনো তর্ক করল না। টিটিং আর ভুটুকে ডেকে আনে, দুইটা ছাগল টানতে টানতে একটা মহিলা ভেতরে যাচ্ছিল, তার পেছনে পেছনে তারা রাজধানীতে ঢুকে গেল।

রাজধানীতে ঢুকে পরাগ বেশ অবাক হলো, বেশ রাত হয়েছে কিন্তু তাদের গ্রামের মতো মানুষজন ঘুমিয়ে পড়েনি, দোকানপাট খোলা, রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। পরাগ এতক্ষণ রাস্তার পাশে হলুদ-লাল ফুলের গাছ দেখে দেখে এসেছে, কিন্তু রাজধানীতে ঢোকার পর সেই গাছ গেছে হারিয়ে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কারণে সে ভালো করে দেখতেই পাচ্ছিল না। ইতিউতি করে সে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। তাই দেখে টিটিং জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী খোঁজো?"

www.doridro.com

পরাগ বলল, "না, কিছু না।"

"মিছে কথা বলো না। তুমি কিছু একটা খুঁজছো।"

পরাগ ইতস্তত করে বলল, "ইয়ে, আমি হলুদ-লাল ফুলের এক রকম গাছ খুঁজছিলাম।"

"গাছ!" টিটিং চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি একটা গাছের খোঁজে সেই এত দূর থেকে এই রাজধানী এসেছ? গাছ কি শহরে পাওয়া যায়, নাকি জঙ্গলে পাওয়া যায়?"

"জঙ্গলে পাওয়া যায়।"

"তাহলে শহরের এই রাস্তাঘাট, দোকানপাটের মধ্যে গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?"

পরাগ মাথা চুলকে বলল, "সেটা অনেক বড় কাহিনী।"

ভুটু এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার চোখ বড় বড় করে বলল, "কাহিনী? আমার কাহিনী শুনতে খুব ভালো লাগে। আমাকে বলবে তোমার কাহিনীটা? কাহিনীটা কি দুঃখের? নাকি আনন্দের? দুঃখের কাহিনী শুনলে আমার চোখে পানি এসে যায়!"

টিটিং বলল, "কাহিনীটা আমাদের বলো। দেখি আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি না।"

পরাগ বলল, "ঠিক আছে, তোমাদের বলব। কিন্তু আগে আমাকে সেই হলুদ-লাল ফুলের গাছ খুঁজে বের করে দাও।"

"ঠিক আছে। কালকে তোমাকে হলুদ-লাল ফুলের গাছ খুঁজে বের করে দেব।" টিটিং বলল, "এখন চলো, কোনো একটা সরাইখানায় গিয়ে খাই। খেয়ে ঘুমাই।"

খাওয়ার কথা শুনে ভুটু বলল, "হ্যাঁ। চলো, খাই। এই কদিন শান্তিমতো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারি নাই।"

রাত্রিবেলা যখন তিনজন খেয়ে শুতে গেছে, তখন কিছুক্ষণের ভেতরেই ভুটু মেঘের গর্জনের মতো আর টিটিং বাঁশির মতো নাক ডাকতে লাগল। শুধু পরাগের চোখে ঘুম আসছিল না। এই শহরে কোনো একটা জায়গায় নারীনাকে আটকে রেখেছে। কেমন আছে নারীনা?

ঠিক এই রকম সময়ে নারীনা তার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। নারীনাকে দেখলে এখন আর কেউ চিনতে পারবে না। প্রতিদিন সকালে তাকে দুধ দিয়ে গোসল করানো হয়। তারপর চারজন মহিলা তার

www.doridro.com

দুই হাত আর দুই পায়ের নখ পালিশ করে। একজন মহিলা তার চুল আঁচড়ে দেয়, আরেকজন মহিলা তার মুখে হলুদবাটা, দুধের সর–এগুলো মাখিয়ে রাখে। দুপুরবেলা হালকা গরম সুগন্ধি পানিতে তাকে আরও একবার গোসল করিয়ে তাকে নরম মখমলের কাপড় পরিয়ে রাখে। দুপুরে তাকে কোনো দিন কবুতরের মাংস দিয়ে যবের রুটি, কোনো দিন হরিণের মাংস দিয়ে বাসমতী চালের ভাত, কোনো দিন গলদা চিংড়ি দিয়ে পোলাও খেতে দেয়। বিকেলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তখন চামড়ের পাখা দিয়ে দুজন বড় বড় মহিলা তাকে বাতাস করতে থাকে। বিকেলে আঙুরের রস দিয়ে সাত রকম পিঠা খেতে দেয়। তখন ছয়জন মহিলা তাকে নানা গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেয়। রাতে তাকে হাঁসের মাংস না হয় স্যামন মাছ, না হয় পাহাড়ি ছাগলের কাবাব আর তার সঙ্গে সুগন্ধি চালের পোলাও খেতে হয়। রাত্রিবেলা তাকে রেশমের কাপড় পরিয়ে সবাই মিলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

দুই দিনের ভেতরই নারীনার মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা, তিন দিনের দিন সকালবেলা তাকে যখন দুধ দিয়ে গোসল করাতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে দুধের বড় ঘটিটা হাতে নিয়ে বলল, "খবরদার! কেউ কাছে আসবে না। যদি আমার কাছে আসো, তাহলে এই পিতলের ঘটি আমি তোমাদের মাথায় ছুড়ে মারব।"

যে মহিলাগুলো তাকে দুধ দিয়ে গোসল করাতে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ভয় পেয়ে পেছনে সরে গিয়ে বলল, "সর্বনাশ! এই ঘটিটা ছুড়ে মেরো না। এটা পিতলের ঘটি না, এটা সোনার ঘটি!"

"হোক এটা সোনার ঘটি! এটা দিয়েই আমি তোমাদের মাথা ফাটাব।"

যে মহিলাটার সাহস একটু বেশি সে বলল, "কেন তুমি আমাদের মাথা ফাটাতে চাইছ?"

"কেন চাইব না? কোনো দিন শুনেছ কাউকে দুধ দিয়ে গোসল করতে? তোমাদের ধরে দেব জোর করে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে? তুমি জানো, দুধ দিয়ে গোসল করলে শরীর কী রকম আঠা-আঠা হয়ে যায়? শরীর থেকে কেমন বিদঘুটে গন্ধ বের হয়?"

মহিলাটা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না।"

"ঠিক আছে, তাহলে জেনে রাখো।" নারীনা সোনার ঘটিটা তাক করে ধরে রেখে বলল, "আর আমাকে রাক্ষস পেয়েছ! প্রতিদিন হয় কবুতরের মাংস, তা না হয় হরিণের কাবাব, তা না হয় সুগন্ধি চালের পোলাও! আর যদি এসব খাবার দাও, তাহলে খাবার প্লেট আমি তোমাদের মাথায় ছুড়ে মারব।"

মহিলাগুলো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "সর্বনাশ! তাহলে আমাদের সবার চাকরি চলে যাবে!"

www.doridro.com

"চলে যাক চাকরি।"

"শুধু চাকরি চলে যাবে না, আমাদের গর্দানও চলে যাবে।"

নারীনা বলতে গেল, চলে যাক গর্দান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন তোমাদের গর্দান চলে যাবে?"

"সেনাপতি গুরগিল গুরগান নিজে তোমাকে আদর-যত্ন করে রাখার জন্য বলেছেন!"

নারীনা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "এইটা তোমাদের আদর-যত্নের নমুনা?"

অন্য একজন মহিলা বলল, "আমরা তো তা-ই জানতাম। আমাদের সব রাজকন্যা তো এভাবেই থাকে।"

নারীনা বলল, "আমি রাজকন্যাদের খ্যাতা পুড়ি। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, তা না হলে আমি কিন্তু তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলব।"

"কিন্তু তোমাকে ঠিক ঠিক যত্ন না করলে যে আমাদের সেনাপতি গুরগিল গুরগান খুব রাগ করবেন।"

"রাগ করলে করবে। আমি কি তোমাদের সেনাপতির খাই নাকি পরি? দরকার হলে খবর দাও তোমার সেনাপতিকে। আমি কাউকে ভয় পাই না।"

মহিলাগুলো দৌড়ে দিয়ে প্রহরীদের খবর দিল, প্রহরীরা খবর দিল সৈন্যদের, তারা খবর দিল সেনাপতিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি গুরগিল গুরগান হাজির হলো নারীনাকে দেখতে।

নারীনা তখন দুধের বালতিতে সোনার ঘটিটা রেখে বাইরে বের হয়ে এল। গুরগিল গুরগান অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসেছে সেটা দেখে নারীনা ফিক করে হেসে বলল, "ও বাবা! আমাকে তোমার এত ভয়? এত সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে এসেছ?"

গুরগিল গুরগানের তখন মনে হয় একটু লজ্জা লাগল। সে তার সৈন্যদের হুকুম দিয়ে বলল, "তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো।"

একজন বলল, "হুজুর, আপনার নিরাপত্তা–"

গুরগিল গুরগান গর্জন করে বলল, "আমার নিরাপত্তা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।"

নারীনা আবার ফিক করে হেসে বলল, "তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমাদের সেনাপতির কোনো ক্ষতি করব না।"

গুরগিল গুরগানের সঙ্গে যেসব সৈন্যসামন্ত এসেছিল তখন তারা ঘর থেকে বের হয়ে এল।

www.doridro.com

গুরগিল গুরগান তখন খুব কায়দা করে ঘরের এদিক-সেদিক কয়েকবার হাঁটল, তার পাকানো গোঁফটা আরও একটু পাকিয়ে নিল। তারপর মাথার বিশাল একটা জমকালো টুপি খুলে টেবিলের ওপর রাখল। গুরগিল গুরগানের পোশাকও তার টুপির মতো জমকালো, গলা থেকে অনেকগুলো মেডেল ঝুলছে। কোমরে বিশাল একটা তরবারি, তার হাতলে নানা রকম সোনাদানা আর দামি পাথর লাগানো। গুরগিল গুরগান ভুরু কুঁচকে নারীনার দিকে তাকাল আর তখন নারীনা আবিষ্কার করল একটু পরে পরে তার ওপরের ঠোঁটের বাম দিকটা একটু হ্যাঁচকা টানে ওপরের দিকে ওঠে গিয়ে নড়তে থাকে, মনে হয় মুখের এই জায়গাটার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গুরগিল গুরগান বলল, "এই মেয়ে! তুমি নাকি অনেক জ্বালাতন করছ? সবাই তোমাকে এত আদর-যত্ন করছে আর তুমি তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করছ? অকৃতজ্ঞ মেয়ে!"

নারীনা চোখ বড় বড় করে গুরগিল গুরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি? আমি অকৃতজ্ঞ?"

"অকৃতজ্ঞ নয় তো কী? একজন রাজকন্যাকে যত খাতির-যত্ন করা হয়, তোমাকে তার থেকে বেশি আদর-যত্ন করা হচ্ছে, আর তুমি মেজাজ গরম করো! তুমি কী ছিলে, একজন ফালতু মানুষের বাসায় বাঁদি–মনে আছে?"

নারীনার মাথায় আগুন ধরে গেল। সে বলল, "কী বললে তুমি? কী বললে? আমি ফালতু মানুষের বাসার বাঁদি ছিলাম? আমাকে এখন রাজকন্যার মতো যত্ন করছো? কেন করছো সেটা একবার বলো দেখি?"

গুরগিল গুরগান কিছু বলল না, কিন্তু তার ঠোঁটের ওপরের অংশটা একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নড়তে লাগল!

নারীনা কোমরে তার পোশাকটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বলল, "সেনাপতি সাহেব! আমাকে তুমি ধরে এনেছ তোমার যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে জবাই করার জন্য? এনেছ কি না?"

"এনেছি তো কী হয়েছে? বড় কিছু তৈরি করলে মানুষ বলি দেওয়া হয় সেইটা তুমি জানো না? সব সময় মানুষ বলি দিতে হয়। এইটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার।"

"বৈজ্ঞানিক ব্যাপার?"

"হ্যাঁ। যখন একজনকে বলি দেওয়া হয় তখন তার আত্মা সেইটা দেখে-শুনে রাখে। তোমাকে যখন বলি দেব তখন তুমি আমার সেই যন্ত্রটা দেখে-শুনে রাখবে! বুঝেছ?"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি। তোমার ভূত। তোমার আত্মা। তোমার প্রেতাত্মা!"

www.doridro.com

নারীনা ভুরু কুঁচকে বলল, "আমার প্রেতাত্মা?"

"হ্যাঁ, তোমার প্রেতাত্মা।"

"তুমি তাই ভাবছো? আমি মরে যাওয়ার পর আমার প্রেতাত্মা কী করবে জানো?"

"কী করবে?" গুরগিল গুরগানের ঠোঁট হঠাৎ অনিয়ন্ত্রিতভাবে নড়তে থাকে।

"আমি ভূত হয়ে প্রতিরাতে এসে তোমার ঘাড়ের ওপর বসব। তোমার গলায় দাঁত বসিয়ে তোমার রক্ত চুষে খাব। তোমার শরীরের চামড়া দিয়ে আমি ডুগডুগি বানাব।"

গুরগিল গুরগান কাঁপা গলায় বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

নারীনা দুই হাত সামনে এনে চোখ ঘুরিয়ে বলল, "আমি তোমাকে রাত্রে ঘুমাতে দিব না। যখনই তোমার চোখ বন্ধ হবে, আমি তোমার চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে হি হি হি হি করে হাসব–"

গুরগিল গুরগান ফ্যাকাসে মুখে পিছিয়ে গিয়ে বিকট গলায় আর্তনাদ করে উঠল, "বাঁচাও। কে কোথায় আছো–"

গুরগিল গুরগানের চিৎকার শুনে তার সব সৈন্যসামন্ত হাতে খোলা তরবারি নিয়ে ঢুকে পড়েছে। তাদের দেখে নারীনা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "তোমরা তোমাদের সেনাপতি সাহেবকে নিয়ে যাও। বেচারা অনেক ভয় পেয়েছে–"

গুরগিল গুরগানের ঠোঁটের বাম পাশের সঙ্গে সঙ্গে এবার ডান পাশটাও হ্যাঁচকা টান দিয়ে নড়তে লাগল। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আ-আমার টুপি!"

একজন গিয়ে তার টুপিটা এনে তার হাতে দেয়। সে টুপিটা মাথায় দিয়ে বের হতে গিয়ে দরজার কাছে থেমে গিয়ে বলল, "তুমি যতই ভয় দেখানোর চেষ্টা করো, আমরা তোমাকে ঠিকই বলি দেব! আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে! যা কিছু করার ইচ্ছা আছে, এই এক সপ্তাহ করে নাও। বুঝেছ?"

নারীনা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, গুরগিল গুরগান সেটা না শুনেই প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গুরগিল গুরগানের সঙ্গে নারীনার ওই কথা বলাটায় অবশ্যি তার একটা লাভ হয়েছিল–তাকে আর দুধে গোসল করতে হতো না, কেউ তাকে দলাই-মলাই করে গোসল করাত না, তাকে প্রতি বেলা গলদা চিংড়ি আর স্যামন মাছ দিয়ে সুগন্ধি পোলাও খেতে হতো না। নারীনার যখন যেটা খেতে ইচ্ছে করত, সেটা খেতে পারত, যখন ইচ্ছে ঘুমাতে পারত, যখন ইচ্ছা ছাদে একা বসে থাকতে পারত।

www.doridro.com

যখন সে ছাদে একা বসে থাকত তখন রাজ্যের যত পাখি এসে তাকে ঘিরে বসে থাকত। সে পাখিদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলত। দেখে মনে হতো সত্যিই বুঝি পাখিগুলো তার সব কথা বুঝতে পারত।

যখন রাত হতো তখন সে তার ঘরে খোলা জানালার সামনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। আকাশে হাজার হাজার তারা, মানুষ মরে গেলে সে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়–এক সপ্তাহ পরে সেও একজন তারা হয়ে যাবে।

নারীনা ঠিক করে রেখেছে মরে যাওয়ার পর সে আকাশের তারা হবে, কিছুতেই প্রেতাত্মা হয়ে গুরগিল গুরগানের ভয়ঙ্কর সেই যন্ত্রকে রক্ষা করবে না।

www.doridro.com

ভোরবেলা পরাগের ঘুম ভেঙে গেল একটা ভয়ঙ্কর গর্জনের শব্দ শুনে, চোখ না খুলেই সে বুঝতে পারল এই শব্দটা আসছে ভুটুর নাক থেকে। কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করে পরাগ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে বসে। ভেবেছিল দেখবে টিটিংও বসে আছে, কিন্তু সে টিটিংকে খুঁজে পেল না।

পরাগ ঘর থেকে বের হয়ে যখন বারান্দায় রাখা বড় গামলা থেকে পানি নিয়ে নিজের হাত-মুখ ধুইছে তখন সরাইখানার মালিক তার দিকে এগিয়ে এল। বলল, "খোকা, তোমার সঙ্গের ওই মানুষটি কে?"

"কোন মানুষটি?"

"ওই যে ঘরের ভেতরে নাক ডাকছে।"

"ওর নাম হচ্ছে ভুটু।"

"ভুটু তোমার কী হয়?

"আমার কিছু হয় না, আমরা একসঙ্গে রাজধানীতে বেড়াতে এসেছি।"

সরাইখানার মালিক গম্ভীর মুখে বলল, "রাজধানীতে বেড়াতে এসেছ, তোমার নিশ্চয়ই কিছু খরচপাতি আছে। এখানে কত রং-তামাশা হয় সেগুলো দেখবে, কত কী কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো কিনবে, কত মজার খাবার আছে সেগুলো খাবে, তাই না?"

পরাগের কোনো কিছু কেনাকাটা করার ইচ্ছা নেই, কোনো রং-তামাশা দেখার ইচ্ছা নেই, কোনো কিছু খাবারও ইচ্ছা নেই–তবুও সে সরাইখানার মানুষটার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল। সরাইখানার মালিক তখন চোখ টিপে বলল, "তুমি যদি চাও আমি তোমার কিছু রোজগারপাতির ব্যবস্থা করে দিই।"

"রোজগারপাতি? আমার?"

"হ্যাঁ। করতে চাও?"

পরাগ ইতস্তত করে বলল, "কী করতে হবে?"

সরাইখানার মালিক বলল, "কিছু করতে হবে না, শুধু তোমার ওই ভুটু বন্ধুকে এই সরাইখানায় আনবে না! যদি তাকে অন্য সরাইখানায় রাখো তাহলে তোমাকে প্রতিরাতে একটা করে সোনার টাকা দেব!"

www.doridro.com

পরাগ অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"তার নাক ডাকার শব্দে আমার সব অতিথি রাত্রিবেলাতেই পালিয়ে গেছে! এক রাতেই আমার ব্যবসার লালবাতি জ্বলে গেছে। তোমরা যদি আরও কদিন এখানে থাক, তাহলে আমার সরাইখানার বারোটা বেজে যাবে!"

পরাগ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমাদের ভুটুর নাকটা একটু বেশি ডাকে।"

সরাইখানার মালিক বলল, "শুধু যে বেশি নাক ডাকে তা না, তার খাওয়াটাও অনেক বেশি। কাল রাত্রে একা সে সবার খাওয়া খেয়ে ফেলেছে। অতিথিদের জন্য মাঝরাত্রে আমার আবার রাঁধতে হয়েছে।"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। আমাদের ভুটু মানুষটা যে রকম পাহাড়ের মতো বড়, তার খাওয়াও সে রকম।"

সরাইখানার মালিক তার পকেট থেকে একটা সোনার টাকা বের করে পরাগের হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, আজ রাতের টাকা।"

পরাগ বলল, "না, না। তোমাকে টাকা দিতে হবে না–আমি এমনিতেই ভুটুকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাব!"

সরাইখানার মালিক জোর করে তার হাতে টাকা দিয়ে বলল, "আরে ছেলে, তুমি লজ্জা করছ কেন? টাকাটা রাখো।"

কাজেই দিনের শুরুতেই পরাগ একটা সোনার টাকা আয় করে ফেলল।

একটু বেলা হওয়ার পর টিটিং সরাইখানায় ফিরে এল।

পরাগ জিজ্ঞেস করল, "এত সকালে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"ভুটুর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম রাজধানীটা একটু ঘুরে দেখি।"

"দেখেছ?"

"হ্যাঁ। খানিকটা দেখেছি। আলিশান ব্যাপার। ভালো করে এক রাতে যদি একটা দাঁও মারতে পারি, তাহলে সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত! দেশে ফিরে গিয়ে দালান তুলে সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে পারব!"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু, টিটিং। তুমি যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছ, ততক্ষণ তুমি চুরিচামারি করতে পারবে না।"

"আমার বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের ব্যবসা, তোমার এককথায় ছেড়ে দিলে চলবে নাকি!"

পরাগ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি রাজধানীতে খুব জরুরি একটা কাজে এসেছি। আমার এই কাজের জন্য তোমার সাহায্য দরকার, ভুটুর সাহায্য

www.doridro.com

দরকার। কিন্তু তুমি যদি চুরিচামারি করো, ডাকাতি করো, মানুষকে ঠকাও তাহলে আমি তোমার সাহায্য নিতে পারব না!"

টিটিং একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "পরাগ, তুমি এইটুকুন একটা মানুষ, কিন্তু তুমি একেবারে বড় মানুষের মতো ধানাইপানাই করা শিখে গেছ! সেই তখন থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি ব্যাপারটা কী, কিন্তু তুমি আমাদের কিছুই বলছো না! ব্যাপারটা কী?"

"বলব, নিশ্চয়ই বলব।"

"তাহলে আর ধানাইপানাই না করে এক্ষুনি বলো।"

পরাগ বলল, "বলছি। কিন্তু আগে ভুটুকে ডেকে তুলি। আমরা যেহেতু একসঙ্গে আছি, কাহিনীটা সবারই জানা দরকার।"

ভুটুকে ঘুম থেকে তোলা কাজটা খুব সহজ হলো না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চোখ খুলে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

পরাগ বলল, "কিছু হয়নি।"

ভুটু আবার তার চোখ বন্ধ করে ফেলছিল, পরাগ তাড়াতাড়ি বলল, "আমি আমার কাহিনীটা বলব। তুমি ওঠো।"

ভুটু তখন উঠে বসল। ভুটু খেতে যে রকম পছন্দ করে, কাহিনী শুনতেও সে রকম পছন্দ করে। চোখ কচলে একটা বড় হাই তুলে সে বলল, "বলো, পরাগ।"

পরাগ তার কাহিনী বলতে শুরু করছিল, তখন টিটিং বলল, "আজ সকালে আমি যখন বের হয়েছিলাম তখন আমিও শহরে একটা সাংঘাতিক কাহিনী শুনে এসেছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

ভুটু বলল, "তাহলে তোমারটা আগে শুনি।"

টিটিং বলল, "এই রাজধানী খুবই মজার জায়গা। এখানে সব সময়ই কিছু না কিছু হয়। নাচের অনুষ্ঠান, তা না হলে গানের অনুষ্ঠান কিংবা কোনো রকম খেলাধুলা, তা না হলে মেলা না হলে একটা সার্কাস–একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। এই সপ্তাহেও একটা বড় অনুষ্ঠান আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই রকম অনুষ্ঠান আগে কখনো হয়নি!"

পরাগ জানতে চাইল, "কিসের অনুষ্ঠান?"

"সেনাপতি গুরগিল গুরগান একটা যন্ত্র তৈরি করেছে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে। সেই যন্ত্রটার অভিষেক করার জন্য একটা মেয়েকে বলি দেওয়া হবে!"

www.doridro.com

পরাগ এবার ভীষণভাবে চমকে উঠল, সেটা টিটিং কিংবা ভুটু কেউই লক্ষ করল না। ভুটু চোখ বড় বড় করে বলল, "কীভাবে বলি দিবে?"

"মনে হয় যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারবে, তা না হলে তীর দিয়ে মারবে, তা না হলে মাথা কেটে ফেলবে।"

ভুটুর মনটা খুবই নরম। সে মাথা নেড়ে বলল, "আহা রে! কোথা থেকে এনেছে মেয়েটাকে?"

টিটিং বলল, "সারা দেশ খুঁজে এই মেয়েটাকে বের করেছে। একেবারে নিখুঁত একটা মেয়ে, মেয়েটার নাম হচ্ছে নারীনা।"

ভুটু বলল, "নামটা কী সুন্দর! নারীনা!"

টিটিং বলল, "নামটা থেকেও মেয়েটা নাকি হাজার গুণ সুন্দর। একেবারে পরীর মতো সুন্দর। শুধু যে সুন্দর তা না–মেয়েটা নাকি খুব ভালো একটা মেয়ে! যে রকম রূপবতী, সে রকম গুণবতী।"

ভুটু বলল, "এই রকম সুন্দর আর ভালো একটা মেয়েকে মেরে ফেলবে, কাজটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না।"

টিটিং বলল, "হ্যাঁ। কাজটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না–কিন্তু কী করবে বলো? সেনাপতি গুরগিল গুরগান এই দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ! তার হুকুমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খায়–দেশের রাজাও নাকি তার কথায় উঠে-বসে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবে কে?"

ভুটু আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "নারীনা নামের মেয়েটাকে মেরেই ফেলবে?"

টিটিং বলল, "হ্যাঁ।"

ভুটু বলল, "কোথা থেকে এনেছে মেয়েটাকে? কার মেয়ে?"

"অনেক দূরের এক গ্রামের একটা মেয়ে। তার সাতকুলে কেউ নেই।"

টিটিং একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যা হোক, আমরা তো আর নারীনার কাহিনী শোনার জন্য বসিনি, আমরা বসেছি পরাগের কাহিনী শোনার জন্য–তার কাহিনীটাই এখন শুনি। বলো পরাগ, বলো।"

পরাগ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আর কী বলব? আমার কাহিনীটাই তো তুমি বলে দিলে।"

টিটিং অবাক হয়ে বলল, "আমি বলে দিয়েছি?"

"হ্যাঁ। আমি এসেছি নারীনাকে উদ্ধার করতে।"

দুজনেই ভয়ানক চমকে ওঠে বলল, "নারীনাকে? মানে না–না–নারীনাকে?"

www.doridro.com

পরাগ মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। নারীনাকে। তুমি ঠিকই বলেছ–নারীনার সাতকুলে কেউ নেই। সারা দুনিয়াতে তার একটাই বন্ধু ছিল–সেটা হচ্ছি আমি। আমি যখন খবর পেয়েছি নারীনাকে গুরগিল গুরগানের লোকজন ধরে এনেছে তখন আমিও পিছু পিছু চলে এসেছি।"

ভুটু আর টিটিং মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ পরাগের দিকে তাকিয়ে রইল, তাদের দেখে মনে হলো ব্যাপারটা এখনো তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। টিটিং কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু তুমি যে সেই কখন থেকে কী একটা হলুদ-লাল গাছের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, বলছি। আমি নারীনাকে এই গাছের বিচি দিয়েছিলাম, ছোট ছোট তিলের মতো বিচি। নারীনাকে যখন ধরে এনেছে সে তখন জানালা দিয়ে পুরো রাস্তায় একটা একটা বিচি ফেলে এসেছে। সেই বিচি থেকে এক সপ্তাহে গাছ উঠেছে–সেই গাছে ফুল ফুটেছে, সেই ফুল দেখে দেখে আমি আসছি।"

টিটিং বলল, "বুঝতে পেরেছি। এখন যে জায়গায় এই গাছ দেখবে বুঝতে হবে সেখানে নারীনা আছে!"

"হ্যাঁ। সেই জন্য আগে আমাকে খুঁজে দেখতে হবে কোথায় এই গাছে ফুল ফুটে আছে। এই গাছ বেশি দিন বাঁচে না–তাই তাড়াতাড়ি খুঁজতে হবে।"

টিটিং মাথা নাড়ল, বলল, "গাছ বেঁচে থাকলেও লাভ কী? যা করার সেটা এই এক সপ্তাহের ভিতরেই করতে হবে। নারীনাকে এক সপ্তাহ পরে যন্ত্রটার সঙ্গে বলি দেবে। মনে নেই?"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "মনে আছে।"

ভুটু বলল, "তার মানে আমাদের হাতে কোনো সময় নেই।"

টিটিং বলল, "না। কোনো সময় নেই।"

পরাগ বলল, "নারীনা আমার বন্ধু, তাই আমি এসেছি তাকে উদ্ধার করতে। আমি তোমাদের কেউ না, নারীনাও তোমাদের কেউ না। তাই তোমাদের তো আমি সাহায্য করার কথা বলতে পারি না। কাজটা খুবই ভয়ের, যদি সেনাপতি গুরগিল গুরগান জানতে পারে, তাহলে আমাদের আস্ত রাখবে না।"

টিটিং বলল, "সত্যি কথা। আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"

পরাগ বলল, "তবু আমি তোমাদের সবকিছু খুলে বললাম। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও, ভালো। আর যদি না করতে চাও, তাহলে সেটাও ঠিক আছে, আমি বুঝব।"

টিটিং চোখ কটমট করে পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "পরাগ, আমাদের দেখে কি মনে হয় আমরা স্বার্থপর, দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর নিমকহারাম ছোটলোক?"

www.doridro.com

ভুটু কোনো কথা না বলে টিটিংয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। পরাগ ইতস্তত করে বলল, "না, সেটা অবশ্য মনে হয় না।"

"আমরা কি বিপদে-আপদে তোমার সঙ্গে থাকিনি?"

"থেকেছ।"

"তাহলে কেন আমাদের জিজ্ঞেস করছ, আমরা তোমার সঙ্গে থাকব কি না? আমরা অবশ্যই থাকব।"

ভুটু মাথা নেড়ে উরুতে থাবা দিয়ে বলল, "অবশ্যই থাকব।"

পরাগ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল। একা একা আমি কী করব সেটা চিন্তা করে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।"

টিটিং বলল, "পরাগ, তুমি বাচ্চা একটা ছেলে, তোমার এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। সব আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। আমি আর ভুটু মিলে তোমার নারীনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব। তাই না, ভুটু?"

ভুটু ঠিক কী করবে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু টিটিংয়ের কথায় সায় দিয়ে বলল, "একশবার।"

পরাগ বলল, "কাজটা খুবই গোপন আর ভয়ঙ্কর। কোনোভাবেই যেন গুরগিল গুরগান কিংবা তার গুপ্তচরদের কানে না যায়।"

ভুটু মেঝেতে থাবা দিয়ে গর্জন করে বলল, "গুরগিল গুরগান দূরে থাকুক তার বাবার কানেও যাবে না।"

ভুটু কথাটা একটু জোরেই বলে ফেলেছিল, সেটা শুনে সরাইখানার মালিক প্রায় ছুটে এসে চোখ কপালে তুলে বলল, "তোমরা কী নিয়ে গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর করছ? কোন কথা সেনাপতি গুরগিল গুরগানের কানে দূরে থাকুক তার বাবার কানেও যাবে না?"

পরাগ তাড়াতাড়ি বলল, "না, না। সে রকম কিছু না। আমরা মশার কথা বলছিলাম।"

"মশা?"

"হ্যাঁ। যখন মশার খুব উৎপাত হয়, তখন মাঝেমধ্যে সেটা পিনপিন শব্দ করতে করতে কানের মধ্যে ঢুকে যায় না?"

সরাইখানার মালিক অবাক হয়ে বলল, "কানের মধ্যে ঢুকে যায়?"

পরাগ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমরা বলছিলাম সেনাপতি গুরগিল গুরগান এত ক্ষমতাশালী যে মশারা পর্যন্ত তার কানে ঢোকার সাহস পায় না। তার কান দূরে থাকুক তার বাবার কানেও ঢোকার সাহস পায় না। তাই বলছিলে না, ভুটু?"

ভুটু মাথা চুলকে বলল, "বলেছিলাম নাকি?"

www.doridro.com

পরাগ বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলে।"

টিটিংও মাথা নাড়ল, বলল, "বলেছিলে। তুমি বলেছিলে। আমি শুনেছি।"

সরাইখানার মালিক তাদের কথা বিশ্বাস করল কি-না বোঝা গেল না, কিন্তু সরু চোখে তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। টিটিং তখন হতাশ হয়ে ভুটুর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "ভুটু, আমরা এখনো কিছু শুরুই করতে পারলাম না, তার মধ্যেই তুমি সবকিছু গুবলেট করে দিলে!"

ভুটু মাথা চুলকে বলল, "আমার বাবা বলেছিলেন, বাবা ভুটু, তুমি কখনোই গলা উঁচু করে কথা বলবে না! যখনই আমি উত্তেজিত হয়ে যাই, তখনই বাবার কথা ভুলে যাই!"

"ভুললে হবে না, ভুটু।"

পরাগ বলল, "পুরো রাজধানী গুরগিল গুরগানের গুপ্তচরে গিজগিজ করছে। আমার মনে হয় এক্ষুনি তার কাছে খবর চলে যাবে। তাড়াতাড়ি চলো, আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাই।"

টিটিং বলল, "হ্যাঁ, চলো।"

পরাগ বলল, "নিরিবিলি কোথাও বসে পরিকল্পনা করি। মাথায় আমার নানীর দেওয়া এক ফোঁটা তেল দিয়ে চিন্তা করলেই একটা কিছু পরিকল্পনা বের হয়ে যাবে।"

তিনজন সরাইখানা থেকে বের হয়ে যায়, রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে একটা বাগানে এসে ঢুকল। বাগানের ভেতর একটা বড় পুকুর, সেই পুকুরের ঘাটে তিনজন পরিকল্পনা করতে বসে।

ভুটু বলল, "নারীনাকে আমি ঘাড়ে নিয়ে ছুটে পালাতে পারি। কেউ তাহলে আমাদের ধরতে পারবে না।"

পরাগ বলল, "নারীনাকে ঘাড়ে নিয়ে ছোটার আগে তাকে তো উদ্ধার করতে হবে।"

টিটিং বলল, "উদ্ধার করা একেবারেই সোজা! তাকে যেখানে বন্দি করে রেখেছে, সেখানে গিয়ে ঘুমঘুমালি পাতার বিড়ি থেকে ধোঁয়া দিতে হবে। যখন সব প্রহরী ঘুমিয়ে যাবে তখন নারীনাকে বগলদাবা করে পালিয়ে যাব।"

পরাগ বলল, "কিন্তু সেটা করার আগে তো আমাদের জানতে হবে নারীনাকে কোথায় বন্দি করে রেখেছে!"

টিটিং মাথা চুলকে বলল, "সেটা ঠিক।"

"সেটা আমরা কেমন করে করব?"

www.doridro.com

ভুটু বলল, "আমরা যদি রাস্তা ধরে হাঁটি আর জোরে জোরে নারীনা নারীনা বলে ডাকি, তাহলে হয় না? আমাদের গলার স্বর শুনে নারীনা যখন উত্তর দেবে—"

পরাগ বলল, "তুমি যখন প্রথমবার ডাকবে, তখনই গুরগিল গুরগানের লোক তোমাকে ক্যাঁক করে ধরে ফেলবে।"

ভুটু বলল, "তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল।"

পরাগ বলল, "তোমরা এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একটু চিন্তা করি। চিন্তা করার আগে মাথায় আমার নানীর দেওয়া এক ফোঁটা তেল দিয়ে নিই।" বলে পরাগ তার পোঁটলা খুলে সেখান থেকে এক ফোঁটা তেল তার মাথায় দিল। চাঁদি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মনে হলো সারা শরীরের রক্ত বুঝি হঠাৎ তার মাথায় উঠে এসেছে। তার নাক-চোখ-মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল, কান দুটো আগুনের মতো গরম হয়ে সেখান থেকে ভাপ বের হতে থাকে। তাকে দেখে টিটিং ভয় পেয়ে বলল, "পরাগ, তুমি ঠিক আছ তো?"

পরাগ বলল, "ঠিক আছি! আমি এখন চিন্তা করছি। কী করতে হবে আমি এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।"

"কী করতে হবে?"

"আমাদের তিনজনের তিন দিকে বের হয়ে যেতে হবে। ভুলেও কাউকে নারীনার কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। জিজ্ঞেস করতে হবে হলুদ-লাল ফুলের কথা। নারীনাকে নিশ্চয়ই ছোটখাটো বাসায় আটকে রাখেনি—তাই ছোটখাটো জায়গায় খোঁজার দরকার নেই। বড় প্রাসাদগুলোতে খুঁজতে হবে। গুরগিল গুরগানের নিজস্ব কোনো বাড়ির সামনে যদি হলুদ-লাল ফুল পাওয়া যায়, বুঝতে হবে সেখানেই আছে নারীনা।"

পরাগ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলো তারপর বলল, "নারীনা পশুপাখি খুব ভালোবাসে। তাই যদি দেখা যায় কোনো বাড়ির ছাদে অনেক পাখি উড়ছে, তাহলে বাড়িটাকে একটু ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।"

টিটিং আর ভুটু মাথা নাড়ল, তারপর তারা ঠিক করল সারা দিন শহরে ঘুরে ঘুরে দেখে সন্ধ্যাবেলা তারা তিনজনই এখানে এসে দেখা করবে। তখন তারা ঠিক করবে রাতে কোথায় ঘুমাবে, কী খাবে। টিটিং গেল উত্তরে, ভুটু গেল দক্ষিণে আর পরাগ গেল পশ্চিমে।

সন্ধ্যাবেলা পরাগ তাদের ঠিক করে রাখা জায়গায় ফিরে এসে দেখল এখনো টিটিং কিংবা ভুটু আসেনি। সারা দিন ঘুরে ঘুরে খুব ক্লান্ত, পরাগ পুকুরের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে পুকুরের বাঁধানো ঘাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সে পশ্চিমে

www.doridro.com

রাজধানীর একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়েছে ছোট-বড় প্রতিটা বাসার সামনে-পেছনে দেখেছে, কোথাও তার সেই হলুদ-লাল গাছ দেখেনি। এত বড় রাজধানী ঘুরে ঘুরে দেখা খুব সহজ ব্যাপার না।

প্রথমে ভুটু তারপর টিটিং ফিরে এল, পরাগ খুব আশা নিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি খোঁজ পেয়েছ?"

ভুটু মাথা চুলকে বলল, "উঁহু। খোঁজ পাইনি।"

"কত দূর গিয়েছ তুমি?"

ভুটু বলল, "অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছি। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"আমার যাওয়াটা বৃথা গিয়েছে।"

পরাগ অবাক হয়ে বলল, "কেন? তোমার যাওয়াটা বৃথা গেল কেন?"

ভুটু বলল, "তুমি বলেছিলে নারীনা পশুপাখি খুব পছন্দ করে, তার বাসার ওপরে অনেক পাখি উড়তে থাকবে। আমি তাই খুঁজতে বের হয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কোনো জায়গা কি আছে, যার ওপরে সব সময় পাখি উড়ে। একজন বলল, আছে। আমি বললাম, কোথায়? মানুষটা বলল নাক বরাবর হেঁটে যেতে। আমি তাই নাক বরাবর হেঁটে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি, তখন দেখি সত্যি সত্যি একটা জায়গার ওপরে অনেক পাখি গোল হয়ে উড়ছে।"

পরাগ চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি? সত্যি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি–"

"কী দেখো?"

"গিয়ে দেখি, পাখিগুলো হচ্ছে কাক, চিল আর শকুন। সেগুলো উড়ছে একটা ভাগাড়ের ওপর। রাজধানীর যত ময়লা-আবর্জনা আর মরা পশুপাখি–সব সেখানে নিয়ে ফেলেছে। পচা দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না!"

ভুটু অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "শহরের একেবারে সেই ভাগাড়, সেখান থেকে কোনোমতে হেঁটে হেঁটে ফিরে এসেছি।"

"তার মানে তুমি কোনো বাসা, কোনো বাড়ি খুঁজে দেখনি?"

ভুটু বলল, "সময় পেলাম কই? ভাগাড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসতে আসতেই তো সব সময় চলে গেল!"

পরাগের বেশ আশাভঙ্গ হলো, সে সেটা আর প্রকাশ করল না।

টিটিংকে জিজ্ঞেস করল, "টিটিং তোমার কী অবস্থা? তুমি কি কোনো খোঁজ পেয়েছ?"

www.doridro.com

টিটিং মাথা নেড়ে হতাশ ভঙ্গি করে বলল, "নাহ! আমার অবস্থা ভুটু থেকেও খারাপ।"

"কেন? কী হয়েছে?"

টিটিং বলল, "তোমাদের মনে নেই, আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে বাসায় নারীনাকে আটকে রাখবে সেই বাসাটা হবে আলিশান? বাসাটার মালিক হবে গুরগিল গুরগান?"

ভুটু আর পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মনে আছে।"

টিটিং বলল, "আমি তাই এখান থেকে বের হয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে গুরগিল গুরগানের বাসাগুলো কোথায়! মানুষটা আমার কথা শুনে হি হি করে হেসে বলল, তুমি কী বলছ? এই শহরের বেশির ভাগ বাসার মালিক হচ্ছে গুরগিল গুরগান। শুধু কি বাসা, এখানে আছে গুরগিল গুরগান বাজার, গুরগিল গুরগান নাট্যশালা, গুরগিল গুরগান খেলার মাঠ, গুরগিল গুরগান দিঘী, গুরগিল গুরগান ব্যায়ামাগার। জেলখানায় যারা আছে তাদের প্রায় বেশির ভাগই ধরে এনেছে গুরগিল গুরগানের মানুষেরা, তাই এটার নামও হয়ে গেছে গুরগিল গুরগানের জেলখানা। যারা গুরগিল গুরগানকে দেখতে পারে না তারা টাট্টিখানার নামও দিয়ে দিয়েছে গুরগিল গুরগান টাট্টিখানা। সেইটা অবশ্যি গোপন, কেউ প্রকাশ্যে বলার সাহস পায় না। আমি তখন হতাশ হয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, এমন কিছু কি আছে যেটা গুরগিল গুরগানের নামে নেই? সেই মানুষটা তখন চোখ টিপে বলল, থাকবে না কেন, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী? মানুষটা বলল, স্কুল, মক্তব আর লাইব্রেরি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? স্কুল, মক্তব, লাইব্রেরি গুরগিল গুরগানের নামে নাই কেন? তখন লোকটা কী বলল, জানো?"

পরাগ জিজ্ঞেস করল, "কী বলল?"

বলল, "তার কারণ এই রাজধানীতে কোনো স্কুল, মক্তব আর লাইব্রেরি নেই। যেগুলো ছিল সেগুলো উঠিয়ে দিয়ে সেখানে ব্যায়ামাগার বানিয়েছে। দেশের ছেলেপিলে লেখাপড়া না করে শুধু ব্যায়াম করে!"

পরাগ জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তুমি নারীনার বাসার খোঁজ কেন নিতে পারলে না?"

"সেইটাই তো বলছি।" টিটিং একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি তখন বললাম, এই রাজধানী শহরে গুরগিল গুরগানের বাড়ি, বাগানবাড়িগুলো কোথায় আমাকে বলবে? আমি বিদেশি মানুষ দেখতে এসেছি। মানুষটা তখন আমাকে বলল সোজা হেঁটে যেতে, সামনে নদী, সেই নদীর তীরে সেনাপতি গুরগিল গুরগানের বিশাল প্রাসাদের মতো বাগানবাড়ি। আমি ভাবলাম সেটা দিয়েই শুধু

www.doridro.com

করি। কাছে গিয়ে দেখি–" টিটিং কথা শেষ করে আবার হতাশার ভঙ্গি করে বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ভুটু জিজ্ঞেস করল, "কী দেখো?"

"গিয়ে দেখি সেই বাগানবাড়িতে কাজ হচ্ছে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার হচ্ছে। মেঝে মোছা হচ্ছে। দেয়াল রং করা হচ্ছে। আমাকে দেখেই সৈন্যরা ধরে কাজে লাগিয়ে দিল। বাগানবাড়ির ভেতর জানালার কাচ মোছার কাজ। আমি যত বলি আমি কাজ করতে আসি নাই–আমি দেখতে এসেছি, আমার কথা কেউ শুনতে চায় না। সারাটা দিন আমার সেই বাগানবাড়ি পরিষ্কার করতে করতেই গেল!" কথা শেষ করে টিটিং বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ভুটু ভয়ে ভয়ে বলল, "তাহলে তোমার দিনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে?"

টিটিং বলল, "নাহ্। নষ্ট হয় নাই।"

"কেন নষ্ট হয় নাই?"

"বাগানবাড়ির ঘরে ঘরে কত রকম মূল্যবান জিনিস–তার কয়েকটা তুলে এনেছি!"

পরাগ চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি চুরি করেছ?"

"এইটা মোটেও চুরি না।" টিটিং তার পকেট থেকে সোনার একটা ছোট মূর্তি, দুইটা রুপার কাপ আর দামি পাথর লাগানো একটা ছোট ছোরা বের করে বলল, "বাগানবাড়িতে এইগুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল, আমি এইগুলি তুলে এনে কাজে লাগাচ্ছি।"

পরাগ মুখ শক্ত করে বলল, "চুরি, চুরি। এগুলো চুরি। তোমার সঙ্গে আমি থাকব না। আমি চোরের দলে থাকব না। নারীনা যদি কোনো দিন জানতে পারে আমি চোরের সঙ্গে থাকি তাহলে সে আর কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।"

টিটিং বলল, "না-মানে-ইয়ে-এইটা হচ্ছে–"

পরাগ বলল, "আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি বলেছিলে তুমি কোনো দিন চুরি করবে না। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে–"

টিটিং অপরাধীর মতো বলল, "আরে! এটা কি চুরি নাকি! স্রেফ পড়ে পড়ে ধুলা জমছিল, আমি তুলে এনেছি!"

পরাগ বলল, "না। আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। আমি এখনই আলাদা চলে যাব।"

টিটিং বলল, "এত ব্যস্ত হয়ো না, পরাগ। আমার কথা শোনো–তুমি আলাদা হয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবে। এইটুকুন মানুষ এই রাজধানী শহরে তুমি কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাবে না। আমাদের সাথে থাকো–"

www.doridro.com

পরাগ বলল, "থাকতে পারি এক শর্তে।"

"কী শর্ত?"

"তুমি কালকে গিয়ে এগুলো ফেরত দিয়ে আসবে।"

"ফেরত দিয়ে আসব?" টিটিং চোখ কপালে তুলে বলল, "ফেরত দিয়ে আসব? তুমি কোনো দিন এ রকম কথা শুনেছ? এত কষ্ট করে জানের ঝুঁকি নিয়ে আমি কিছু মালসামান চুরি করে আনলাম, এখন জানের ডাবল ঝুঁকি নিয়ে সেগুলো ফেরত দিতে যাব? আমাকে কি তুমি গাধা পেয়েছ?"

পরাগ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে তাহলে তোমরা থাকো তোমাদের মতোন–আমি গেলাম। আমার কারও কোনো সাহায্যের দরকার নাই–আমি একাই নারীনাকে উদ্ধার করতে যাব।"

পরাগ যখন হেঁটে চলে যেতে শুরু করেছে তখন ভুটুও উঠে দাঁড়াল, বলল, "দাঁড়াও, পরাগ, দাঁড়াও। আমিও যাব তোমার সাথে।"

পরাগ আর ভুটু যখন হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে গেছে তখন হঠাৎ টিটিংও উঠে পেছনে পেছনে এসে বলল, "দাঁড়াও, তোমরা দাঁড়াও।"

পরাগ আর ভুটু দাঁড়াল। পরাগ জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে আসব।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তিন সত্যি?"

"তিন সত্যি।"

"ঠিক আছে তাহলে চলো।"

ভুটু বলল, "কোনো একটা সরাইখানায় গিয়ে ভালো করে খেয়ে ঘুমাতে হবে।"

পরাগ বলল, "নতুন কোনো সরাইখানায়। আগেরটায় না।"

ভোরবেলা। ভুটুর নাক ডাকার প্রচণ্ড গর্জনে পরাগের ঘুম ভেঙে গেল। সে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করে খুব সুবিধা করতে পারল না, তাই ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে বড় একটা গামলায় রাখা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। ঠিক তখন সরাইখানার মালিক তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "কী খোকা, কেমন আছ?"

"ভালো আছি।"

মানুষটা ভুরু কুঁচকে বলল, "আচ্ছা খোকা, তোমার সাথে যে আছে একজন–অনেক বিশাল মানুষ, সে তোমার কী হয়?"

www.doridro.com

"কিছু হয় না। একসাথে রাজধানীতে এসেছি একটা কাজে। তার নাম ভুটু।"

"ও আচ্ছা। কদিন থাকবে ভুটু?

"এখনো জানি না–সপ্তাহখানেক থাকবে মনে হয়।"

মানুষটার মুখটা কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে বলে, "এক সপ্তাহ?"

"কেন, কী হয়েছে?"

সরাইখানার মালিক মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "খোকা, তোমার কাছে লুকিয়ে কী হবে, সরাসরি বলি। তোমার যে পরিচিত মানুষ ভুটু, তার নাক ডাকার শব্দে গত রাতে আমার সব অতিথি পালিয়েছে–এক রাতে আমার ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলে যাওয়ার অবস্থা!"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি!"

"শুধু তা-ই না, কাল রাতে ভুটু একা সবার খাবার খেয়ে ফেলেছে।"

"সেটাও জানি।"

"তাই আমি বলছিলাম কী–" সরাইখানার মালিক মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তুমি যদি ভুটুকে নিয়ে অন্য সরাইখানায় থাকো তাহলে প্রতি রাতে তোমাকে দুইটা করে সোনার টাকা দেব।"

পরাগ বলল, "না-না, টাকা লাগবে না। আমি এমনিতেই ভুটুকে নিয়ে অন্য সরাইখানায় চলে যাব।"

সরাইখানায় মালিক তার পকেট থেকে দুইটা সোনার টাকা বের করে পরাগের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এই নাও, রাখো তোমার কাছে–প্রতি রাতে তোমাকে দুইটা করে সোনার টাকা দেব।"

"না-না, লাগবে না।"

"রাখো রাখো। লজ্জা কিসের। তোমাদের বয়স কম–রাজধানীতে কত মজার জিনিস আছে–দেখো। খরচ করো।"

কিছুক্ষণের ভেতরই পরাগ আর টিটিং মিলে ভুটুকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে ফেলে। বসে নাশতা করে আবার তারা বের হয়ে যায়। আবার টিটিং গেল উত্তরে, ভুটু গেল দক্ষিণে আর পরাগ গেল পূর্ব দিকে।

চোখ খোলা রেখে পরাগ রাস্তা ধরে হাঁটছে, একটা বাসা দেখলেই সে বাসাটার চারদিকে ঘুরে দেখার চেষ্টা করে বাসাটার আশপাশে সেই হলুদ-লাল ফুলের গাছ আছে কি না। বড়লোকের বাসায় চারদিকে নানা ধরনের ফুল আছে কিন্তু সে যে রকম হলুদ-লাল ফুল গাছ খুঁজছে সেটি কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

www.doridro.com

দুপুরের দিকে পরাগ খুব ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, এত বড় শহরে কেমন করে নারীনাকে খুঁজে পাবে, সে বুঝতে পারছিল না। একটা একটা করে বাসা দেখে কি নারীনাকে পাওয়া যাবে–নাকি অন্য কোনো বুদ্ধি বের করতে হবে?

তখন তার আবার তার নানীর দেওয়া তেলের শিশির কথা মনে পড়ল। সে পোঁটলা থেকে তেলের শিশিটা বের করে এক ফোঁটা তেল নিয়ে তার মাথায় দিল। তেলের ফোঁটাটা মাথার চাঁদি স্পর্শ করামাত্র আগের মতো আবার চন্‌ন্‌ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল। দেখতে দেখতে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, কান থেকে ভাপ বের হতে থাকে। পরাগ গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করে কীভাবে নারীনাকে খুঁজে বের করা যায়–দেখতে দেখতে তার মাথায় কয়েকটা বুদ্ধি বের হয়ে এল। পরাগ হাতে কিল দিয়ে বলল, "চমৎকার!"

পরাগ তখন তার পোঁটলা কাঁধে নিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। একজন মানুষ মাথায় করে কিছু ফলমূল নিয়ে যাচ্ছিল, পরাগ তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, বাজারে ফুল বিক্রি হয় কোথায়?"

মানুষটা মুখ খিঁচিয়ে বলল, "ফুল কি খাওয়া যায়?"

"না। কেউ খায় বলে তো শুনিনি!"

"তাহলে এটা গাছ থেকে ছিঁড়ে বিক্রি করার দরকার কী? গাছের ফুল গাছে থাকতে পারে না?"

"সেটা তো পারেই।" পরাগ ইতস্তত করে বলল, "আমি তো আর ফুল ছিঁড়ে বিক্রি করি না। আমার দরকার ফুলের বাজারটা।"

"সোজা হেঁটে যাও। ফলের বাজার পার হয়েই ফুলের বাজার।"

পরাগ তখন সোজা হেঁটে গেল। সত্যি সত্যি ফলের বাজারের পরই একটা ফুলের বাজার। নানা রকম ফুল থোকায় থোকায় সাজানো। পরাগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কোথাও তার হলুদ-লাল ফুল রয়েছে কি না। কিন্তু খুঁজে পেল না।

তার বয়সী একটা মেয়ে ফুল বিক্রি করছিল, সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এত মনোযোগ দিয়ে কী খোঁজো?"

"ফুল। হলুদ-লাল এক রকম ফুল আছে, সেইটা খুঁজি।"

"এই তো হলুদ গেঁদা ফুল আছে, লাল জবা ফুল আছে, নাও কয়টা নিতে চাও।"

"না-না, আমি গেঁদা ফুল আর জবা ফুল নিতে চাই না। আমি বিশেষ এক রকম হলুদ-লাল ফুল চাই।"

"নাম কী সেই ফুলের?"

www.doridro.com

"নাম তো জানি না। এক মানুষ সমান উঁচু গাছে ফুল ফোটে–দেখে মনে হয় গাছে আগুন ধরে গেছে।"

মেয়েটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্, এ রকম ফুল তো দেখি নাই! আমাদের গেঁদা ফুল আছে, গোলাপ আছে, বেলি আছে, জুঁই-চামেলি আছে, পদ্ম ফুল আছে, শাপলা, কদম আছে–কিন্তু তোমার আগুনে ফুল তো দেখি নাই।"

"আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে?"

ছোট মেয়েটি তখন হাত তুলে কাদেরকে যেন ডাকল। রাস্তায় বসে বসে অনেকগুলো বাচ্চা হইচই করে খেলছিল, তারা সবাই সেই ডাক শুনে ছুটে এল, জিজ্ঞেস করল, "কেন ডাকো, আপু!"

"তোরা কি কেউ আগুনের মতো দেখতে এক রকম ফুল আছে সে রকম ফুল এনে দিতে পারবি?"

"কৃষ্ণচূড়া?"

"না-না, কৃষ্ণচূড়া না।"

"তাহলে শিমুল?"

"না-না, শিমুলও না।" পরাগ বলল, "এই গাছটার খুব তাড়াতাড়ি জন্ম হয়–এক মানুষ সমান উঁচু হয়–গাছের ডগায় এই ফুল থাকে। একসাথে অনেকগুলো গাছ থাকে, যখন বাতাসে ফুলগুলো নড়ে তখন মনে হয় গাছের মাথায় আগুন ধরে গেছে।"

"বুঝেছি! বুঝেছি!" ছোট একটা বাচ্চা তার সামনের দুটি দাঁত নেই, ফোকলা মুখে বলল, "আমি বুঝেছি।"

পরাগের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করতে থাকে–সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝেছ?"

"রাস্তার ধারে আমি এই গাছ দেখেছি।"

"আমিও দেখেছি। আমিও দেখেছি।" আরও কয়েকজন মাথা নাড়ল। "কিন্তু সেই গাছের সব ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।"

ফোকলা দাঁতের বাচ্চাটা আবার বলল, "শুধু এক জায়গায় এখনো আছে।"

পরাগ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, "কোথায়?"

"সেখানে কেউ যেতে পারবে না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, গেটে অনেক সৈন্য পাহারা দেয়, কেউ ঢুকতে পারে না। ভেতরে একটা বড় দালান।"

পরাগ কাঁপা গলায় বলল, "জায়গাটা কোথায়?"

ছোট বাচ্চাটা হাত দিয়ে অনির্দিষ্ট একটা দিক দেখিয়ে বলল, "ওই তো, ওই দিকে।"

www.doridro.com

"আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?"

"নিয়ে লাভ নেই–তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। সৈন্যগুলো অনেক রাগী, কাছে গেলেই চোখ কটমট করে তাকায়।"

"তুমি আমাকে খালি বাসাটা দেখিয়ে দাও–আমি তাহলে একটা সোনার টাকা দেব।"

"সত্যি?" ছোট বাচ্চাটার চোখ চকচক করে ওঠে।

"হ্যাঁ। আর সেই বাসায় যদি সত্যি সত্যি সেই ফুলের গাছ থাকে তাহলে তোমাকে আমি আরও দুইটা সোনার টাকা দেব। সব মিলিয়ে তুমি তিনটা সোনার টাকা পাবে।"

ছোট বাচ্চাটা তার ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না, খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে পরাগের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হাতটা বাড়িয়ে বলল, "দাও।"

পরাগ তার পকেট থেকে বের করে একটা সোনার টাকা দিল। সেটা দেখার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে একটা ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। এটা সত্যিই সোনার টাকা কি না সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে বিতর্ক হলো। একজন সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে পরীক্ষা করে রায় দিয়ে বলল এটা আসলেই খাঁটি সোনার টাকা। তখন ফোকলা দাঁতের ছেলেটা পরাগের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "চলো। অনেক দূর কিন্তু, হাঁটতে পারবে তো?"

পরাগ বলল, "তুমি যদি হাঁটতে পারো, তাহলে আমিও পারব।"

সামনে ফোকলা দাঁতের বাচ্চা এবং তার পিছনে পরাগ এবং পরাগের সাথে বিশাল এক বাচ্চা কাচ্চার বাহিনী নিয়ে তারা তখন তখনই রওনা দিয়ে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা টিটিং আর ভুটু ফিরে এসে দেখে পরাগ পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। তাদের দেখে সে ছুটে এসে বলল, "পেয়ে গেছি।"

"পেয়ে গেছ?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি পেয়ে গেছ?"

"হ্যাঁ। নারীনাকে কোথায় আটকে রেখেছে সেটা বের করে ফেলেছি।"

টিটিং অবিশ্বাসের চোখে পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না–আমি এখনই যাব তাকে উদ্ধার করতে!"

"এখনই?" ভুটু ইতস্তত করে বলল, "একটু খেয়ে গেলে হতো না!"

পরাগ অধৈর্য হয়ে বলল, "খাওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

www.doridro.com

টিটিং পরাগের ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "শান্ত হও, পরাগ। এত দিন যেসব কাজকর্ম করেছ সেগুলো ছিল তোমাদের বিষয়। এখন যেটা করতে যাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমার বিষয়। পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে, নিখুঁত পরিকল্পনা করতে হবে, তা না হলে শুধু যে নারীনাকে উদ্ধার করা যাবে না তা-ই নয়, আমরাও ধরা পড়ে যাব। আর আমরা ধরা পড়লে কী হবে জানো?"

ভুটু জানতে চাইল, "কী হবে?"

টিটিং মুখে কথা না বলে হাত দিয়ে গলায় একটা পোঁচ দেওয়ার ভঙ্গি করল।

মামা এ রকম সময় হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "সর্বনাশ! অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন ঘুমা।"

মিতুল বলল, "মামা, তুমি ঠিক জটিল একটা জায়গায় এসে কেন বলো, এখন ঘুমা! তুমি গল্পটা শেষ করো, তারপর আমি ঘুমাব।"

"উঁহু। এখন গল্প শেষ করা যাবে না।"

"মামা, তোমাকে গল্প শেষ করতেই হবে। পরাগকে দিয়ে উদ্ধার করিয়ে নিয়ে এসো। তারপর গুরগিল গুরগানের একটা কঠিন শাস্তি দাও।"

"ঠিক আছে।" মামা দাঁত বের করে হেসে বললেন, "গল্পের বাকিটুকু আমি তোর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, তুই তোর ইচ্ছেমতো শেষ করে নে। ইচ্ছে হলে নারীনাকে উদ্ধার করিয়ে আন, ইচ্ছে করলে উদ্ধার করার সময় একটা খণ্ড যুদ্ধ করে সবাইকে মেরে ফেলতে পারিস। ইচ্ছা করলে গুরগিল গুরগানের ফাঁসি দিয়ে দে, ইচ্ছে করলে জনতার হাতে তুলে দে, তারা গণপিটুনি দিয়ে দিক। তোর যেভাবে ইচ্ছা তুই সেভাবে শেষ করে নে।"

"না, মামা, তুমি ফাঁকি মারতে পারবে না। তুমি গল্প শুরু করেছ, তোমাকে গল্প শেষ করতে হবে।"

মামা বললেন, "যদি আমাকে শেষ করতে হয় তাহলে তুই এখন ঘুমা। বাকিটা শেষ হবে আগামীকাল রাতে।"

মিতুল মামার হাত ধরে বলল, "প্লিজ, মামা, প্লিজ!"

"উঁহু। এখন ঘুমানোর সময়।"

মামা নিষ্ঠুরের মতো মুখ করে উঠে গেলেন।

www.doridro.com

"দেয়ালের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে টিটিং, ভুটু আর পরাগ বসেছে। টিটিং ফিসফিস করে তার তালিকা মিলিয়ে নিচ্ছিল। টিটিং বলল, "ভেজা কম্বল?"

ভুটু বলল, "আছে।"

"দড়ি?"

"আছে।"

"কঞ্চি?"

"আছে।"

"হাড়-গোশত?"

"আছে।"

"চাকু?"

"আছে।"

"তারের টুকরো?"

"আছে।"

"কয়লা?"

"আছে।"

"ঘুমঘুমালি পাতার বিড়ি?"

পরাগ বলল, "আছে?"

"বিড়ি ধরানোর জন্য চকমকি পাথর?"

"আছে।"

"ওস্তাদের তাবিজ?"

ভুটু আর পরাগ কিছু বলল না, টিটিং তখন নিজের গলায় হাত দিয়ে নিজেই বলল, "আছে।" তারপর পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো পরাগ, আমরা যাই। আমি একা যদি যেতাম তাহলে এটা ছিল পানির মতো সোজা একটা কাজ। তোমাকে নিচ্ছি বলে এখন কাজটা পাথরের মতো কঠিন। তাই আগের থেকে বলে রাখছি, আমার প্রতিটা কথা তুমি মন দিয়ে শুনবে।"

www.doridro.com

"শুনব।"

"ভুটু, তুমি ঠিক এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। আমরা যখন নারীনাকে নিয়ে আসব তখন তুমি তাকে ঘাড়ে নিয়ে দৌড়াবে।"

ভুটু বলল, "ঠিক আছে।"

টিটিং তখন চোখ বন্ধ করে তার ওস্তাদের তাবিজটাতে একটা চুমু দিয়ে দেয়ালের ওপরের দিকে তাকাল। তারপর কম্বলের দুই পাশে দুই টুকরা দড়ি বেঁধে কম্বলটা দেয়ালের ওপর ছুড়ে দিল। ভেজা কম্বলটা দেয়ালের সঙ্গে লেগে যাওয়ার পর দড়ি বেয়ে টিটিং ওপরে ওঠে পরাগকে ফিসফিস করে ডাকল, "চলে এসো।"

পরাগকে ভুটু পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে উঁচু করল, সেও তখন দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। দেয়ালের ওপর বসে টিটিং অন্ধকারে চারদিক দেখার চেষ্টা করে বলল, "হাড়-গোশতগুলো কোথায়?"

"এই যে।"

"হাতে রাখো।"

"কী করবে?"

"ভেতরে যদি কুকুর থাকে তাহলে খেতে দিতে হবে। খবরদার, ভয় পাবে না।"

কুকুরের কথা শুনে পরাগ ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও মুখে বলল, "না, ভয় পাব না।"

"এবার ভেতরে নামি।" বলে টিটিং ভেজা কম্বলের সঙ্গে বাঁধা দড়ি বেয়ে ভেতরে নেমে এল। টিটিং ইঙ্গিত করতেই পরাগও দড়ি বেয়ে নেমে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে কোথা থেকে চাপা গর্জন করে বাঘের মতো কয়েকটা কুকুর ছুটে এল। টিটিং বলল, "ভয় পাবা না। ভয় পেলে শরীর থেকে গন্ধ বের হয়, কুকুর সেটা বুঝে ফেলে।"

এ রকম অবস্থায় যতটুকু ভয় না পেয়ে থাকা যায় পরাগ ততটুকু ভয় না পেয়ে থাকল। টিটিং হাড়-গোশতের প্যাকেট নিয়ে নিচে হাড়-গোশত ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, "খা বাবারা, হাড়-গোশত খা। তোদের জন্য অনেক কষ্ট করে কসাইয়ের দোকান থেকে এনেছি।"

কুকুরগুলো তখন ছোটাছুটি করে লেজ নাড়তে নাড়তে কামড়াকামড়ি করে হাড়-গোশত খেতে লাগল। টিটিং বলল, "এসো, পরাগ।"

আবছা অন্ধকারে পরাগ টিটিংয়ের পিছু পিছু যেতে থাকে। বড় দালানটার নিচে পৌঁছে টিটিং ওপর দিকে তাকাল, তারপর তার দড়ির এক মাথায় ছোট

www.doridro.com

বাঁশের কঞ্চিটা বেঁধে সেটা ওপরে ছুড়ে দিল। দ্বিতীয়বারই সেটা ওপরে কোথায় জানি আটকে গেল। কয়েকবার হ্যাঁচকা টান দিয়ে পরীক্ষা করে টিটিং পরাগকে বলল, "যাও, ওপরে ওঠো। ওপরে উঠেই একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে যাবে।"

টিটিং নিচে থেকে দড়িটা ধরে রাখল, দড়িতে গিঁট দিয়ে রাখা হয়েছে, সেই গিঁটে পা দিয়ে দিয়ে পরাগ দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা রেলিং পার হয়ে একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে গেল। কাছাকাছি একটা ঘর থেকে কয়েকজন মহিলার গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল, পরাগের ভয় হতে লাগল, হঠাৎ করে কেউ না এদিকে চলে আসে। কিন্তু তাদের ভাগ্য ভালো, কেউ চলে এল না।

কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই টিটিং নিঃশব্দে ওপরে উঠে ফিসফিস করে বলল, "চুরি বিদ্যায় প্রথম কী শিখতে হয় জানো?"

"কী?"

"কোন দিক দিয়ে পালাবে সেটা ঠিক করে রাখা। এসো আগে পালানোর রাস্তা ঠিক করে রাখি।"

টিটিং পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে এবং নিঃশব্দে বিভিন্ন ঘরের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে কোন দিকে পালাবে সেটা ঠিক করে নিল। তারপর আবার নিঃশব্দে ওপরে উঠে যেখানে মহিলাদের কথা শোনা যাচ্ছিল তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর কান থেকে ঘুমঘুমালি পাতার বিড়ি বের করে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন তৈরি করে বিড়িতে আগুন ধরিয়ে নিল। তারপর পরাগকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে দরজায় আঙুল দিয়ে শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের মহিলাগুলো কথা থামিয়ে বলল, "কিসের শব্দ?"

একজন বলল, "ইঁদুর।"

"ইঁদুর এভাবে শব্দ করে?"

আরেকজন মহিলা বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখে আসি।"

ভেতর থেকে হেঁটে হেঁটে এসে মহিলাটা দরজা খুলে মাথা বের করে বাইরে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে টিটিং তার মুখে একমুখ ঘুমঘুমালি পাতার ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। মহিলাটি ছোট একটা শব্দ করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছিল, টিটিং তাকে মাঝপথে ধরে ফেলল। তারপর টেনে বাইরে এনে মেঝেতে শুইয়ে দিল। মহিলাটা রীতিমতো নাক ডেকে শিশুর মতো ঘুমাতে থাকলো।

ভেতর থেকে একজন মহিলা বলল, "কী হলো, ঝাঞ্জিরা?"

ঝাঞ্জিরা নামের মহিলার কোনো খবর নেই, তাই আরেকজন বাইরে এল দেখতে, তারও ঠিক ঝাঞ্জিরার মতো অবস্থা হলো। টিটিং সাবধানে তাকে ধরে

www.doridro.com

ঝাঞ্জিরার পাশে শুইয়ে দিয়ে আবার দরজার কাছে দাঁড়াল। ভেতর থেকে একজন ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হলো? কেউ কথা বলে না কেন?"

আরেকজন বলল, "জানি না।"

"তুই দেখে আয়।"

"তুই দেখে আয়–আমার ভয় করে!"

"ভয়? ভয়ের কী আছে? গেটে কত সৈন্য পাহারা দিচ্ছে! বাইরে কুকুর, কে আসবে এখানে?"

"তা ঠিক। ঠিক আছে, আমি দেখে আসছি।"

মহিলাটি এসে দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই টিটিং তার মুখেও ঘুমঘুমালি গাছের ধোঁয়া ছেড়ে দিল। মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হয়ে ঢলে পড়ছিল। টিটিং তাকে ধরে সাবধানে শুইয়ে দিল। তারপর পরাগকে বলল, "চলো, ভেতরে যাই। তুমি পেছনে থেকো যেন তোমাকে দেখতে না পায়।"

টিটিং তার পকেট থেকে কয়লা বের করে মুখের এখানে-সেখানে ঘষে নেয়–যেন তার চেহারাটা একটু ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারপর উরুতে বাঁধা চাকুটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। টিটিংকে দেখে ছোটখাটো একটা মহিলা ভয়ে চিৎকার দিতে যাচ্ছিল, টিটিং তার সময় দিল না। এক লাফে মহিলার কাছে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরে বলল, "একটা শব্দ করবে তো তোমার লাশ পড়ে যাবে!"

মহিলাটা কোনো শব্দ না করে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। টিটিং তার গলায় চাকুটা ধরে বলল, "নারীনা কোন ঘরে আছে?"

মহিলাটি আঙুল দিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরে বিশাল একটা তালা ঝুলছে। টিটিং জিজ্ঞেস করল, "চাবি কার কাছে?"

"প্রহরীদের কাছে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তুমিও এখন তোমার সখীদের সঙ্গে ঘুমাও।" বলে টিটিং তার ঘুমঘুমালি পাতার বিড়ির ধোঁয়া তার মুখে ছেড়ে দিল। মহিলাটা ছোট একটা শব্দ করে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। টিটিং তখন তাকে কাত করে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে পরাগের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতক্ষণ পর্যন্ত ওস্তাদের দোয়া কাজ করছে।"

পরাগ কিছু বলল না, এত বড় তালা চাবি ছাড়া কেমন করে খুলবে সে জানে না। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত টিটিং যেভাবে প্রতিটা কাজ করেছে, সে বুঝে গেছে তাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সত্যিই তাই, টিটিং তার পকেট থেকে ছোট তারের টুকরোটা বের করে নিয়ে এগিয়ে গেল। তালাটার ভেতরে তারের

www.doridro.com

টুকরাটা ঢুকিয়ে কোথায় জানি একটা খোঁচা দিল, সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাং করে তালাটা খুলে গেল। টিটিং কবজা থেকে তালাটা সরিয়ে দুই পা পেছনে সরে এসে পরাগকে বলল, "পরাগ, যাও, তুমি ভেতরে ঢোকো।"

দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল, পরাগ অবাক হয়ে দেখল, ঠিক দরজার সামনে নারীনা দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে সাদা একটা কাপড় পরেছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষ নয়, একটা দেবী দাঁড়িয়ে আছে। পরাগকে দেখে নারীনা একটুও অবাক হলো না, ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল, "আমি জানতাম তুমি আসবে।"

"জানতে?"

"হ্যাঁ"।

"আমি একা আসিনি। আমাকে নিয়ে এসেছে টিটিং।"

"কোথায় টিটিং?"

পেছন থেকে টিটিং সামনে এগিয়ে আসে, তাকে দেখে নারীনা ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "তুমি মুখে কালি মেখেছ? কী অদ্ভূত লাগছে দেখতে!"

"হ্যাঁ। মহিলাদের ভয় দেখানোর জন্য।"

"দেখে একটুও ভয় লাগছে না, বরং হাসি পাচ্ছে।"

টিটিং হেসে ফেলল। বলল, "তোমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু তোমার মহিলাদের দাঁত-কপাটি লেগে গেছে।"

নারীনা বলল, "জানি। ওরা সব সময় সবকিছুকে ভয় পায়।"

টিটিং বলল, "আমাদের সময় নেই। এক্ষুনি যেতে হবে।"

নারীনা বলল, "আমি যাওয়ার জন্য তৈরি। চলো যাই।"

টিটিং ঘরের ভেতর তাকাল, চারদিকে কত রকম মূল্যবান জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, এক মুহূর্তের জন্য তার চোখে একটু লোভ উঁকি দিল কিন্তু এই প্রথমবার সে তার লোভটা ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি সঙ্গে তোমার কিছু নিতে চাও?"

নারীনা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার কিছু লাগবে না।"

"তোমার সাদা পোশাকটা অন্ধকারে দেখা যাবে। একটা কালো চাদর ওপরে জড়িয়ে নাও।"

নারীনা একটা কালো চাদর তার পোশাকের ওপর জড়িয়ে নিল।

পরাগ হাত বাড়িয়ে নারীনার হাত ধরে বলল, "চলো, যাই।"

নারীনা পরাগের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এখন যদি আমি মরেও যাই, আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।"

www.doridro.com

"ছিঃ! মরার কথা বলবে না। মরবে কেন? আমরা তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব না?"

নারীনা বলল, "যদি মরেও যাই, তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না। কেন জানো?"

"কেন?"

"কারণ আমি মরার সময় জানব, এই পৃথিবীতে একজন মানুষ আছে যে তার জানের মায়া না করে আমাকে বাঁচাতে এসেছে।"

পরাগ দাঁত বের করে বলল, "তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার জন্য এসেছি?"

"তাহলে কার জন্য?"

"আমার নিজের জন্য! তোমাকে না দেখলে আমার দিনই কাটতে চায় না।"

পরাগের সঙ্গে সঙ্গে নারীনাও হি হি করে হেসে ফেলল। টিটিং বলল, "চলো, যাই। ঘুমঘুমালি গাছের পাতার ধোঁয়ার ঘুম বেশিক্ষণ থাকবে না।"

নারীনা আর পরাগ হাত ধরাধরি করে টিটিংয়ের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। টিটিং খুব সাবধানে দরজাটা একটু ফাঁক করল। সেই ফাঁক দিয়ে প্রথমে টিটিং, তারপর নারীনা, সবশেষে পরাগ বের হয়ে এল। তারা তিনজন নিঃশব্দে বাড়ির পেছন দিকে হেঁটে যায় এবং তখন হঠাৎ করে চাপা গর্জন করে অনেকগুলো কুকুর ছুটে এল। নারীনা ফিসফিস করে কিছু একটা বলতেই সবগুলো কুকুর শান্ত হয়ে নারীনাকে ঘিরে লাফঝাঁপ দিতে থাকে। নারীনা তাদের গলা জড়িয়ে একটু আদর করে টিটিংয়ের পিছু পিছু যেতে থাকে। দেয়ালের কাছে পৌঁছে টিটিং নারীনাকে উঁচু করে ধরল, নারীনা দড়িটা ধরে দেয়ালের ওপর উঠে বসে। অন্য পাশে ভুটু দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করল, "নারীনা?"

"হ্যাঁ।"

"এসো আমার কাছে। লাফ দাও।"

নারীনা দেয়াল থেকে নিচে লাফ দিতেই ভুটু তাকে ধরে ফেলল, বলল, "তোমার আর কোনো ভয় নেই।"

"আমি জানি। তোমার মতো এ রকম শক্তিশালী মানুষ কাছে থাকলে কারও কোনো ভয় নেই।"

"আমার নাম ভুটু।"

"ভুটু, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে উদ্ধার করতে আসার জন্য।"

ততক্ষণে দড়ি বেয়ে পরাগ এবং তার পিছু পিছু টিটিংও দেয়ালের ওপর উঠে এসেছে। পরাগ দড়ি বেয়ে নামার পর টিটিং ভেজা কম্বলটা দেয়াল থেকে নিচে ফেলে দেয়। তারপর সে লাফিয়ে নিচে নামল।

www.doridro.com

টিটিং তার গলায় ঝোলানো তাবিজটা বের করে সেটায় একটু চুমো খেয়ে বলল, "ওস্তাদের দোয়ায় আমাদের কাজ একেবারে নিখুঁতভাবে শেষ হয়েছে। ভুটু, তুমি নারীনাকে ঘাড়ে তুলে নাও।"

নারীনা বলল, "আমাকে ঘাড়ে নিতে হবে না। আমি অনেক হাঁটতে পারি।"

ভুটু বলল, "তাতে কী হয়েছে! তোমাকে ঘাড়ে করে নিতে আমার অনেক আনন্দ হবে। ওঠো আমার ঘাড়ে!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট এই দলটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে তারা গোপনে সরাইখানায় তাদের ঘরে ঢুকে গেল!

গুরগিল গুরগানের দরজায় শব্দ হলো। প্রথমে আস্তে, তারপর আরও জোরে। গুরগিল গুরগান চোখ খুলে বলল, "কে?"

"আমি প্রহরী, হুজুর।"

"এত রাতে কী ব্যাপার?"

"জরুরি খবর আছে।"

গুরগিল গুরগান দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "যদি খবরটা আসলে জরুরি না হয় তাহলে আমি কিন্তু এখানেই তোমার গলা কেটে ফেলব।" সে বিছানার পাশে রাখা তরবারিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, তার বাম ঠোঁটের ওপরের অংশটা চিড়বিড় করে নড়ছে।

দরজার সামনে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, দুজনই ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। গুরগিল গুরগান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ হয়েছে, হুজুর। নারীনা পালিয়ে গেছে।"

"কী? কী বললে?"

"এইমাত্র খবর এসেছে, নারীনা পালিয়ে গেছে।"

"পালিয়ে গেছে? এতগুলো সৈন্য পাহারা দিচ্ছে, বাড়ির সীমানার ভিতরে এতগুলো হিংস্র কুকুর–তার মধ্যে সে পালিয়ে গেল কেমন করে?"

"জানি না, হুজুর। সবগুলো মহিলা মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। প্রহরীরা কিছু জানে না। কুকুরগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

গুরগিল গুরগানের মুখের ওপরের অংশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চিড়িক চিড়িক করে নড়ছে। সে জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "গুপ্তচরের দলপতি টিকটিকালীকে ডেকে আনো। মহিলাগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করো কী হয়েছে। আর এক হাজার সৈন্যকে বলো তৈরি হতে। এই মুহূর্তে।"

গভীর রাতে গুপ্তচরের দলপতি টিকটিকালীকে নিয়ে গুরগিল গুরগান আলোচনা করতে বসে। নিচু গলায় তারা অনেকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করে

www.doridro.com

আলোচনা করে বাইরে বের হয়ে এল। অন্ধকারে এক হাজার সৈন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেনাপতিকে দেখে সবাই পা ঠুকে অস্ত্র ঝাঁকিয়ে তাকে অভিবাদন করল। গুরগিল গুরগান গলা উঁচিয়ে বলল, "আমাদের গুপ্তচরেরা খবর এনেছে, রাজধানীতে তিনজন বিদেশি এসেছে। একজন বিশাল মোটা পাহাড়ের মতো, একজন লিকলিকে চিকন, আরেকজন একটা বাচ্চা ছেলে। বাচ্চা ছেলে বলে তাকে অবহেলা করা যাবে না-সে-ই হচ্ছে এই দলের নেতা। এই তিনজন আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে এসেছে-ষড়যন্ত্রটা কি আমাদের গুপ্তচর বিভাগ আগে অনুমান করতে পারে নাই। এখন বোঝা গেছে, তারা এসেছে নারীনাকে চুরি করে নিয়ে যেতে। রাজধানীর লাখ লাখ মানুষ যে উৎসব দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই উৎসবকে মাটি করতে।"

গুরগিল গুরগানের ঠোঁটের ওপরের অংশ ক্রমাগত নড়ছিল, সে সেটাকে একটু থামানোর চেষ্টা করল, খুব লাভ হলো না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "এই অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দলটি অসাধ্য সাধন করেছে-তারা সত্যি সত্যি নারীনাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের সামনে তারা আমাদের মুখে চুনকালি দিতে চায়।" গুরগিল গুরগান হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। আমাদের গুপ্তচর বাহিনী খবর এনেছে, তিনজনের এই দলটি নিরাপত্তার কারণে একেক দিন একেক সরাইখানায় থাকে। আজ রাতেও তারা রাজধানীর কোনো একটা সরাইখানায় লুকিয়ে আছে। তোমরা এই মুহূর্তে প্রতিটা সরাইখানা ঘেরাও করো, তাদের ধরে আনো। মনে রেখো, আমি তাদের সবাইকে অক্ষত দেখতে চাই। তাদের কারও শরীরে যেন কোনো আঘাত না লাগে। তাদের যে শাস্তি দিতে হয়, সেটা দেব আমি। এবং সেটা দেব আমি আমার নিজের হাতে!" সেনাপতি গুরগিল গুরগান হুঙ্কার দিয়ে বলল, "তোমরা এখন যাও, ধরে আনো তিন ষড়যন্ত্রকারীকে, উদ্ধার করে মুক্ত করে আনো নারীনাকে।"

এক হাজার সৈন্য তাদের অস্ত্র তুলে ঝনঝনানি করে কুচকাওয়াজ করতে করতে বের হয়ে গেল। গুরগিল গুরগান দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "বাছাধন! তোমরা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি! আমি শুধু ফাঁদ দেখাব না, সেই ফাঁদে হাড়-মাংস আলাদা করে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজালে কেমন লাগে, সেটাও বুঝিয়ে ছাড়ব।"

সরাইখানার একটা ছোট ঘরে নারীনা, পরাগ, টিটিং আর ভুটু বসে ছিল। কারও চোখে ঘুম নেই, সবাই নিচু গলায় কথা বলছে। অন্যদিন হলে ভুটুর চোখে ঘুম নেমে আসত, আজকে সেও জেগে বসে আছে। পুরো রাজধানী গুপ্তচরে

www.doridro.com

গিজগিজ করছে–রাতে বের হলে তাদের কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই ভোর হলেই তারা বের হবে–নারীনাকে একটা ছেলে সাজিয়ে একটা খচ্চরের উপর বসিয়ে রাজধানী থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারা যখন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলছিল ঠিক তখন প্রায় দুইশ সৈন্য সরাইখানাটা ঘেরাও করে ফেলেছিল।

কিছু বোঝার আগেই সৈন্যবাহিনী এসে তাদের ধরে ফেলল।

সৈন্যরা শিকল দিয়ে বেঁধে যখন পরাগ, টিটিং আর ভুটুকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন নারীনা ফিসফিস করে বলল, "আবার দেখা হবে।"

কদাকার মুখের একজন গুপ্তচর হা হা করে হেসে বলল, "এই দুনিয়ায় না, তোমাদের দেখা হবে পরের দুনিয়ায়।"

www.doridro.com

পরাগ টিটিং আর ভুটুকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাজার দরবারে আনা হয়েছে। দরবারে অন্য সবাই এসে গেছে, রাজা এখনো আসেনি। বড় সিংহাসনের ডান পাশে বসেছে সেনাপতি গুরগিল গুরগান, বাম পাশে প্রধানমন্ত্রী ধুরুন্ধালী। দুই পাশে আরও মানুষজন বসে আছে। তাদের সবার শরীরে জমকালো পোশাক, মাথায় হীরা-জহরত লাগানো টুপি না হয় পাগড়ি, গলায় মালা, চোখে চশমা। তাদের মধ্যে শুধু একজন খুব সাধারণ পোশাকে বসে আছে, মাথায় সাদা ধবধবে চুল, মুখে বয়সের ছাপ। মানুষটির চোখ দুটো ঝকঝকে উজ্জ্বল– কিন্তু মুখটা খুব বিষণ্ণ। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে রাজসভায় জমকালো পোশাক পরা মানুষগুলোর সঙ্গে বসে থাকতে তার খুবই অস্বস্তি হচ্ছে।

পরাগ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাজদরবারটি দেখল। সে কখনো চিন্তা করেনি সে আসলেই একটা রাজদরবার নিজের চোখে দেখবে। কিন্তু যেভাবে শিকলবাঁধা অবস্থায় সে এই দরবার দেখছে, তার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। এত সুন্দর করে সাজানো, এত জমকালো, মণি-মুক্তা-হীরা-জহরত দিয়ে ভরে রেখেছে কিন্তু এসবের কোনো কিছুই পরাগের মনে দাগ কাটতে পারছে না। তার শুধু নারীনার কথা মনে পড়ছে। তাকে বাঁচাতে গিয়েও সে বাঁচাতে পারল না, উদ্ধার করেও সে শেষরক্ষা করতে পারল না। মনে হচ্ছে, নারীনার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বুঝি মেরে ফেলবে–একদিক দিয়ে ভালোই হবে। নারীনাকে মেরে ফেললে সে বেঁচে থাকবে কেমন করে?

রাজার দরবারে মানুষগুলো নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছিল। তখন হঠাৎ করে দ্রিম দ্রিম করে একটা বাজনা বেজে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই কথা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যায়। একজন মানুষ মুখে একটা শঙ্খ লাগিয়ে একধরনের শব্দ করে মোটা গলায় চিৎকার করে বলল, "আকাশ থেকে পাহাড়, পাহাড় থেকে বন, বন থেকে মাঠ, মাঠ থেকে মরুভূমি, মরুভূমি থেকে নদী, নদী থেকে সমুদ্রের ভেতরে যত মানুষ, যত পশুপাখি, যত কীটপতঙ্গ তাদের সকলের রাজা কিরমতের পুত্র মিরকত, মিরকতের পুত্র জিরকত এবং জিরকতের পুত্র মহামান্য সম্রাটের সম্রাট জুলকতে বুলকাত নিফতি আলা বা-হা-দু-র।"

www.doridro.com

সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন একটা মখমলের পর্দা উঠিয়ে প্রথমে কিছু মানুষ, তারপর কিছু খুব সুন্দরী মহিলা এবং তারপর একজন নাদুসনুদুস মানুষ দরবারে ঢুকল। তার পিছু পিছু আরও মানুষ আরও সুন্দরী মহিলা। নাদুসনুদুস মানুষটি সিংহাসনে বসার পর অন্য সবাই তাদের জায়গায় বসে পড়ে। তখন পরাগ বুঝতে পারল, এই নাদুসনুদুস মানুষটিই হচ্ছে এই দেশের রাজা। সত্যি সত্যি সে এই দেশের রাজা, মন্ত্রী আর সেনাপতিকে দেখছে–পরাগ এখনো বিশ্বাস করতে পারে না।

রাজা আর মন্ত্রী নিচুগলায় কিছু কথাবার্তা বলছিল, তখন হঠাৎ সেনাপতি গুরগিল গুরগান বলল, "রাজা বাহাদুর, আমি আজকে আপনাকে একটা বিশেষ জিনিস দেখাতে এনেছি।"

"কী জিনিস?"

"মনে নেই, এই সপ্তাহে একটা বিশেষ যন্ত্রের অভিষেক করা হবে?"

"ও আচ্ছা।" রাজা শুকনো মুখে বলল, "তোমার একটা যন্ত্র?"

"হ্যাঁ। দশ লক্ষ সোনার টাকা, দশ লক্ষ রুপার টাকা আর চৌদ্দ কোটি তামার টাকা খরচ করে এই যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে–"

রাজা ইতস্তত করে বলল, "খরচটা একটু বেশি মনে হচ্ছে না?"

"মোটেও বেশি না। দেশের সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে নিরাপত্তা। নিরাপত্তার জন্য টাকা খরচ করতে হয়, মহারাজা। নিরাপত্তার জন্য টাকা খরচ না করলে দেশ বেদখল হয়ে যাবে।"

রাজাকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, জিজ্ঞেস করল, "কে বেদখল করবে?"

"কে আবার? এই দেশের মানুষ। আপনি জানেন না, এই দেশের মানুষ কী পাজি। সব সময় তারা কোনো না কোনো ষড়যন্ত্র করছে। আমার বিশাল গুপ্তচর বাহিনী আছে বলে রক্ষা, তা না হলে দেশটা রসাতলে যেত। আপনাকে দেখানোর জন্য তিনজন ষড়যন্ত্রকারীকে ধরে এনেছি।"

"কোথায়?"

গুরগিল গুরগান হাত তুলে পরাগ, টিটিং আর ভুটুকে দেখিয়ে বলল, "ওই দেখেন।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "একজন তো দেখি বাচ্চা ছেলে! এত ছোট ছেলে ষড়যন্ত্র করবে কীভাবে?"

গুরগিল গুরগান মাথা নেড়ে বলল, "দেখে মনে হয় বাচ্চা ছেলে, আসলে মহা ধুরন্ধর। এইটাই হচ্ছে দলের নেতা।"

রাজা মাথা নেড়ে বলল, "কী জানি বাপু, আমি বুঝি না। আমার কাছে তো মনে হচ্ছে একেবারেই বাচ্চা ছেলে।"

www.doridro.com

গুরগিল গুরগান লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এইটাই হচ্ছে সত্যি কথা–আপনি কিছু বুঝেন না। আমরা বুঝি। আমরা অনেক কষ্ট করে দেশ চালাই। সেই জন্যে দেশটা এখনো টিকে আছে।"

"ঠিক আছে, বাপু, তোমার যন্ত্রটা দেখাও দেখি। দশ লক্ষ সোনার টাকা, দশ লক্ষ রুপার টাকা আর চৌদ্দ কোটি তামার টাকা দিয়ে যন্ত্র তৈরি করেছ–সেটা একটু দেখা দরকার। কোথায় সেই যন্ত্র?"

গুরগিল গুরগান বলল, "এখনই নিয়ে আসছে, মহারাজা।"

তখন দেখা গেল, ষোলোটা ঘোড়া মিলে টেনে টেনে বিশাল একটা যন্ত্র রাজার সামনে নিয়ে আসছে। যন্ত্রটা রাজার দরবারের ফাকা জায়গাটাতে এনে রাখা হলো। যন্ত্রটি দেখতে ভয়াবহ, নানা রকম চাকা, গিয়ার, নল বের হয়ে আছে। একপাশে একটা কাঠের পাটাতন, তার দুই পাশ থেকে চামড়ার বেল্ট ঝুলছে।

রাজা অবাক হয়ে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ও বাবা! এ তো দেখি সাংঘাতিক যন্ত্র। কী হয় এই যন্ত্র দিয়ে?"

"মহারাজা, এটা দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।"

রাজা খানিকটা চমকে উঠে বলল, "যন্ত্রণা দেওয়া হয়?"

"হ্যাঁ, মহারাজা। দেশে অনেক ষড়যন্ত্রকারী। এইসব ষড়যন্ত্রকারীকে ধরার পর তাদের মুখের কথা বের করা খুব দরকার। এমনিতে কেউ মুখ খুলতে চায় না। এই যন্ত্র দিয়ে কথা বের করা হবে।"

রাজা মনে হয় তখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে শুধু যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করে একটা যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। রাজা ইতস্তত করে বলল, "একটা মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া কি ঠিক হবে?"

সেনাপতি গুরগিল গুরগান হাঁটুতে থাবা দিয়ে বলল, "আপনি কী বলছেন, মহারাজা? দেশকে ঠিক রাখার একটাই রাস্তা, কঠিন শাস্তি দিয়ে সবাইকে সোজা রাখা।"

গুরগিল গুরগান চোখ কটমট করে রাজার দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই দেখল তার ওপরের ঠোঁটের একটা অংশ নড়তে শুরু করছে। সবাই গুরগিল গুরগানকে ভয় পায়, যখন তার ওপরের ঠোঁটের বাম দিকের অংশ নড়তে শুরু করে, তখন ভয়ে আর কোনো কথা বলে না। রাজাও আর কথা বাড়াল না, মিনমিন করে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেনাপতি। তুমি যদি বলো তাহলে ঠিক আছে।"

গুরগিল গুরগান বলল, "আজকে এই যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।"

রাজা চমকে উঠে বলল, "পরীক্ষা?"

www.doridro.com

"জি, মহারাজা! একজন মানুষকে ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে যন্ত্রণা দেব। দেখব যন্ত্রটা ঠিক করে কাজ করে কি না।"

রাজা বলল, "এত টাকা দিয়ে তৈরি করেছ–নিশ্চয়ই কাজ করে। সবার সামনে পরীক্ষা করার দরকার কী?"

"মহারাজা, সবার সামনে এটা পরীক্ষা করার দরকার আছে। এই সপ্তাহে যন্ত্রটার অভিষেক হবে। দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে আমরা কত শক্তিশালী। আমরা কত ভয়ঙ্কর। আমাদের কত ক্ষমতা। তাহলে দেশের মানুষ আমাদের ভয় পাবে।"

রাজা ইতস্তত করে বলল, "ভয় দেখানোর দরকার কী?"

"মহারাজা, ভয় দেখাতে হয়। ভয় পেলেই মানুষ সোজা থাকে। দেশের সব মানুষ যদি খেপে ওঠে, তাহলে কেউ তাদের সামলাতে পারবেন না, কিন্তু যদি তাদের ভয় দেখিয়ে রাখা হয় তাহলে তারা কোনো দিন খেপে উঠবে না।"

রাজা মাথা নেড়ে দুর্বল গলায় বলল, "ও আচ্ছা।"

গুরগিল গুরগান বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আজকে যেহেতু এই যন্ত্রটা প্রথম চালাব, তাই যন্ত্রের কারিগরকে নিয়ে এসেছি।"

রাজা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "কোথায় কারিগর?"

সাদাসিধে কাপড় পরা ধবধবে সাদা চুলের মানুষটা দাঁড়িয়ে বলল, "আমি, মহারাজা।"

"তুমি এই যন্ত্রটা তৈরি করেছ?"

"জি, মহারাজা।"

"এই যন্ত্র তৈরি করতে তুমি লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছ, কিন্তু তোমার পোশাক এত সাদাসিধে কেন?"

কারিগর মাথা নিচু করে বলল, "আমি কারিগর মানুষ, লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করি, তাই পোশাকের দিকে আগ্রহ নেই। তা ছাড়া–"

"তা ছাড়া কী?"

"এটা তৈরি করতে দশ লক্ষ সোনার টাকা, দশ লক্ষ রুপার টাকা আর চৌদ্দ কোটি তামার টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা তো আমরা খরচ করি নাই। আমরা বেতন পেয়েছি, কাজ করেছি।"

রাজা অবাক হয়ে গুরগিল গুরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে এত টাকা খরচ হলো কেমন করে?"

গুরগিল গুরগানের ঠোঁটের ওপরের অংশ আবার কাঁপতে থাকে। সে বলে, "যন্ত্রের ভেতরে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র দিতে হয়েছে, মহারাজা। আমাদের সেগুলো কিনতে হয়েছে।"

www.doridro.com

রাজা দুর্বলভাবে বলল, "ও আচ্ছা।"

গুরগিল গুরগান কারিগরকে বলল, "কারিগর, তুমি তোমার যন্ত্র চালু করো।"

কারিগর হাত জোড় করে বলল, "যন্ত্র চালু করার আগে মহারাজার কাছে একটা আরজি ছিল।"

"কী আরজি?"

"আমি কারিগর মানুষ। আমার কাছে অনেকে কাজ শিখত। তারা বড় হয়ে আমার থেকে বড় কারিগর হতো। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"তারা আর আমার কাছে কাজ শিখতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"দেশে নতুন আইন হয়েছে, কোনো স্কুল থাকবে না, মক্তব থাকবে না। লেখাপড়ার দরকার নাই–"

রাজা বলল, "সেকি! এই আইন কখন হলো?"

গুরগিল গুরগান চোখ পাকিয়ে বলল, "মহারাজা, আপনি নিজে এই আইন করেছেন?"

"আমি? আমি কখন করলাম?"

"গত বছর। মনে নেই, দেশের মানুষকে বেশি করে ব্যায়াম করার জন্য একটা আইন হলো–"

রাজা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, হয়েছিল।"

"মানুষ ব্যায়াম করবে কোথায়? জায়গা লাগবে না? তাই তো স্কুল-মক্তব কারিগরদের জায়গা সব দখল করে নেওয়া হলো।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু কিন্তু–"

গুরগিল গুরগান গলা নামিয়ে বলল, "মহারাজা, কাজটা খুব ভালো হয়েছে। সাধারণ মানুষের লেখাপড়া বন্ধ করে খুব বড় কাজ হয়েছে। দুই পাতা বই পড়ে তারা মনে করে লায়েক হয়েছে। খুব ঝামেলা করে। এখন কোনো ঝামেলা নাই। তা ছাড়া আমার সৈন্যসামন্ত লেখাপড়া করে। বড়লোকের ছেলেপিলে লেখাপড়া করে। কোনো সমস্যা নেই।"

কারিগর জোড় হাত করে বলল, "মহারাজা, যদি অনুমতি দেন তাহলে একটু কথা বলি?"

গুরগিল গুরগান বাজখাঁই একটা ধমক দিয়ে বলল, "খামোশ! চুপ করো তুমি!" গুরগিল গুরগানের ঠোঁটের বাম এবং ডান দিক দুটোই এবার চিড়িক

www.doridro.com

চিড়িক করে নড়তে লাগল। ভয়ে আর কেউ একটু শব্দ করার সাহস পেল না। গুরগিল গুরগান তখন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "যাও কারিগর, যন্ত্র চালু করো।"

কারিগর মাথা নিচু করে বলল, "কাকে যন্ত্রণা দেব, সেনাপতি? একজন মানুষ লাগবে।"

"শিকল দিয়ে বাঁধা ওই বাচ্চাটাকে নাও।"

রাজা দুর্বলভাবে বললেন, "বাচ্চা? বাচ্চাটা কেন? বাচ্চাকে শাস্তি দেওয়া কি ঠিক হবে?"

গুরগিল গুরগান হিসহিস করে বলল, "শাস্তি দিতে হয় বাচ্চাদের, তাহলে তারা ঠিক থাকে। বড় হয়ে তারা তাহলে বদমাইসী করে না।" তারপর সে তার সৈন্যদের হুকুম দিল, "ওই ছেলেটাকে খুলে যন্ত্রটার সঙ্গে বাঁধো।"

কয়েকজন সৈন্য গিয়ে পরাগকে শিকল থেকে মুক্ত করে যন্ত্রটার কাছে নিয়ে আসে। পরাগের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে ভালো করে চিন্তা করতে পারছে না। এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রের যন্ত্রণা কি সে সহ্য করতে পারবে?

পরাগকে কাঠের পাটাতনের পাশে দাঁড় করিয়ে চামড়ার বেল্টগুলো দিয়ে হাত আর পা বেঁধে নেওয়া হয়। কারিগর তখন যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে আসে, সামনে একটা অনেক বড় ডায়াল, সেই ডায়ালের হ্যান্ডেলটা ধরে বলল, "যন্ত্রণার পরিমাণ কত দেব? এক গুণ নাকি দশ গুণ?"

"সবচেয়ে বেশি কত গুণ দেওয়া যায়?"

"এক হাজার গুণ।"

গুরগিল গুরগান দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোমার যন্ত্রটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কাজেই এক গুণ থেকে বাড়িয়ে সেটা পুরো এক হাজার গুণ পর্যন্ত নিতে হবে।"

"ঠিক আছে, জনাব। আমি কি শুরু করব?"

"শুরু করো।"

কারিগর একটা সুইচ টিপে দিতেই পুরো যন্ত্রটা ঘরঘর শব্দ করতে থাকে, কাঠের পাটাতনে বাঁধা পরাগ যন্ত্রের ভেতরে ঢুকতে থাকে, ওপর থেকে গোলাকার একটা ধাতব যন্ত্র নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে, আর ঠিক তক্ষুনি পরাগ একটা অমানুষিক চিৎকার করে ওঠে। যন্ত্রণার এ রকম ভয়াবহ চিৎকার পৃথিবীর কোনো মানুষ এর আগে শোনেনি।

রাজার দরবারে যারা ছিল, তারা সবাই চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল। শুধু গুরগিল গুরগান আনন্দে হা হা করে হেসে বলল, "আরও দশ গুণ! আরও দশ গুণ।"

www.doridro.com

পরাগকে যখন কাঠের পাটাতনে চামড়ার বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো, সে তখন ফিসফিস করে বলছিলো, "হে খোদা, তুমি আমাকে শক্তি দাও, যেন আমি এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি।" তারপর সে তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সারা শরীর শক্ত করে যন্ত্রণার ধাক্কাটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কারিগর সুইচ টিপে ধরতেই যন্ত্রের ভেতর থেকে ঘরঘর শব্দ বের হতে থাকে আর সে যন্ত্রের সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ঠিক তখন তার কানের কাছ থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসে। যান্ত্রিক কণ্ঠটা নিচু গলায় বলে, "এই যন্ত্র তার কাজ শুরু করেছে। যাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বাঁধা হয়েছে, তাকে বলছি, মন দিয়ে শুনুন, আমরা মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে যন্ত্রণা দিতে পারি না, তাই আসলে আপনাকে কখনোই যন্ত্রণা দেওয়া হবে না। তবে সেনাপতি গুরগিল গুরগান যেন বুঝতে না পারে সে জন্য আপনাকে যন্ত্রণা পাওয়ার অভিনয় করে যেতে হবে। কাজেই আপনি এখন গলা ফাটিয়ে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করুন।"

পরাগ তখন গলা ফাটিয়ে এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে যারা উপস্থিত ছিল তারা চমকে উঠে চোখ বন্ধ করল। পরাগ শুনতে পেল, যন্ত্রটা তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে, "চমৎকার। আপনি এভাবে চিৎকার করে, ছটফট করে, লাফিয়ে কুদিয়ে, হাত-পা নেড়ে, শরীর ঝাঁকিয়ে নানা রকম আর্তনাদ করে ব্যথা পাওয়ার অভিনয় করে যেতে থাকুন। মনে রাখবেন, আপনাকে যখন ছাড়া হবে তখন আপনি নিস্তেজ এবং অর্ধমৃত ও অচেতন হওয়ার অভিনয় করবেন। মনে রাখবেন, আপনি কখনোই কারও কাছে এটি প্রকাশ করবেন না। গুরগিল গুরগানের বিরুদ্ধে আমাদের সবার সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক।"

পরাগ ব্যাপারটা বুঝে গেল, কাজেই পরের সময়টুকু সে যন্ত্রণায় ছটফট করার এমন সুন্দর অভিনয় করে গেল যে তার কোনো তুলনা নেই। সে বিকট স্বরে কাঁদতে লাগল, হা-হুতাশ করতে লাগল, শরীর ঝাঁকাতে লাগল, কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে লাগল আর টানা চিৎকার করে যেতে লাগল। যন্ত্রের ভেতর তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্তের মতো লাল রং আর পানি ছিটিয়ে দেওয়া হলো এবং শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা যখন তাকে আবার বাইরে নিয়ে আসে, সবাই শিউরে উঠে দেখল পরাগের ঠোঁট, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে এবং সে তীব্র যন্ত্রণায় অবসন্ন ও অচেতন। চামড়ার বেল্ট খুলে তাকে মেঝেতে ফেলে রাখা হয় এবং পরাগ সেখানে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে।

গুরগিল গুরগান ঠোঁট দিয়ে লোল টানার মতো শব্দ করে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছেন মহারাজা, কেমন চমৎকার যন্ত্র? পিটিয়ে বদমাশটাকে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।"

www.doridro.com

রাজা মুখ বিকৃত করে বলল, "ভয়াবহ ব্যাপার। আমি এ রকম আর দেখতে চাই না।"

"কী বলছেন, মহারাজা। এখনো আরও দুইজন রয়েছে। এখন ওই মোটা দানবটা, তারপর লিকলিকে বদমাশটা।"

রাজা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি আর দেখতে চাই না। আমি এই রকম দৃশ্য সহ্য করতে পারব না। আমি মনে হয় বমি করে দেব।"

গুরগিল গুরগান বলল, "ঠিক আছে, তাহলে এদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিই।"

"মৃত্যুদণ্ড? মৃত্যুদণ্ড কেন? কী করেছে এরা?"

গুরগিল গুরগান বলল, "দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।"

"কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেবে?"

গুরগিল গুরগান হাঁটুতে থাবা দিয়ে বলল, "দিতেই হবে। এ ভয়ঙ্কর অপরাধী। আমরা এর আগে এর থেকে ছোট বাচ্চাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।"

"দিয়েছি নাকি?"

"হ্যাঁ, দিয়েছি।"

"কিন্তু—"

গুরগিল গুরগান রাজাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, "মৃত্যুদণ্ড! তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ড।" তারপর সে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে ডাকল, "জল্লাদ!"

দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কুচকুচে কালো পাহাড়ের মতো বড় একজন মানুষ এগিয়ে এল। কালো কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা, শুধু দেখার জন্য তার চোখের জায়গায় দুইটা ফুটো। তার কোমরে কালো বেল্ট। সে লাল রঙের একটা জাঙ্গিয়া পরে আছে। এ ছাড়া তার শরীরে কোনো কাপড় নেই। তার হাতে একটা ধারালো কুড়াল, সে কুড়ালটা কাঁধে নিয়ে যখন সামনে হেঁটে আসতে লাগল, তখন তার শরীরের সমস্ত মাংসপেশি কিলবিল কিলবিল করে নড়তে লাগল। সে সেনাপতি গুরগিল গুরগানের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বলল, "হুকুম করুন, সেনাপতি।"

"এই তিনজনকে কতল করো।"

জল্লাদ কুড়াল উঁচু করে বলল, "এইখানেই কোপ দিয়ে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিই?"

রাজা প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "না-না, না। রাজদরবারে খুনোখুনি করবে নাকি?"

www.doridro.com

"তাহলে আমি আমার কয়েদখানায় নিয়ে যাই?"

গুরগিল গুরগান বলল, "হ্যাঁ, নিয়ে যাও।"

জল্লাদ বলল, "হুজুর, সেনাপতি–"

"বলো।"

"কতল করার পর শরীরটা কী করব?"

"পুঁতে ফেলো।"

"প্রতিদিন দশটা-বারোটা করে পুঁতে ফেলতে হয়, কয়েদখানায় আর জায়গা নেই। সেই জন্য বলছিলাম–"

"খাড়া করে পুঁতো, তাহলে জায়গা কম লাগবে।"

এই রকম সময় রাজা হড়হড় করে সেনাপতি গুরগিল গুরগানের ওপর বমি করে দিল। বমি করে বলল, "কিছু মনে করো না, সেনাপতি, তোমার এই আলোচনা শুনে শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল।"

কিছুক্ষণ পর শহরের মানুষ দেখল জল্লাদ তার কুড়ালটা কাঁধে নিয়ে রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তার পেছনে শিকলে বাঁধা তিনজন মানুষ, একজন পাহাড়ের মতো বড়, তার পেছনে একজন লিকলিকে চিকন মানুষ আর সবার পেছনে ছোট একটা বাচ্চা। প্রায় কুড়িজন সৈনিক তাদের ঘেরাও করে নিয়ে যাচ্ছে।

শহরের মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রতিদিনই তারা দেখে এ রকম কিছু মানুষকে শিকলে বেঁধে কয়েদখানায় নিয়ে যাচ্ছে। কালো কাপড়ে ঢাকা জল্লাদকে দেখেই মানুষের হৃৎপিণ্ড ভয়ে থেমে যেতে চায়। এই নিষ্ঠুর মানুষটা কত মানুষকে অবলীলায় হত্যা করেছে চিন্তা করে তাদের শরীর শিউরে ওঠে।

কয়েদখানার সামনে এসে ছোট দলটা দাঁড়াল। কয়েদখানার একজন মানুষ কোমর থেকে চাবি বের করে বিশাল লোহার গেটটা খুলে দেয়, ভেতর থেকে মানুষের কাতর চিৎকার আর আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসে। সেনাবাহিনীর লোকেরা পরাগ, ভুটু আর টিটিংয়ের হাতের শেকল খুলে দিয়ে তাদের ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। কয়েদখানার মানুষটা গেটটা বন্ধ করে দেওয়ার পর সৈন্যের দলটা কুচকাওয়াজ করে চলে যায়।

জল্লাদ আর কয়েদখানার অন্য মানুষজন তখন টিটিং, ভুটু আর পরাগকে ঠেলে সামনে নিতে থাকে। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে তারা নিচে নেমে আসে। দেয়ালের এখানে-সেখানে মানুষের হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা। কাউকে কাউকে চাবুক দিয়ে মারা হচ্ছে, তারা কাতর গলায় আর্তনাদ করছে। পাথরের মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্ত, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ।

www.doridro.com

জল্লাদ বিশাল হলঘরের মতো জায়গার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে। এখন বন্ধ করতে পারো। সৈন্যরা চলে গেছে।"

বলা মাত্রই যারা চাবুক দিয়ে মারছিল, তারা চাবুক মারা বন্ধ করে দেয় এবং যারা এতক্ষণ যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করছিল, তারা শব্দ বন্ধ করে সহজ-স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, সবাই হাত কচলাতে কচলাতে সামনে এগিয়ে আসে। জল্লাদ টান দিয়ে তার মুখের কালো কাপড়টা খুলে ফেলে, পরাগ অবাক হয়ে দেখল জল্লাদের চেহারা খুবই অমায়িক এবং হাসিখুশি। সে গলা উঁচিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি আমার লুঙ্গিটা দাও! দিন-রাত নেংটি পরে মানুষজনের সামনে চলাফেরা করতে হয়, কী লজ্জার কথা!"

একজন মানুষ একটা লুঙ্গি এনে দিল, জল্লাদ সেই লুঙ্গিটা পরে তার লাল রঙের জাঙ্গিয়া আর চামড়ার বেল্ট দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা টুলে আরাম করে বসে বলল, "কোন শালা জল্লাদের পোশাক ঠিক করেছে লাল রঙের নেংটি? তাকে যদি পেতাম মাথা ফাটিয়ে দিতাম।"

যে মানুষটা লুঙ্গি এনে দিয়েছে সে বলল, "ভাইজান, আপনি কি আর আসলে জল্লাদ? আপনি তো জল্লাদের অভিনয় করেন।"

"অভিনয় করতে করতেই জান বের হয়ে যাচ্ছে!" জল্লাদের হঠাৎ করে পরাগ, টিটিং আর ভুটুর কথা মনে পড়ল, সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "এই, তোরা এই তিনজনের শিকল খুলে এদের বসতে দে। এরা খুবই পেরেশান, বিশেষ করে এই ছোট ছেলেটাকে বসতে দে। খুবই ধকল গেছে ওর ওপর। একটা পাখা এনে বাতাস কর দেখি।"

পরাগ কিছুই বুঝতে পারছিল না, কয়েদখানায় ঢোকার সময় দেখেছিল নানারকম কয়েদিকে নানারকম শাস্তি দিচ্ছে–এখন হঠাৎ দেখে সবাই মিলে হাসিঠাট্টা করছে, গল্পগুজব করছে–মনে হয় বিশাল একটা পরিবার। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। টিটিং ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "কী হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জল্লাদ হাসি-হাসি মুখে বলল, "বোঝার কিছু নেই। আমাদের সেনাপতি গুরগিল গুরগানের অত্যাচারে দেশের মানুষের জান বের হয়ে যাচ্ছে! প্রতিদিন সে এত এত মানুষের প্রাণদণ্ড দিয়ে বসে থাকে, আমি তাদের নিয়ে এসে ছেড়ে দিই–তারা বাড়িঘরে বউ-বাচ্চার কাছে ফেরত যায়।"

"তাহলে তুমি জল্লাদ না?"

"অবশ্যই আমি জল্লাদ। আমি জল্লাদের চাকরি করি বহুদিন।"

"কিন্তু তুমি কাউকে মারো না?"

www.doridro.com

কাছাকাছি একজন হি হি করে হেসে বলল, "তুমি যে কী বলো! আমাদের এই জল্লাদ ভাইয়ের মনটা খুবই নরম। সে জীবনে কাউকে একটা চড় পর্যন্ত দেয়নি। মশা পর্যন্ত মারে না!"

"কী আশ্চর্য!"

জল্লাদ ভালো মানুষের মতো হেসে বলল, "এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিপদের সময় একজন আরেকজনের সাহায্য করতে হয়। এখন তুমি বিপদে পড়েছ, আমি তোমারে সাহায্য করছি। আরেক দিন আমি বিপদে পড়ব, তখন তুমি আমারে সাহায্য করবে। এইটা হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম।"

পরাগ বলল, "তাহলে কেউ আমাদের মেরে ফেলবে না?"

"আরে না! কে তোমাদের মারবে? কেউ তোমাদের মারবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো। বিশ্রাম নাও, খাওয়া দাওয়া করো।"

জল্লাদ একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আজকে কী রান্না করছিস?"

"ভাত সবজি ডাল আর ছোট মাছ!"

"আরে দূর! ডাল-ভাত খেয়ে পোষাবে না। আমাদের এই রকম বাচ্চা অতিথি এসেছে, আজ রাতে ভালো কিছু রান্না কর। বিরিয়ানি না হলে কোরমা-পোলাও। ভালো দই আর লালমোহন নিয়ে আয় দেখি।"

খাবার মেনু শুনে উপস্থিত সবাই আনন্দের একটা শব্দ করল। জল্লাদ হাত দিয়ে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে পরাগকে বলল, "যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নাও। ভেতরে বিছানা করে দেওয়া আছে।"

পরাগের তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না, বলল, "সত্যি, আমাদের কেউ মেরে ফেলবে না?"

জল্লাদ হা হা করে হেসে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ তোমাকে মেরে ফেলবে না।"

পরাগ বলল, "কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"নারীনাকে যে মেরে ফেলবে!"

"নারীনা?"

সেই হলঘরে যারা ছিল, তারা সবাই মাথা ঘুরিয়ে পরাগের দিকে তাকাল। জল্লাদ ভুরু কুচকে বলল, "তুমি নারীনাকে চেনো?"

পরাগ মাথা নাড়ল, বলল, "চিনি। নারীনা আমার বন্ধু। আমাদের গ্রামের কাছে একটা জঙ্গল আছে, সেখানে নারীনা কাঠ কুড়াতে আসত। তখন থেকে চিনি।"

www.doridro.com

একজন বলল, "আমরা নারীনার গল্প শুনেছি। সে নাকি পরীর মতো সুন্দর। তার চেহারা নাকি দেবীর মতোন। এইটুকুন একটা মেয়ে, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালে সবাই নাকি মাথা নিচু করে ফেলে।"

পরাগ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল, "হ্যাঁ, নারীনা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো মেয়ে। আমরা তাকে উদ্ধার করেছিলাম–আবার ধরা পড়ে গেছি।"

ভুটু এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, এবার দেয়ালে মাথা ঠুকে হাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সব আমার দোষ! সব আমার দোষ!"

কয়েকজন তাকে থামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তার শরীরের ধাক্কায় ওলটপালট খেয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত জল্লাদ তাকে থামাল, থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন? তোমার দোষ কেন?"

"আমি বোকার মতোন সরাইখানায় জোরে জোরে গুরগিল গুরগানের কথা বলেছিলাম। সরাইখানার মালিক সেটা শুনে নিশ্চয়ই গুপ্তচরদের বলে দিয়েছে।" বলে ভুটু আবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

পরাগ বলল, "ভুটু, তুমি কেঁদো না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।"

টিটিং বলল, "হ্যাঁ, এখন চিন্তা করো কী করা যায়।"

জল্লাদ বলল, "নারীনাকে যদি আমার হাতে দিত বলি দেওয়ার জন্য, তাহলে তো কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু তাকে তো বলি দেবে বড় মাঠে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের সামনে। সেখানে হাজার হাজার সৈন্য থাকবে, প্রহরী থাকবে, সিপাই থাকবে, সান্ত্রী থাকবে। সেখানে কীভাবে, কী করব, বুঝতে পারছি না।"

টিটিং বলল, "চিন্তা করে কিছু একটা বের করতে হবে। তাকে কোথায় রেখেছে জানতে পারলে আবার তাকে উদ্ধার করতে যেতে পারতাম।"

একজন মাথা নেড়ে বলল, "তাকে কোথায় রাখবে, সেটা বের করা খুব কঠিন। গুরগিল গুরগানের শত শত প্রাসাদ, তার কোনো একটাতে লুকিয়ে রাখবে। তোমরা একবার তাকে উদ্ধার করে ফেলেছ, তাই এখন সেইখানে পাহারা থাকবে এক শ গুণ বেশি।"

জল্লাদ বলল, "খুব দুশ্চিন্তার বিষয় হলো। আমি জল্লাদ মানুষ, মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কম। চিন্তা করে কিছু তো বের করতে পারব না। তোমরা সবাই চিন্তা করে বের করো।"

পরাগ বলল, "আমার পুটুলিতে আমার নানীর দেওয়া একটা তেলের শিশি ছিল। সেই তেলের এক ফোঁটা মাথায় দিলে খুব ভালো বুদ্ধি বের হয়।"

"সত্যি!"

www.doridro.com

"হ্যাঁ, সত্যি। সব রক্ত মাথায় চলে আসে, মাথাটা গরম হয়ে যায়, তখন ফাটাফাটি বুদ্ধি বের হতে থাকে।"

"কোথায় তোমার পুটুলি? কোথায় তেলের শিশি?"

"পুটুলিটা তো নিয়ে গেছে। আমি শুধু তেলের শিশিটা সরিয়ে আমার গোঁজে লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

"বাহ্! চমৎকার।" জল্লাদ খুশি হয়ে বলল, "আজকে রাতে সবার মাথায় এক ফোঁটা তেল দিয়ে চিন্তা করব। সবাই মিলে চিন্তা করলে একটা না হয় একটা বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে।"

ঠিক এ রকম সময় একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "জল্লাদ ভাইজান, সৈন্যের দল আসছে, আরও একজন মানুষ আনছে।"

জল্লাদ গলা উঁচিয়ে বলল, "সবাই তৈরি হয়ে যাও। যার যেখানে ডিউটি সেখানে চলে যাও। আর আমার নেংটিটা দাও, আবার আসল জল্লাদ সাজি।"

একজন জল্লাদের লাল জাঙ্গিয়া আর চওড়া বেল্ট এনে দিল। জল্লাদ সেগুলো পরে তার মুখটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়। তারপর ঘাড়ে কুড়ালটা নিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে গেটের দিকে এগোতে থাকে।

কয়েদখানার নানা জায়গায় তখন ছিন্নভিন্ন কাপড় পরে লোকজন শেকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে নেয়। অন্যরা চাবুক দিয়ে তাদের মারার ভঙ্গি করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাতর আর্তনাদ করতে থাকে। একজন বালতি করে লাল রং এনে এখানে-সেখানে ঢেলে দেয়, দেখে মনে হয় টাটকা রক্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

কয়েদখানার গেট খুলে দিতেই কয়েকজন সৈন্য ভেতরে ঢুকে একজন মানুষকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিল। জল্লাদ চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুলে কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করেছিস, বদমাশের বাচ্চা?"

মানুষটা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি কিছু করি নাই। বিশ্বাস করেন, কিছু করি নাই।"

সৈন্যদের একজন বলল, "ব্যাটা মহা পাজি। আমাদের সেনাপতিকে নিয়ে গান বানিয়েছে। কত বড় সাহস!"

জল্লাদ জিজ্ঞেস করল, "কী করব এই বদমাশকে?"

সৈন্যটা গলায় পোচ দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "কতল করে ফেল।"

"তোমরা দাঁড়াও। এখনই কোপ দিয়ে মাথাটা আলাদা করে তোমাদের হাতে দিয়ে দিই।"

www.doridro.com

সৈন্যটা মাথা নেড়ে বলল, "না, না। আমাদের কিছু দিতে হবে না। তুমি তোমার মতোন করে শেষ করে দিয়ো।"

সৈন্যগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত জল্লাদ মানুষটার মাথায় চুলের ঝুঁটি ধরে রাখল, যখন তারা চোখের আড়াল হয়ে গেল, তখন চুলের ঝুঁটি ছেড়ে দিয়ে বলল, "এসো, গায়ক ভাই। অনেক দিন আমরা গান শুনি না।"

গায়ক মানুষটা হুমড়ি খেয়ে জল্লাদের পায়ে পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, বলল, "আমাকে মাফ করে দেন! আমি সেই দিন মাত্র বিয়ে করেছি। আমার ঘরে নতুন বউ! আমাকে মারবেন না। আমার নূতন বউটা বিধবা হয়ে যাবে। আমাকে ছেড়ে দেন!"

জল্লাদ গলা উঁচিয়ে সবাইকে লক্ষ করে বলল, "ঠিক আছে। এখন বন্ধ করতে পারো। সবাই চলে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েদখানায় আর্তনাদ, কাতর ধ্বনি, চিৎকার, চাবুকের শব্দ–সবকিছু থেমে গেল। সবাই হাসিখুশি ভঙ্গিতে আলাপ করতে করতে হলঘরের মাঝামাঝি আসতে থাকে। গায়ক মানুষটি কান্না বন্ধ করে ভ্যাবাচেকা খেয়ে এদিক-সেদিক তাকায়। জল্লাদ বলল, "গায়ক ভাই! তোমার কোনো ভয় নাই। আমার এই কয়েদখানায় গত দুই বছরে মানুষ দূরে থাকুক, একটা ইন্দুরকেও মারি নাই। তোমাকেও মারব না। তুমি তোমার নতুন বউয়ের কাছে ফিরে যেতে পারবা–কোনো সমস্যা নাই।"

মানুষটা ফ্যালফ্যাল করে কালো কাপড়ে ঢাকা জল্লাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকে দেখে মনে হয় সে কিছু বুঝতে পারছে না। জল্লাদ টান দিয়ে তার মুখের কালো কাপড়টা সরিয়ে নিতেই তার হাসিখুশি ভালো মানুষের মতো চেহারাটা বের হয়ে আসে। সে গায়কের পিঠে হাত দিয়ে নরম গলায় বলল, "তোমার কোনো ভয় নাই, গায়ক ভাই। বিশ্রাম নাও। খাওয়াদাওয়া করো। যে গান বানানোর জন্য তোমাকে গুরগিল গুরগান প্রাণদণ্ড দিয়েছে, আজ রাতের গানের আসরে তুমি আমাদের সেই গানটা গেয়ে শোনাবে।"

গায়ক বলল, "আ-আ-আমি সেই গান গেয়ে শোনাব? আমি?"

জল্লাদ বলল, "হ্যাঁ, তুমি। আমাদের কেউ গান গাইতে পারে না, শুধু হেড়ে গলায় চিল্লায়।"

গায়ক অবিশ্বাসের সাথে সবার মুখের দিকে তাকায়। এখনো সে পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

রাতে কয়েদখানায় ভুটু ও জল্লাদের ভেতর কে বেশি খেতে পারে তার একটা

www.doridro.com

প্রতিযোগিতা হলো, সেই প্রতিযোগিতায় জল্লাদ একটুর জন্য ভুটুর কাছে হেরে গেল। তারপর গানের আসরে প্রথমে বেসুরো গলায় অনেকে গান গাইল, সবশেষে গায়ক গান গেয়ে শোনাল, গুরগিল গুরগানকে নিয়ে গান। এর প্রথম চরণগুলো এ রকম:

"ওগো দেশি ভাই
তোমারে গুরগিল গুরগানের কাহিনী শোনাই।
জানোয়ারের চাইতে অধম সাপের মতোন মুখ
অত্যাচারের সীমা নাই, দেশের মাঝে দুখ
ওগো দেশি ভাই... ।"

গানের মধ্যে সবাই হাত তুলে তাল ঠুকে যোগ দেয়। যারা অতি উৎসাহী তারা কোমরে হাত দিয়ে একটু নেচেও নেয়।

গানের শেষে নারীনাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সেটা ভেবে বের করার জন্য সবাই গোল হয়ে বসে। পরাগ সবার মাথায় এক ফোঁটা করে তেল দিয়ে দেয়, দেখতে দেখতে সবার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে, কান থেকে ভাপ বের হতে থাকে। সবার মাথায় অনেক রকম আইডিয়া কিলবিল করতে থাকে।

পরাগ বিড়বিড় করে বলল, "কিছু একটা বুদ্ধি আমাদের চিন্তা করে বের করতেই হবে। বের করতেই হবে।"

www.doridro.com

গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান টিকটিকালী চিন্তিত মুখে বসে ছিল। গুরগিল গুরগান জিজ্ঞেস করল, "কী নিয়ে তোমার এত চিন্তা?"

"যখন একটা কিছু বুঝতে পারি না তখন চিন্তা হয়, সেনাপতি সাহেব।"

"তুমি কোন জিনিসটা বুঝতে পারছো না?"

"এই কবিতাটা।" বলে টিকটিকালী কবিতাটা আবৃত্তি করল,

"আগুনে সর্বনাশ
বাঘের দাঁতে আশ্বাস!"

গুরগিল গুরগান মুখটা বাঁকা করে হেসে বলল, "কোন পাগল-ছাগলে এই কবিতা বানিয়েছে আর তুমি সেইটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ?"

টিকটিকালী মুখ গম্ভীর করে বলল, "না না, সেনাপতি সাহেব, কোনো জিনিসকে সহজভাবে নেওয়া ঠিক না। আমার এই গুপ্তচর বাহিনী যদি না থাকত, যত ষড়যন্ত্রকারী আছে তাদের ধরে ধরে এনে যদি কতল না করত, তাহলে কি এই রাজত্ব টিকে থাকত? থাকত না। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এই কবিতার একটা অর্থ আছে। এর পেছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। কী ব্যাপার সেটা বুঝতে পারছি না, তাই তো দুশ্চিন্তা লাগছে!"

গুরগিল গুরগান টেবিল থেকে গ্লাসে করে লাল রঙের একটা পানীয় ঢক-ঢক করে খেয়ে বলল, "গুপ্তচরের কাজ করতে করতে তোমার মনটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেছে। তুমি সোজা জিনিসকেও জটিল করে দেখো!"

টিকটিকালী মাথা নাড়ল, বলল, "না সেনাপতি সাহেব, আমার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, সেইটা দিয়ে আমি বিপদ টের পাই। এই কবিতার মাঝে আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

"কী বিপদ?"

"রাজধানীর প্রত্যেকটা মানুষ এখন বিড়বিড় করে বলছে–আগুনে সর্বনাশ! বাঘের দাঁতে আশ্বাস!"

"এই কথাটার কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে? নাই।"

www.doridro.com

"তাহলে সবাই বলছে কেন?"

গুরগিল গুরগান বলল, "কেন বলছে সেটা তো তুমি জানোই! তুমিই তো বললে, একটা কুসংস্কার!"

"হ্যাঁ।" টিকটিকালী গম্ভীর মুখে বলল, "পরশু দিন নগরকেন্দ্রে বড় দেয়ালে কে যেন আলকাতরা দিয়ে এই কবিতাটি লিখে রাখল–আগুনে সর্বনাশ, বাঘের দাঁতে আশ্বাস। তার নিচে লেখা 'সৌভাগ্যের জন্য এই কবিতাটা দশজনকে বলুন!' দেশের মানুষ বোকার হদ্দ, তারা দশজনকে বলল। তারা প্রত্যেকে আবার দশজনকে। এইভাবে এক থেকে দশ, দশ থেকে এক শ, এক শ থেকে হাজার, হাজার থেকে দশ হাজার, দশ হাজার থেকে এক লাখ, এক লাখ থেকে দশ লাখ–অর্থাৎ রাজধানীর প্রত্যেকে এই কবিতাটা জেনে গেছে।"

গুরগিল গুরগান বলল, "সৌভাগ্যের জন্য বলছে তাতে সমস্যা কী?"

টিকটিকালী বলল, "সমস্যা হচ্ছে, মানুষ কবিতাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সারা শহরে নানা রকম গুজব। একজন এই কবিতাটা দশজনকে বলেছে, বলার সাথে সাথে সে নাকি বাড়ির পিছনে এক কলস সোনার টাকা পেয়েছে। অসুখে একজনের এই যায় সেই যায় অবস্থা–কাঁপা গলায় সে দশজনকে কবিতা বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার রোগ ভালো হয়ে গেছে। আরেকজন, তার ছেলের বিয়ে করার শখ, কিছুতেই বিয়ে হয় না, দশজনকে কবিতাটা বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসে গেছে, সুন্দরী মেয়ে, বিশাল যৌতুক!"

গুরগিল গুরগান তার পানীয়ের গ্লাসটায় আরেকটা চুমুক দিয়ে বলল, "গুজব তো গুজবই। গুজবে কান দিতে নাই।"

টিকটিকালী দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "সেনাপতি সাহেব, আপনাদের গুজবে কান দিতে নাই। কিন্তু আমি হচ্ছি গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান, আমার গুজবে কান দিতে হয়। প্রতিটা গুজব শুনতে হয়। বিশ্লেষণ করতে হয়। গবেষণা করতে হয়।"

"গবেষণা করে কী বের করলে?"

"কিছু মানুষ খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে এই গুজবগুলো ছড়াচ্ছে। এদের কোনো একজনকে যদি ধরতে পারতাম–এমন প্যাদানি দিতাম যে বাপ বাপ করে সব বলে দিত। কিন্তু ধরতে পারছি না। মানুষের মুখের কথা বাতাসের আগে ছড়ায়।"

"যা-ই হোক," গুরগিল গুরগান তার পানীয়ের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বলল, "তোমার দুশ্চিন্তা নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করা হয়েছে, এখন কাজের কথা হোক। আমার অনুষ্ঠানের কী অবস্থা?"

www.doridro.com

"অনুষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক। পরশু দিন ঘোড়দৌড়ের ময়দানে যন্ত্রণার যন্ত্র নিয়ে আসা হবে। বিকালবেলা হাজার হাজার মানুষের সামনে নারীনাকে বলি দেবেন। বাজনা-বাদ্য, আলোকসজ্জা সবকিছু ঠিকঠাক।"

"সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু শহরের মানুষ কী বলছে?"

"কিছু বলছে না। সবাই চুপচাপ।"

গুরগিল গুরগান খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, "সেইটাই তো চাই! চুপচাপ এসে দেখবে আমরা যন্ত্রণার যন্ত্রের সামনে একজনকে বলি দিয়ে দিচ্ছি! ভয়ে তাদের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে। আগে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খেত, এখন হাতি আর ইন্দুর এক ঘাটে পানি খাবে।"

টিকটিকালী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, দেশ শাসন করার এইটাই হচ্ছে নিয়ম–ভয়, আতঙ্ক। আমাদের হাতে আছে অস্ত্র, পাবলিকের হাত খালি। সেই অস্ত্র দেখিয়ে তাদের ভয় দেখাতে হবে!"

গুরগিল গুরগান বলল, "সেইটা তো সব সময়ই দেখাই। যা-ই হোক, এখন নারীনাকে বলি দেওয়ার কথা বলি। কীভাবে বলি দেওয়া যায়? এক কোপে মাথা কেটে ফেলব?"

টিকটিকালী মাথা নাড়ল, বলল, "না। মাথা কেটে ফেললেই তো শেষ। ব্যাপারটা সময় নিয়ে করতে হবে। পাবলিক যেন ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে।"

গুরগিল গুরগান বলল, "সেইটা তো ঠিকই বলেছ? কীভাবে তাহলে বলি দেওয়া যায়?"

"আগুন।"

"আগুন?"

"হ্যাঁ। মাঠের মাঝখানে একটা খুঁটি পোঁতা হবে। সেখানে নারীনাকে শক্ত করে বাঁধা হবে। পায়ের নিচে লাকড়ি রাখা হবে, সেই লাকড়িতে আচ্ছামতোন তেল ঢালা হবে। তারপর বাজনা-বাদ্য বাজাতে থাকবেন। ঠিক যখন সময় হবে, তখন সেই লাকড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবেন! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে, সেই আগুনে নারীনা ছটফট করবে, চিৎকার করবে– কী চমৎকার একটা দৃশ্য!"

গুরগিল গুরগান সুড়ুৎ করে তার জিবে লোল টেনে বলল, "কল্পনা করেই আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি ঠিকই বলেছ, আসলে পুড়িয়েই মারতে হবে। পুড়িয়ে মারার ওপর কোনো দৃশ্য নাই। পাবলিক সারা জীবন মনে রাখবে।" গুরগিল গুরগান মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "টিকটিকালী, তোমার মাথাটা খুবই পরিষ্কার! তোমার সাথে সলাপরামর্শ করে লাভ আছে।"

www.doridro.com

টিকটিকালী বলল, "আপনাদের দোয়া। মাথা ঠিক রাখার জন্য প্রতিদিন সকালে করলার রস খাই আধা গ্লাস। দুপুরে আর রাত্রে মাছের মাথা। দিনে দুইটা করে কাগজি লেবু।"

"খেয়ে যাও, টিকটিকালী, মাছের মাথা আর কাগজী লেবু খেয়ে যাও।"

টিকটিকালী বলল, "সেনাপতি সাহেব, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে উঠি। আমার গুপ্তচরের দলকে বলেছি কিছু মানুষকে ধরে রাখতে–এখন গিয়ে তাদের ধরে শক্ত পিটুনি দেব।"

গুরগিল গুরগান হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "কেন?"

"দেখি কবিতাটার কোনো অর্থ বের করতে পারি কি না, গুজব কে রটাচ্ছে ধরতে পারি কি না।" টিকটিকালী দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলল, "কী আজব একটা কবিতা–আগুনে সর্বনাশ, বাঘের দাঁতে আশ্বাস!"

গুরগিল গুরগান হঠাৎ চমকে উঠে গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান টিকটিকালীর দিকে তাকাল, বলল, "টিকটিকালী!"

"জি, সেনাপতি সাহেব!"

"তুমি বলছো শহরের সব লোক এই কবিতাটা বলছে?"

"জি। ছোট বাচ্চারাও বলছে। আশি বছরের বুড়ারাও বলছে।"

গুরগিল গুরগান উত্তেজিত গলায় বলল, "তাহলে আমরা এই সুযোগটা নিই না কেন?"

"কোন সুযোগ?"

"কবিতাটা হচ্ছে–আগুনে সর্বনাশ, কিন্তু বাঘের দাঁতে আশ্বাস। আমরা নারীনাকে আগুনে না পুড়িয়ে বাঘের সামনে ছেড়ে দিই না কেন? কবিতার অর্থ অনুযায়ী বাঘের দাঁতে কেউ মারা গেলে সেটা আশ্বাস! সেটা শুভ!"

টিকটিকালী ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। যখন সবাই বিড়বিড় করে বলছে আগুনে সর্বনাশ তখন পুড়িয়ে মারার জন্য আগুন ব্যবহার না করাই ভালো।"

গুরগিল গুরগান টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "সেই তুলনায় জ্যান্ত বাঘ কত উত্তেজনার! চিন্তা করতে পারো, একটা ক্ষুধার্ত বাঘ নারীনাকে তাড়া করে ঘাড় কামড়ে ধরে কচকচ করে খাবে–কী অপূর্ব একটা দৃশ্য!"

টিকটিকালী বলল, "হ্যাঁ, সেটা ঠিকই বলেছেন। একটা বাঘ একজন মানুষকে ধরে তাকে খাচ্ছে, সেই দৃশ্যটা আগুনে পুড়িয়ে মারা থেকে অনেক বেশি ভালো!"

www.doridro.com

গুরগিল গুরগান হাসি-হাসি মুখে বলল, "বাঘটাকে আগের দুই দিন না খাইয়ে রাখবে, খিদেয় তাহলে পাগল হয়ে থাকবে। নারীনাকে দেখেই লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড় মটকে খাবে!" গুরগিল গুরগান আনন্দে হা হা করে হাসতে থাকে, উত্তেজনায় তার ঠোঁটের বাম পাশের ওপরের অংশটা চিড়িক চিড়িক করে নড়তে থাকে!

টিকটিকালী ঘর থেকে বের হতে হতে দাঁড়িয়ে গেল, গুরগিল গুরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেনাপতি সাহেব, এই অনুষ্ঠানে কিন্তু আমাদের রাজাকে হাজির থাকতে হবে।"

"অবশ্যই হাজির থাকবে।" গুরগিল গুরগান দুলে দুলে হাসতে হাসতে বলল, "সেইটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

ঠিক এই সময়ে কয়েদখানার ভেতরে পরাগ, টিটিং, ভূটু, গায়ক, কয়েদি, প্রহরী, জল্লাদ–সবাই মিলে খেতে বসেছে। খেতে খেতে জল্লাদ জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কবিতাটার কী খবর?"

গায়ক দাঁত বের করে হেসে বলল, "ফাটাফাটি অবস্থা! শহরের সব মানুষ কবিতাটা বলছে, আগুনে সর্বনাশ! বাঘের দাঁতে আশ্বাস।"

"আর গুজব?"

"প্রতি ঘণ্টায় একটা করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। শহরের একেক জায়গা থেকে একেকটা। সর্বশেষ গুজবটা হচ্ছে এ রকম, একজনের টাকমাথা, সে দশজনকে এই কবিতাটা বলেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে মাথায় কুচকুচে কালো চুল!"

খেতে খেতে সবাই হা হা করে হাসতে থাকে। পরাগ একটা নিঃশ্বাস ফেলে টিটিংকে জিজ্ঞেস করল, "এই পরিকল্পনা কাজ করবে তো?"

টিটিং বলল, "তোমার নানীর দেওয়া বিখ্যাত সরিষার তেলের বুদ্ধি! এইটা কাজ না করে উপায় আছে?"

ঘুমানোর আগে রাজা রাজপ্রাসাদের বারান্দায় বসে। তার খুব গান শোনার শখ, দুজন গায়িকা তখন তাকে গান গেয়ে শোনায়। রাজা মাত্র একটা আধ্যাত্মিক গান শুনে শেষ করেছে, তখন একজন প্রহরী এসে মাথা নুইয়ে বলল, "মহারাজা, সেনাপতি গুরগিল গুরগান আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "গুরগিল গুরগান? এত রাতে? তাকে বলো কাল সকালে রাজদরবারে আসতে।"

প্রহরী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "সেনাপতি গুরগিল গুরগান বলেছেন খুবই জরুরি দরকার। এক্ষুনি দেখা করতে হবে।"

www.doridro.com

"এক্ষুনি দেখা করতে হবে?"

"জি, মহারাজা।"

রাজা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে তাহলে, ডাকো সেনাপতিকে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি গুরগিল গুরগান এসে হাজির হলো। রাজা বিরক্ত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার, সেনাপতি? এই গভীর রাতে তুমি এসে হাজির হয়েছ?"

"একটা জরুরি কাজ ছিল, মহারাজা।"

"জরুরি হয়েছে তো কী হয়েছে? কাল সকালে রাজদরবারে সেটা বলতে পারতে না?"

গুরগিল গুরগান মাথা নাড়ল, বলল, "না, মহারাজা। কথাটা আপনাকে দশজনের সামনে বলতে পারব না। কথাটা নিরিবিলি বলতে হবে।"

"ঠিক আছে। এত ভনিতার দরকার নাই, কী বলতে চাও তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।"

গুরগিল গুরগান দুজন গায়িকা, তবলা, সেতারবাদক আর প্রহরীদের দেখিয়ে বলল, "এদের চলে যেতে বলেন, মহারাজা। শুধু আপনি আর আমি থাকব। কথাটা খুবই গোপনীয়, আপনাকে নিরিবিলি বলতে হবে।"

রাজা সবাইকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে গুরগিল গুরগানকে বলল, "ঠিক আছে, সেনাপতি, এখন বলো।"

সবাই চলে যাওয়ার পর সেনাপতি রাজার কাছে এগিয়ে আসে, আবছা অন্ধকারে তার চেহারাটা কেমন জানি ভয়ঙ্কর দেখায়। ঠোঁটের বাম দিকের অংশটি চিড়িক চিড়িক করে নড়তে থাকে, সেটা দেখে রাজা কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করে।

গুরগিল গুরগান গলা নামিয়ে বলল, "পরশু দিন আমাদের যন্ত্রের অভিষেক হবে, মনে আছে, মহারাজা?"

"কোন যন্ত্র?"

"যন্ত্রণা দেওয়ার যন্ত্র। মনে নাই?"

"ও হ্যাঁ, মনে আছে। অবশ্যই মনে আছে।" রাজা হঠাৎ একটু খেপে উঠে বলল, "দেখো সেনাপতি, তুমি মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি করছো। শুধু যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এতগুলো টাকা নষ্ট করে একটা যন্ত্র বানিয়েছ। শুধু যে যন্ত্র বানিয়েছ তা না– এখন সেটার অভিষেক করতে হবে?"

www.doridro.com

গুরগিল গুরগান মুখ শক্ত করে কঠিন গলায় বলল, "জি, মহারাজা, এই যন্ত্রের অভিষেক করতে হবে। এবং সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে আপনাকে থাকতে হবে।"

রাজা গলা উঁচিয়ে বলল, "তুমি পেয়েছটা কী, সেনাপতি? তোমরা এই রকম পাগলামো করবে আর আমাকে সেই সব অনুষ্ঠানে থাকতে হবে?"

গুরগিল গুরগান কঠিন গলায় বলল, "এটা মোটেও পাগলামো নয়, মহারাজা! এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে একটা মেয়েকে বলি দেওয়া হবে। সারা দেশ খুঁজে সেই মেয়েটাকে আনা হয়েছে।"

রাজা এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠল, বলল, "শুধু একটা যন্ত্র বানিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হওনি, এখন সেটার জন্য একটা মেয়েকে খুন করবে?"

"হ্যাঁ, মহারাজা। সেই অনুষ্ঠানে আপনি থাকবেন। মেয়েটাকে আপনার সামনেই বলি দেয়া হবে।"

"কক্ষনো না। আমি সেই অনুষ্ঠানে যাব না।"

"আপনি যাবেন।"

"যাব না।"

"যাবেন।"

"যাব না।" রাজা রেগে বলল, "আমি যদি যেতে না চাই তুমি কি আমাকে জোর করে নিবে? আমি হচ্ছি রাজা, তুমি সেনাপতি। তুমি আমাকে জোর করে নিতে পারো না।"

গুরগিল গুরগান ঠাণ্ডা চোখে রাজার দিকে তাকাল, তার ঠোঁটের ওপরের অংশ চিড়িক চিড়িক করে নড়তে থাকে, সেই রকম অবস্থায় সে হিসহিস করে বলল, "মহারাজা, আমি আপনাকে জোর করে নিব না। কিন্তু আপনি নিজেই যাবেন। কেন যাবেন, জানেন?"

"কেন?" রাজার গলার স্বর হঠাৎ একটু কেঁপে উঠল।

"কারণ, আপনার বড় ছেলে হরিণ শিকার করতে গেছে। তার সঙ্গে আছে আমার সৈন্যসামন্ত। সেই সব সৈন্যসামন্ত আমার কথায় ওঠে-বসে।"

রাজা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, আপনার ছেলে যে বনে শিকার করতে গেছে, সেই বনে অনেক বিপদ-আপদ! সে আর ফিরে নাও আসতে পারে!"

রাজা বিস্ফারিত চোখে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ, গুরগিল গুরগান?"

"আমি কী বলতে চাইছি আপনি খুব ভালো করে জানেন, মহারাজা।" গুরগিল গুরগান হাসির মতো একটা শব্দ করে বলল, "আপনি যদি আপনার

www.doridro.com

ছেলেকে ফিরে পেতে চান, তাহলে আপনি অবশ্যই আমার অনুষ্ঠানে যাবেন। কেমন করে আমরা নারীনাকে বলি দেব, সেটা উপভোগ করবেন।"

সেনাপতি গুরগিল গুরগান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি, মহারাজা। আপনাকে চিন্তা করার জন্য আজ রাত সময় দিচ্ছি। সকালে আমাকে জানাবেন।"

গুরগিল গুরগান যখন প্রায় চলে গেছে, তখন রাজা ভাঙা গলায় বলল, "সেনাপতি, গুরগিল গুরগান।"

"বলুন, মহারাজা।"

"আমি যাব। আমি তোমার অনুষ্ঠানে যাব।"

গুরগিল গুরগান মধুরভাবে হেসে বলল, "চমৎকার, মহারাজা। আপনি দেশের রাজা। আমি জানি আপনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিবেন।"

গুরগিল গুরগান চলে যাওয়ার পরও রাজা অনেকক্ষণ বারান্দায় একা একা বসে রইল। রাজাকে মশা কামড়াচ্ছিল, তবু রাজা মশা তাড়ানোর জন্য কাউকে ডেকে পাঠাল না।

www.doridro.com

বিশাল মাঠের চারপাশে কাঠ দিয়ে গ্যালারির মতো তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে মানুষজন চুপ করে বসে আছে। আগের রাতে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি পরিবার থেকে কাউকে না কাউকে আসতে হবে। যদি না আসে তাহলে তাকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বিবেচনা করা হবে। সেই ঘোষণা শোনার পর ভয়ে সবাই এসে হাজির হয়েছে। গুরগিল গুরগানের সেনাবাহিনী কাউকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ঘোষণা দিলে তার কপালে অনেক দুঃখ–তাই কেউ আর ঝুঁকি নেয়নি।

গ্যালারির এক কোনায় পরাগ, টিটিং আর ভুটু বসেছে। চাদর দিয়ে তারা নিজেদের ঢেকে রেখেছে, কেউ যেন তাদের দেখতে না পারে সেজন্য। এত ভিড়ের মধ্যে কেউ তাদের চিনে ফেলবে তার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু তার পরও তারা কোনো ঝুঁকি নেয়নি।

পরাগ, টিটিং আর ভুটুর সামনেই কয়েদখানার প্রায় সবাই চলে এসেছে। সবাই ভালো জামা-কাপড় পরে এসেছে, তাই তাদের দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তারা কয়েদি, না প্রহরী, না জল্লাদ। তাদের ভেতরও অনেকে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে যেন কেউ দেখতে না পারে।

বিশাল মাঠের প্রায় সব দিকেই সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চকচকে পোশাক, কোমর থেকে তরবারি ঝুলছে। অনেকের হাতে বর্শা না হয় তীর-ধনুক। তারা সতর্ক চোখে ইতিউতি দেখছে। দেখেই বোঝা যায়, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা হইচই দেখলেই তারা তাদের অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মাঠের এক কোনায় রংচংয়ে কাপড় পরা অনেকগুলো মানুষ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দ্রিম দ্রিম করে ঢাক বাজাচ্ছে এবং ঢাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, শব্দে কান পাতা দায়। বাজনা-বাদ্য দিয়ে একধরনের আনন্দের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু যে কারণেই হোক মাঠে বিন্দুমাত্র আনন্দের পরিবেশ নেই।

মাঠের ঠিক মাঝখানে যন্ত্রণা দেওয়ার যন্ত্রটি রাখা হয়েছে। যন্ত্রটির ওপরে বেশ কয়েকটা রঙ্গীন পতাকা, বাতাসে পতাকাগুলো পতপত করে উড়ছে।

www.doridro.com

যন্ত্রের ঠিক সামনেই একটা খুঁটি, সেই খুঁটির সঙ্গে নারীনাকে বেঁধে রাখা আছে। নারীনার চোখমুখে একটা অসহায় বেদনার ছাপ। সে মাথা ঘুরিয়ে গ্যালারিতে বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখছে। তার পরনে ধবধবে সাদা একটা পোশাক, সেই পোশাকে তাকে মনে হচ্ছে বুঝি একটা দেবী আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

পরাগ একদৃষ্টে নারীনার দিকে তাকিয়ে ছিল, একটু পরপরই তার চোখ পানিতে ভরে উঠছে। সে এখনো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছে না যে নারীনাকে এভাবে মাঠের মাঝখানে বেঁধে রাখা হতে পারে। তার ইচ্ছে করছিল, ছুটে মাঠের মাঝখানে গিয়ে নারীনার বাঁধন খুলে দেয়, কিন্তু সে জানে সেটা কখনোই সম্ভব না। নারীনার কাছে পৌঁছানোর অনেক আগেই গুরগিল গুরগানের সৈন্যরা তীর দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। পরাগ তাই তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বসে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ বাজনা-বাদ্য থেমে গেল এবং একটা মানুষ হেঁড়ে গলায় বলল, "আকাশ থেকে পাহাড়, পাহাড় থেকে বন, বন থেকে মাঠ, মাঠ থেকে মরুভূমি, মরুভূমি থেকে নদী, নদী থেকে সমুদ্রের ভেতর যত মানুষ, যত পশুপাখি, যত কীটপতঙ্গ-তাদের সকলের রাজা কিরমতের পুত্র মিরকত, মিরকতের পুত্র জিরকত এবং জিরকতের পুত্র মহামান্য সম্রাটের সম্রাট জুলকতে বুলকাত নিফতি আলা বা-হা-দু-র!"

গ্যালারিতে বসে থাকা হাজার হাজার মানুষ রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেল এবং তখন রাজা ধীরে ধীরে তার আসনে এসে বসল। তার মুখে আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই। সেটি বিষণ্ন। তার দুই পাশে বসল সেনাপতি গুরগিল গুরগান আর মন্ত্রী ধুরন্ধালী। তাদের একটু পেছনে বসল গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান টিকটিকালী। তাদের আশেপাশে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন বসেছে।

অনেকক্ষণ থেকে বাদ্যবাজনা বেজে আসছিল, এবার সেগুলো থেমে গেল এবং তখন গুরগিল গুরগান দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমার প্রিয় নগরবাসী। আজকে আপনারা এই অনুষ্ঠানে এসেছেন, সে জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের অসংখ্য অভিনন্দন।

"প্রিয় নগরবাসী, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্তমান জগতের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যন্ত্রণার যন্ত্রের অভিষেক করা হবে। এই দেশের যত আইনভঙ্গকারী, যত অপরাধী, যত ষড়যন্ত্রকারী, যত বিশ্বাসঘাতক এবং যত রাষ্ট্রদ্রোহী আছে, তাদের সবাইকে এই যন্ত্রটি দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। এই অমূল্য

DORIDRO.COM

www.doridro.com

যন্ত্রটিকে আমরা চিরস্থায়ী করতে চাই, সে জন্য বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বন করে আমরা একটি কুমারী বালিকাকে বলি দিতে চাই। এই অত্যন্ত সাধারণ বালিকাটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। এত বড় একটি বিষয়ের জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। এ বালিকাকে বলি দেওয়ার পর তার প্রেতাত্মা যন্ত্রণার যন্ত্রের সঙ্গে অনন্তকালের জন্য যুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের এই যন্ত্রটি তাহলে অনন্তকাল টিকে থাকবে। দেশের চোর, বদমাশ, বাটপার ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের অনন্তকাল শাস্তি দিয়ে যাবে।

"আমার প্রিয় নগরবাসী। আপনারা নিশ্চয়ই বালিকাটিকে বলি দেওয়ার দৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি সেই দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবেন। দৃশ্যটি উপভোগ করতে পারবেন। আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করার জন্য, উত্তেজনাময় করার জন্য আমরা একটি হিংস্র বাঘকে দুই দিন থেকে অভুক্ত রেখেছি। এই ক্ষুধার্ত বাঘটি আমরা এক্ষুনি মাঠে ছেড়ে দেব। আপনারা দেখবেন, তার ধারালো দাঁতের আঘাতে নারীনা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!"

গুরগিল গুরগান বিকট গলায় বলল, "আসুন, উপভোগ করুন, দেখুন এই হিংস্র ও ক্ষুধার্ত বাঘটি কেমন করে নারীনা নামের সুলক্ষণা, নিখুঁত এবং কুমারী এক বালিকাকে ছিন্নভিন্ন করে তার প্রেতাত্মাকে মুক্ত করে দেয়!"

গুরগিল গুরগানের কথা শেষ হওয়ামাত্র বিকট শব্দে বাজনা বেজে ওঠে এবং এর মধ্যে দেখা যায় একটা খাঁচা মাঠের এক পাশে টেনে আনা হয়েছে। খাঁচার ভেতর একটা ক্রুদ্ধ বাঘ ছটফট করছে। ঘোড়ায় চেপে একজন এসে বাঘের খাঁচাটা খুলে দিয়ে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরে গেল। বাঘ তখন খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে মেঘের মতো গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বাজনা থেমে গেল। হঠাৎ করে পুরো মাঠে এক ধরনের নৈঃশব্দ নেমে আসে, কেউ একটুও শব্দ করছে না, মনে হচ্ছে কেউ চোখের পাতি ফেললেও বুঝি সেই শব্দ শোনা যাবে।

বাঘটি আবার মেঘের মতো শব্দ করে গর্জন করল, তারপর খাঁচা থেকে বের হয়ে এল। সে মাথা ঘুরিয়ে মাঠের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখল, তারপর তার মাথা উঁচু করে বাতাসে কোনো একটা ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল এবং ঠিক তখন সে নারীনাকে দেখতে পেল। বাঘটা চাপা গর্জন করে সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে যায়, পেছনের দুই পা মাটিতে ঘষে সেটা গুড়ি মেরে এগোতে থাকে। কাছাকাছি এসে সেটি ঠিক যখন নারীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন হঠাৎ করে বাঘটি থেমে যায়।

www.doridro.com

পরাগ এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিল, এবার বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা সাবধানে বের করে দিল। সে অবাক হয়ে দেখল, বাঘটি নারীনার দিকে তাকিয়ে গলা থেকে কোমল একটা ঘরঘর আওয়াজ করল, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে তার কাছে গেল, তাকে একবার শুকল, তারপর নারীনার পায়ের কাছে বসে নিজের থাবা চেটে চেটে পরিষ্কার করতে লাগল। দেখে বোঝা যাচ্ছে, নারীনাকে কামড়ে খাবার তার কোনো ইচ্ছে নেই।

গ্যালারিতে বসে থাকা হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল, তারা এবার বিস্ময়ের একটা শব্দ করে বিস্ফারিত চোখে নারীনা আর নারীনার পায়ের কাছে বসে থাকা বিশাল বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নারীনার দুই হাত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা ছিল। সে এবার অনেক চেষ্টা করে প্রথমে একটা হাত, তারপর আরেকটা হাত মুক্ত করে আনে, তারপর বাঘের পাশে বসে পরম আদরে তার গলা জড়িয়ে ধরে। বাঘটা গলার ভেতর থেকে ঘরঘর একটা আওয়াজ বের করে তার জিব দিয়ে নারীনার হাত চাটতে থাকে। নারীনা বাঘের বিশাল মাথাটা ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলল, "দুষ্টু ছেলে! তোমার খুব খিদে পেয়েছে?"

বাঘটা ছোট একটা গর্জন করে তার মাথা নাড়ল, দেখে মনে হলো সে বুঝি নারীনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

হাজার হাজার মানুষ এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার তারা আনন্দে চিৎকার করে হাততালি দিয়ে বলতে থাকে, "না-রী-না! না-রী-না! না-রী-না!"

গুরগিল গুরগানের মুখটা এবার ক্রোধে বিকৃত হয়ে ওঠে, সে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে, "তীরন্দাজ বাহিনী–"

সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক হাতে দুই শ সৈনিক তাদের তীর-ধনুক হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গুরগিল গুরগান হাত নেড়ে বলল, "তীর ছুড়ে হত্যা করো নারীনাকে!"

তীরন্দাজেরা তাদের তীর ছুড়ে দিল..."

"মামা!" মিতুল লাফ দিয়ে উঠে বসল, "কী বলছো তুমি!"

মামা ভারী গলায় বললেন, "কী বলছি মানে? তোকে গল্পটা বলছি।"

"এটা কী রকম গল্প? এত কিছু করে নারীনাকে বাঁচিয়ে রেখে এখন তুমি নারীনাকে মেরে ফেলবে?"

মামা মাথা নেড়ে বললেন, "তুই চুপ করে শোন। আমি এখন নারীনার মৃত্যুদৃশ্যটা বর্ণনা করব। এখন আমি বলব কীভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে যাবে নারীনার দিকে, কীভাবে তার সাদা পোশাক রক্তে লাল হয়ে যাবে, কীভাবে..."

www.doridro.com

"না, মামা, না!" মিতুল মাথা নেড়ে বলল, "তুমি নারীনাকে মারতে পারবে না।"

"কেন মারতে পারব না?" মামা অবাক হয়ে বললেন, "এটা একটা গল্প। পৃথিবীর সব সুন্দর গল্প হচ্ছে দুঃখের। দুঃখ হচ্ছে সবচেয়ে খাঁটি অনুভূতি, সবচেয়ে তীব্র অনুভূতি। তুই শুধু ধৈর্য ধরে শোন, নারীনার মৃত্যুদৃশ্যটা তুই কল্পনা কর।"

"না, মামা, না!" মিতুল প্রবল বেগে মাথা নাড়ে, "তুমি কিছুতেই নারীনাকে মারতে পারবে না। কিছুতেই না।"

"কেন না?"

"মনে আছে, নারীনা সেই ছোটবেলা থেকে কত কষ্ট করেছে? তার জীবনে কোনো আনন্দ নেই, শুধু কষ্ট আর কষ্ট। তুমি এভাবে তাকে মেরে আরও কষ্ট দিতে পারবে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

মামা কটমট করে মিতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গল্পটা বলছে কে? তুই না আমি?"

"তুমি বলছো। তার মানে এই না তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। আমি তোমাকে নারীনাকে মারতে দিব না।"

"পাগলি মেয়ে!" মামা বললেন, "নারীনা বেঁচে থাকলে এই গল্প হবে একটা ছেলেমানুষি গল্প। সে মরে গেলে এটা হবে একটা সত্যিকারের কাহিনী। হৃদয় স্পর্শ করা কাহিনী। মহৎ একটা গল্প।"

"চাই না আমি কোনো মহৎ কাহিনী।" মিতুল মুখ শক্ত করে বলল, "নারীনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

মামা হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "কীভাবে বাঁচাব নারীনাকে? তীরন্দাজ বাহিনী তীর ছুড়ে দিয়েছে নারীনার দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে যাচ্ছে তার দিকে।"

মিতুল মাথা নাড়ল, "মোটেই নারীনার দিকে যাচ্ছে না। তীরন্দাজেরা নারীনাকে মারতে চায়নি, তাই তারা তীর ছুড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভুল দিকে ছুড়েছে। তীর মাঠের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। একটাও নারীনার গায়ে লাগেনি।"

মামা অবাক হয়ে মিতুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "একটাও লাগেনি?"

"উহুঁ।"

মামা বললেন, "ঠিক আছে। তুই যদি আমার গল্পটা হাইজ্যাক করে নিয়ে নিতে চাস, তাহলে নিয়ে নে। তুই-ই তাহলে শেষ কর গল্পটা।"

www.doridro.com

"মামা, এর মাঝে তো শেষ করার কিছু নেই। তুমিই তো গল্পটা শেষ করেছ। এখন কী হবে সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।"

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কী হবে, শুনি?"

"বলব?"

"বল।"

মিতুল একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে শুরু করল, "তীরন্দাজ বাহিনীর তীর যখন একটাও নারীনার গায়ে লাগল না, তখন গুরগিল গুরগান লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "অপদার্থের দল! একটা তীর লাগাতে পারলি না! আবার চেষ্টা কর শেষ করে দে নারীনাকে।"

তীরন্দাজ বাহিনী তখন তাদের তীর-ধনুক নামিয়ে রেখে বলল, "না, সেনাপতি সাহেব। আমরা এই নিরপরাধ মেয়েটিকে মারতে পারব না। দেবীর মতো এই মেয়েটিকে আমরা মারতে পারব না।"

"কী বললি, বদমাশের দল? কী বললি তোরা?"

"আমরা কী বলেছি আপনি শুনেছেন, সেনাপতি গুরগিল গুরগান।"

গুরগিল গুরগান গর্জন করে উঠে তার তরবারি বের করে বলল, "এত বড় সাহস তোদের! তোরা আমার মুখের ওপর কথা বলিস? খুন করে ফেলব তোদের—"

গুরগিল গুরগান যখন তার তরবারি নিয়ে ছুটে গেল তীরন্দাজ বাহিনীর দিকে, তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। মাঠের ঠিক মাঝখানে নারীনার গা ঘেঁষে থাকা বাঘটা একটা বিশাল গর্জন করে ছুটে এল গুরগিল গুরগানের দিকে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলল।"

মামা একটু চমকে উঠে বললেন, "খেয়ে ফেলল?"

"হ্যাঁ, এত অবাক হচ্ছ কেন? বাঘ কি মানুষ খায় না?"

"খায় নিশ্চয়ই। কিন্তু এভাবে আস্ত একটা মানুষকে?"

"নারীনার বাবাকে কী বাঘ খায় নাই? তুমিই তো সেটা বলেছিলে, মনে নাই?"

মামা দুর্বল গলায় বললেন, "বলেছিলাম নাকী?"

"হ্যাঁ বলেছিলে। তাছাড়া বাঘটাকে দুই দিন না খাইয়ে রেখেছে, সে জন্য তার ভয়ঙ্কর খিদে, মামা।" মিতুল বলল, "আসলে গুরগিল গুরগানকে খাওয়ার পরও তার খিদে যায়নি। তখন সে গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান টিকটিকালীকেও খেয়ে ফেলল।"

www.doridro.com

মামা আঁতকে উঠলেন, "টিকটিকালীকেও খেয়ে ফেলেছে?"

"হ্যাঁ, মামা।" মিতুল মাথা নেড়ে বলল, "রাজার পাশে বসে ছিল ধুরুন্ধালী, তার ছিল হার্টের অসুখ, এ রকম একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার একজন একজন করে মানুষকে খেয়ে ফেলছে দেখে সে হার্ট অ্যাটাকে সেখানেই মরে গেল।"

"সেখানেই মরে গেল?"

মিতুল বলল, "হ্যাঁ, মামা। এ রকম অপদার্থ মন্ত্রীর বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই।" মিতুল একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলতে থাকে, "এদিকে তখন টিটিং, ভুট্টু আর পরাগ চিৎকার করতে করতে মাঠে গিয়ে নারীনাকে জড়িয়ে ধরেছে। গ্যালারির সব মানুষ চিৎকার করে বলছে, "জয় নারীনা! জয় নারীনা!"

রাজা নিজেও মাঠে ছুটে গিয়ে নারীনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা, নারীনা। আমার শুধু দুইটা ঢ্যাংগা ছেলে। আমার কোনো মেয়ে নাই। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।"

তারপর রাজা ভুট্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে? এই রকম পাহাড়ের মতো শরীর? থাম্বার মতো হাত পা?"

ভুট্টু বলল, "আমরা সব নারীনাকে উদ্ধার করার জন্য অনেক দূর থেকে এসেছি। মনে নাই মহারাজা, গুরগিল গুরগান আমাদের ধরে আপনার রাজদরবারে এনেছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে! এই ছেলেটাকে যন্ত্রের ভিতর ঢুকিয়ে কী কষ্টটাই না দিয়েছিল! আহা..."

পরাগ বলল, "মহারাজা, আসলে আমার কোনো কষ্টই হয় নাই। এই যন্ত্রটা ভুয়া। এটা দিয়ে কাউকে কষ্ট দেওয়া যায় না।"

রাজা অবাক হয়ে বলল, "সত্যি!"

কারিগর কীভাবে কীভাবে যেন তখন কাছাকাছি চলে এসেছে। সে মাথা নিচু করে বলল, "সত্যি, মহারাজা। আমি কারিগর মানুষ। মানুষের ভালোর জন্য কাজ করি। কিছুতেই মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়ার যন্ত্র তৈরি করতে পারি নাই। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

রাজা বলল, "আরে, কী বলছো তুমি! তুমি তো ঠিক কাজই করেছ। আমি দেশে একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করে তোমাকে তার ভাইস চ্যান্সেলর করে দেব।"

মামা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন, "কী বললি, মিতুল? তুই কী বললি? ভাইস চ্যান্সেলর?"

www.doridro.com

"হ্যাঁ, মামা, ভাইস চ্যান্সেলর। তুমি এত রাগছো কেন! এ রকম একজন মানুষ কি ভাইস চ্যান্সেলর হতে পারে না?"

মামা কোনো কথা না বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শেষ কর তোর গল্প।"

"রাজা তখন নারীনা, পরাগ, টিটিং আর ভুটুকে বলল, "তোমরা এসো আমার সঙ্গে।"

"কোথায়, মহারাজা?"

"রাজপ্রাসাদে। আমার সঙ্গে ডিনার করবে।"

"ঠিক আছে, মহারাজা।"

রাজা তখন ভুটুকে বলল, "ভুটু, আমার যে সেনাপতি ছিল তাকে তো বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তোমাকে আমার সেনাপতি করে দিই। কী বলো?"

ভুটু বলল, "আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি না করি কেমন করে? বেয়াদবি হয়ে যাবে না?"

রাজা হাতে কিল দিয়ে বলল, "গুড!" তারপর টিটিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "মন্ত্রী ধুরুন্ধালীও তো হার্ট অ্যাটাকে মরে গেছে। তুমি হও আমার প্রধানমন্ত্রী।"

টিটিং বলল, "ঠিক আছে, মহারাজা।"

মামা কেমন করে জানি মিতুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পর জিজ্ঞেস করলেন, "টিকটিকালীর চাকরিটা কাকে দিবি?"

"ওই চাকরি কাউকে দেওয়া হয় নাই। কারণ সেই দেশে আর কোনো গুপ্তচরের দরকার হয় নাই।"

"জল্লাদ? জল্লাদ কী করল?"

"সে একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছে, মামা।"

"গায়ক?"

মিতুল এক গাল হেসে বলল, "সে নূতন একটা ব্যান্ড দিয়েছে। ব্যান্ডের নাম গান গান গুরগান।"

"গান গান গুরগান?"

"হ্যাঁ।"

"পরাগের নানী? ছুটনি-বুটনি? তাদের মা বাবা?"

মিতুল এক মুহূর্ত ভেবে বলল, " পরাগের নানী মহিলা কমিশনার হিসেবে ইলেকশান করে জিতেছে। ইলেকশানে তার মার্কা ছিল তেলের শিশি।"

www.doridro.com

মামা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "তেলের শিশি?"

"হ্যাঁ। অনেক ভোট পেয়ে জিতেছে। এখন সে মহিলা কমিশনার।"

"ছুটনি-বুটনি?"

মিতুল মাথা নেড়ে বলল, "ওদের কথা আর বলো না। ফালতু টাইপের মেয়ে তো, তাই দিন রাত তার মা'কে নিয়ে বসে বসে হিন্দী সিরিয়াল দেখে। এই এতো মোটা হয়েছে একেকজন। লাখ টাকার দুঃখে তার বাবার যে মাথা খারাপের মতো হয়েছিল পুরোপুরি ভালো হয় নি। বাজারে হাঁটে আর বিড় বিড় করে নিজের সাথে কথা বলে! তার এখন এই লম্বা দাড়ি।"

মামা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে পরাগ আর নারীনাকে বাকি রাখলি কেন? দুজনকে বড় করিয়ে বিয়ে দিয়ে দে। ঘর-সংসার করুক।"

মিতুল মাথা নেড়ে বলল, "মামা, তোমাদের সমস্যাটা কী বুঝতে পেরেছ? তোমরা বিয়ে ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারো না। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বন্ধু হলেই তাদের বিয়ে করতে হয় না। তারা বন্ধু হয়েই থাকতে পারে।"

মামা থতমত খেয়ে বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, মামা। নারীনা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিল। পরাগ ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। দুজন বড় হয়ে বিয়ে করতেও পারে, নাও করতে পারে। সেইটা তাদের ইচ্ছা!"

মামা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মিতুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিতুল বলল, "মামা, তোমার চোখ দুটো কেমন যেন লাল লাল হয়ে আছে, ঘুমাতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।"

মামা দুর্বল গলায় বললেন, "যাচ্ছি!"